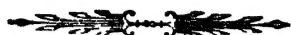


যাজ্ঞসେନୀ

(নাটক)



শ্রীঅমৃতলাল বসু

(মিনার্ভা প্রথম অভিনয় রজনী শনিবার ২২শে
বৈশাখ ১৩৩৫)

চতুর্থ সংস্করণ

বসুপরিবার-কর্তৃক প্রকাশিত ।

প্রাপ্তিস্থান, ১২৬ শ্রীমবাজার ষ্ট্রীট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়,
কলিকাতা ।

মূল্য এক টাকা ।

বাগর্থ পত্র

নাগরক, প্রতিক, চৌরগ্রাহী,ঃ—শান্তিবঙ্গ কৰ্মচাৰী

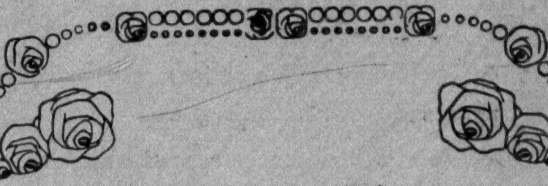
শেলুফুল—চালতাকুল ; ধাবাদয়—ফোয়াৰা ; থপুপ—হাউই ; বাধা—
পাছকা ; বিট—কামদূত, সম্বাহক—গাত্ৰমৰ্দ্দনকাৰী ; দ্বিজকুব—ছন্নবেশী
দ্বিজ ; উন্নয়ন—উন্নয়ন ; নীশাৰ—পৰ্দা ; মহানস—পাকশালা ; হুৰোদয়—
হাতদক্ষ ।

অমশুদ্ধি

অঙ্ক	দৃষ্ট	পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থলে	হইবে
১ম	৩য়	১০	৯	কালী	কালি
১ম	১ম	২১	২	হেটুমুখে	হেটুমুখ
১ম	৫ম	২৫	৬	“দস্যুৱে বলি দৈবশ্য নাহি কৰি সম্বোধন”	“দৈব বলি দস্যুৱে না কৰি
২য়	২য়	৪৮	৪	কৰিত	কৰিতে
৩য়	১ম	৮০	২	পুতগন্ধ	পুতিগন্ধ
৩য়	১ম	৮৬	১১	ভীম	ভীষ্ম
৩য়	১ম	৯৮	৭	প্ৰপাতের	প্ৰপাতের
৪র্থ	১ম	৯৫	৭	অৰ্ণাৰ্জুন	অৰ্ণাৰ্জুন
৪র্থ	১ম	৯৬	৫	দৰ্পনাভে	দৰ্পনাভে
৪র্থ	১ম	৯৬	১৪	উৎপাতে	উৎপাতে
৪র্থ	২য়	১১২	১৮	একছত্ৰছায়াতে	একছত্ৰছায়ে
৫ম	৩য়	১০৭	৬	বাজন	বাজন ।

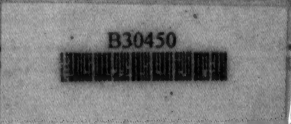
১৯১৩ বঙ্গাব্দৰ দ্বাৰা মুদ্রিত কাব্যভাষ্য ভবকান্তি

প্ৰেচাৰ, কলিকতাৰ ছাৰ্ভাৰ্ডিন্স



(১৯১৬)

শ্রী ব্রজেন চন্দ্র



পূজাঞ্জলি

যে অপরাজেয় শক্তিধর বিজ্ঞানমণ্ডিত পণ্ডিতপ্রবর

সারস্বত-যজ্ঞ-ঋত্বিক

বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনে বরণ্য করিয়া
স্বদেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানান্তর দিব্যালোকে
প্রস্থান করিয়াছেন—

সেই—

স্যান্ন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অহাশবের

অমর স্মৃতির পূজার্থ

এই ‘স্বাস্থ্যসেনী’ নাটক

প্রথমস্থলে উৎসর্গীকৃত হইল :

১লা জ্যৈষ্ঠ,
১৩৩৫ সাল
কলিকাতা :

নাট্যকার :

মাতঙ্গসেনী

পাতাপাতীগণ

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিহর, হর্ষোদয়ন,
দ্বঃশাসন, বিকর্ণ, শকুনি, কৰ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম,
অৰ্জুন, নকুল, সহদেব, বিরাট, কীচক,
বজ্রসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ; নাগরক,
চৌরগ্রাহী, প্রতিক,
রাজ-অমুচর
প্রভৃতি ।

* * *

গাকারী, কুন্তী, কৃষ্ণা, হৃতদ্রা, কেতকী,
বিপাশা, স্বর্ণরেখা, নন্দা, মিত্রা,
চেটী, প্রভৃতি ।

কার্য্যসংযোগস্থল ।—

প্রথম অঙ্ক—পাকাল-ছত্রাবতী

দ্বিতীয় অঙ্ক—পাকাল-ছত্রাবতী

তৃতীয় অঙ্ক—হস্তিনা

চতুর্থ অঙ্ক—ইন্দ্রপ্রস্থ

পঞ্চম অঙ্ক—হস্তিনা ।

যাজ্ঞসেনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাকাল প্রদেশ ।—ছত্রাবতী নগরী । প্রাসাদের একাংশ ।]

যজ্ঞসেন । বৎস, স্বার্থতরে কিম্বা দম্ভভরে
আমারে করেনি বন্দী অর্জুন সূজন ।
দ্বন্দ্ব-অবসানে দিয়া বীরের সম্মান,
বথে তুলি বসী মোরে লয় হস্তিনায় ।
পথে ক্ষত্রকুলমানি দুর্ঘোষণ
বথ হ'তে নামারে আমায়,
উপেক্ষিয়া অর্জুনের অমুনয়,
কেশে ধরি ল'য়ে যায় দ্রোণের সমীপে ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন । অবশ্য ঢালিব ভস্ম কোরব-গোরবে ;
নহে যজ্ঞফলে জন্ম মম বৃথা ।

যজ্ঞসেন । পিতৃ-অপমানে যে-সন্তান থাকে উদাসীন,
হীন সেই সংসারে সমাজে ।
সুশিক্ষায় হইয়াছ ধনুর্ধর, কর্ষেতে তৎপর ;
মনোরথে সারথি তোমার ধর্ম ;
পিতৃ-ঋণ-পরিশোধে প্রবোধি' আমায়,
জন্মভূমি পাকুল প্রদেশ উদ্ধার করিবে তুমি ।

[ক্রমধার প্রবেশ]

ক্রমধা । কত্না ব'লে ক্রমধা প্রতি দৃষ্টি তব নাহি কি জনক ?

যজ্ঞসেন । এই যে মা,-- আয় আয় !

ক্রমধা । ঐ মুখে-ই আয় আয়-- মনে মনে কিঙ্ক--উ ঊ উ ;

ছেলে ছেলে ক'রে বাপ-মা'র মন সুখ-সাগবে ভাসে ;

আর মেয়ে যেন আপদ বালাই,

বিদায় কর্তে পায়েই চোদ পুরুষ হন তুট্ট ।

বাবা তুমি আমার ভালবাসো না, তুমি--তুমি--তুমি বড় তুট্ট !

পট্টভার্য । (ঈষৎ হাস্যে) আর ভাই ?

ক্রমধা । ভাই ? ভাই--ভাই, যতদিন ভাজ না আসেন ঘরে ।

বাবা, যতদিন বউ না আসেন ঘরে, ছেলে থাকে ছেলে ,

আর--মেয়ের মায়া ছাড়ে কায়, জীবন চ'লে গেলে ।

যজ্ঞসেন । না, তোমায় আমি ভালবাসিনি ? তোমার জনমে দশক
ধন্য ! আমার এই পাঞ্চাল-রাজ্যের প্রকৃত রাজলক্ষী তুমি ।

* শোননি, তোমার জন্মকালে আকাশ-বাণী হ'য়েছিল যে তোমা
ত'তেই ক্ষয়কূল ক্ষয়প্রাপ্ত ও কোরবগণ বিনষ্ট হবে ।

ক্রমধা । বড় সুসংকল্পা নো আমি । আমি কি বিষকন্ডা ?

যজ্ঞসেন । তুমি মা মহোবসি--সংসার-বারিধি-নিবানয়-করণে ; তুমি
অমৃত--বস্তুকে অমরত্ব দিতে ; তুমি মা হোমের হবি--

ক্রমধা । আগুনে ভস্ম হ'তে ।

যজ্ঞসেন । পবিত্র হবি কি কখনো ভস্ম হয় মা ?

হোমের হবি অগ্নিকে প্রোক্ষল করে, পৃথগক্কে দিড়নগুল
আমোদিত করে, প্রপূমিত হয়ে স্বর্গে দেবতার চরণস্পর্শ করে ।

হবিতে শুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, পুষ্টি আছে, তুষ্টি আছে ।

আর অগ্নি পবিত্র পাবক তেজের অর্ধিষ্ঠাতা । হবিরূপী কন্ডা

অগ্নি-স্বরূপ বনের সহিত মিলিত হ'লে তবে সংসারের মঙ্গল হয়। না, তোমার মত সুরভি-ক্ষীর-মাখিত ভবি পাছে আমি দুঃখ ভক্ষে নিষেপ করি, তাই অগ্নিরূপী বনের অন্তঃসন্ধান করছি। যে তেজ আমার নিশ্চিত ধন নমিত ক'বে অন্তরীক্ষে অবস্থিত লক্ষ্যভেদ করতে পারবে, তাকেই আহৃত বা আমন্ত্রিত ক'বে আমি তোমাকে সমর্পণ করবো, এই আমার ইচ্ছা।

দুষ্টতায়। কি শু পিতা!

জন্তুকুলে হেন কেবা ধনুর্দ্ধর আছে বসুমান,

বিশাল সে-শরাসন কবিয়া সংগ্ৰহ,

প্রতিবিম্ব মাত্র দৃষ্টি কবিয়া মলিলে,

সক্ষম হইবে অই লক্ষ্য ভেদিবারে?

বাজসেন। হায় পুত্র, ভারতের ছত্রপতি মাত্রে

আজো আছে বহু নিপুণ ধানুকী;

কিন্তু হোপদীর যোগ্য বর—দাম্বিক প্রবর

একমাত্র ধনুর্দ্ধর তৃতীয় পাণ্ডব।

[কৃষ্ণার অঙ্গসংলাপ]

দুষ্টতায়। মৃত যেই বহুদিন,

তার কথা কেন বারবার?

বাজসেন। প্রত্যয় না হয় নম পাণ্ডবের ক্ষয়।

স্বর্গ্য কহু অন্ত নাহি বান দিবসের প্রথম প্রহবে,

জলদেব অন্তরালে বাড়ে তাঁর দীপ্তি চতুর্গুণ।

নিজহস্তে কীর্তিস্তম্ভ না করি স্থাপন,

কীর্তিমান নাহি লভে অন্তকাল।

পাণ্ডবে দহিতে অগ্নি নিজে পায় ভণ।

কই—কোথা গেল কৃষ্ণ?

দুষ্টতায়। কি জানি ;—

অই সিদ্ধবার তরুতলে

কেতকী ধাত্রীর সাথে কবিছে আলাপ ।

[প্রতিহাবের প্রবেশ]

প্রতি । দেব, উৎসবসচিব উত্থামহাশয় নিবেদন কল্লেন, মহাধরাজ
জরাসন্ধ সমলে নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন ।

বাজসেন । চল কুমার, আমরা তাঁর আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হই । [প্রস্থান ।
[কেতকীসহ অগ্রগণ্য]

কৃষ্ণ । জতুগৃহ কা'কে বলে, কেতকী মা ?

কেতকী । বাজারা কোশালে শত্রুকে নষ্ট করবার জন্য এক বকম ঘর প্রস্তুত
করান ; সেই ঘরের বেড়ার ভেতর ঢালের ভেতর খুনো গালা
শণ আরও অনেক জিনিষ, যা একটু আগুনেই জলে ওঠে, রেখে
দেয় ; আর সেই ঘর মাঝে মাঝে ঘি দিয়ে ভিজিয়ে । যাদের
সর্বনাশ করবার ইচ্ছে, তাদের গিটি কণায় বহু ক'বে সেই ঘরে
বাসা দেয়, পরে রাত্তিরে তারা ঘুমিয়ে প'ড়লে আগুন ধরিয়ে
দেয় ; ঘরগুলি এত শীঘ্র জ্বলে যায় যে ভেতরকার লোক
পালিয়ে প্রাণবক্ষা কর্তে পাবে না ।

কৃষ্ণ । সর্বনাশ ! এ-কি মান্নুষের কাজ ?

কেতকী । সাধারণ মান্নুষের কাজ নয়, তবে রাজার কাজ ; রাজা মান্নুষের
উপব ।

কৃষ্ণ । দানব !

কেতকী । রাজ্য রক্ষার জন্যে রাজাকে দেবতাও হতে হয়, দানবও হতে হয় ।

কৃষ্ণ । কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি নৃশংসতা !

কেতকী । মা, মায়া মমতা তোমার আনার, মেয়ে মান্নুষের । কাঁটা গাছ
ওপ ডাঁতে গিয়ে পুরুষকে অনেক সময়ে নৃশংস হ'তে হয় !

কৃষ্ণ । পাণ্ডবেরা সবাই পুড়ে গেল, ভস্ম হয়ে গেল !

প্রথম অঙ্ক :

রাজসেনী

[প্রথম দৃশ্য]

কেতকী । হ্যা, রাজরাণী কুন্তী পর্য্যন্ত ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন--

রুম্বা । চুপ কর মিথ্যাবাদী !

কেতকী । ওমা, সে কি গো !

রুম্বা । না, না—না—তা'নয় । তুমি কি বল্লে যে কাঁটা ওপড়াবার
জন্ত পুরুষকে সময় সময় নৃশংস হ'তে হয়, আর নারীর কেবল
নায়া মমতা ?

কেতকী । হ্যা, তা বৈকি ।

রুম্বা । আর এটো না বলছিলে যে জতুগৃহ ঘিয়ে না ভিজ্জে আগুন ভালো
পরে না ।

কেতকী । দেখনি, হোমের সময় যত বেশী ঘি ঢালে তত বেশী জ্বলে ।

রুম্বা । তাতো জলবেই ; কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে অনেকক্ষণ পরে একটুখানি
জ্বলে ; কিন্তু ঘি একবারে দপ করে জ্বলে' দাঙ্কলকিয়ে ওঠে ।
অথচ যত নারীর মত পবিত্র, নারীর মত স্নিগ্ধ, তরল, নারীর
মতই তৃষ্টি পুষ্টি শান্তির সুরভিময় উপাদান ।

কেতকী । তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পাচ্ছিনি !

রুম্বা । আমিও কি বলছি তা বুঝতে পাচ্ছিনি । কিন্তু তাব'ছি
বারংবারে জতুগৃহদাহের প্রতিশোধ, এক বিশালতর জতুগৃহ-
দাহ ; আর তাতে যতের প্রয়োজন ।

কেতকী । চল, এসনয়ে আর এখানে থেকে কাজ নাই ।

রুম্বা । যতের প্রয়োজন, যতের প্রয়োজন ! এই খানিক আগেই বাবা
আমাকে হোমের হবি বলছিলেন ।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নগর-উপকণ্ঠস্থ পথ । কয়েকজন বিদ্রোহ প্রবেশ]

প্রঃ । পিষ্ঠিণী পাবিত্র্য কন্তে বাম্ভণেব যবে জরম গেরণ করেছি,
এই ধর্ম বলে নান করা উচিত ; আর বলে কিনা শাস্ত্রের ধর্মটি
চাই, বিচার তকো করতে হবে, তবে বেশী বিদ্রোহ ।

দ্বিতীয় । 'আবে তকো কন্তে চায় আম্মক তাই দেখা যাক ; মণ্ডিতক,
যষ্টিতক, সবেতেই প্রস্তুত আছি, শাস্ত্রের ছাড়া কি তক নেই ?

প্রঃ । 'আবে লাস্তিক লাস্তিক, যে বাম্ভণের গোপ্পদ ভগবান ভিষ্ণু
নাবায়ণ বক্ষিতে ধারায়ণ ক'রে আছেন, সেই বাম্ভণের
আবার শাস্ত্রের পড়্‌বান আবিষ্কাক কি ?

তৃতীয় । ওহে, পণ্ডিতগুলোর মত মুরুখা আর অজ্ঞাতীয় নাস্তি ; বাড়গুলো
ন বুঝি মানবা যে বেশী বিদ্রোহ চচ্চা ন করোতি, সে তাদের
সর্বমঙ্গল মঙ্গলো গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। এই আমরা আছি, তাই •
• তাদের বিদ্রোহ পাঁওত ব'লে মানি আছে, বেশী বিদ্রোহ পাস ।

চতুর্থ । 'আবে বিদ্রোহ বিদ্রোহ ত কচ্ছি ; বিদ্রোহ হলে তবে তো বিদ্রোহ ; এ
দিকে যে লক্ষ্যভেদ । সে দস্তির কাজ তো চতুর্বেদ পড়েও হবে
না, আর নৈবিত্তি উচ্চুগ্যা কল্লোও সমর্পণ হবে না ; লক্ষ্যভেদ
হ'য়ে বিদ্রোহ হবে তবেতো বিদ্রোহ ব্যবস্থা !

তৃতীয় । সমাগাতা কাতারে কাতারে নৃপাসক্কে, লক্ষ্যভেদে কুতো
ভয় ? প্রাগজ্যোতিষপুরে ভাষ্করমতীস্বয়ম্বে বক্সাভম্বে
লক্ষ্যভেদ ভবন্তি । কত বাজা আসন্তি, কেহ নাহি পারন্তি,
হৃষ্যোধন দম্ভবদন : কল্প ধরোতি ধনুর্কাণ, লক্ষ্য কাটি খান
খান । ভাষ্করমতী পতি নিজে না ভাবতি, কুৎসন্তি হৃষ্যোধনে
নিজ কল্যাণ ।

প্রথম অঙ্ক]

বাঙ্কসেনী

[দ্বিতীয় দৃশ্য

পঞ্চন । এখানে আমরা দাঁড়িয়ে করি বকর বকর বক্,

আর ওদিকে পাঁচজনে লুটে বাক্ পাওনা গড়া হক্ ।

[দ্বিজগণের প্রস্থান]

[নাগরক, প্রতিক্ষ, চোরগ্রাহী ও কয়েকজন রক্ষীর প্রবেশ]

নাগরক । প্রতিক্ষ !

প্রতিক্ষ । প্রভু ।

নাগরক । চোরগ্রাহী উপস্থিত আছে ?

প্রতিক্ষ । এই যে প্রভু সম্মুখে ।

নাগরক । নতুন রক্ষী কয়জন উপস্থিত ?

বক্ষিগণ । উপোস্চিৎ ।

নাগরক । বক্ষিগণ, তোমাদের কি কর্তব্য জানো ?

বক্ষিগণ । আজ্ঞে হ্যা জানি, এই নগরের কর্ত্তা ব'লে আমাদের বৃত্তে হবে

নাগরক । আর শান্তি রক্ষা কত্তে হবে ।

বক্ষিগণ । দিন, কোথায় শান্তি আছে এনে দিন, আমরা রক্ষা করবো ।

নাগরক । চোরগ্রাহী, এদের ভালো ক'রে বৃত্তিয়ে দাও ।

চোর । এই উচ্ছ্বের সময় কোলাহল রোধ কত্তে হবে ।

বক্ষিগণ । হবে, মোচ্ছ্বের সময় হলাহল রোদে দিতে হয় দোবো ।

প্রতিক্ষ । আমি বলছি, আমি বলছি :—দল্ল্য তরুর প্রবঞ্চক শঠদের প্রতি
দৃষ্টি রাখতে হবে ।

বক্ষিগণ । হ্যা, দাসী ভাস্কর প্রভঞ্জন সট্‌কালে দিষ্টি দোবো ।

চোর । চোর দেখলেই ধরবে ।

বক্ষিগণ । যদি হাত ছিনিয়ে পালিয়ে যায় ?

চোর । চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে । ভদ্রর লোকেরা কখন-ই চোরের
সঙ্গ নেয় না ।

চোর । কিন্তু সাবধান, কেউ যেন চুপ করে বসে থেক না ।

রক্ষিগণ। রামঃ ! আমরা সে রকম মানুষ নয় চোরগ্রন্থাই, কুড়ের মতন বসে থাকবার ছেলে আমরা নই ; কিছু কাজ না থাকে. নিদেন ঘুমুও।

১ম রক্ষী। কোনো ছুট্ট লোক যদি আমাদের দিকে তেড়ে আসে ?
চোর। ছ' ছটো করে পা আছে কিসের জন্তে ? গদ্বভ ! ভগবান ছ' ছটো পা দেছেন কেন ? একেবাবে সটান দৌড় দেবে ; দৌড়তে জান না ?

রক্ষী। জানিনি ঠাকুর এই দেখুন— [রক্ষীদের প্রস্থান ।

নাগরক। বাঃ ! বাঃ ! রক্ষী যেন পক্ষী !

[নাগবকাদির প্রস্থান ।

[চানগগণের প্রবেশ ও গীত]

পাঞ্চালনগরী চঞ্চল জন কোলাহলে ।

রাজ-সমাজ আজি বীৰ-সাজে আসে দলে দলে ॥

শিবির-কলসে ঝলসে স্বর্ণ.

উল্লোল কেতন বিবিধ বর্ণ.

বাজে দাগামা দগড়া দম্ফ তুরী ভেরী ঝাঁঝর :—

বমণী বক্ষিতে ভুজে যাব শক্তি.

কামিনী-কামনা করে তারে ভক্তি,

হীনবলে চক্ষে নারী নাশি লক্ষে, রাখে দক্ষে বক্ষস্থলে ।

[কুন্তীসহ ব্রহ্মচারীব্রবেশ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের প্রবেশ]

কুন্তী। কোথাও বসে একটু বিশ্রাম করে নাও বাবা ; পথের শ্রমে বড়-ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ।

সুধিষ্ঠির। আর চিন্তা নাই মা, অই পাঞ্চাল-রাজধানী ছত্রাবতী নগরী ।

কুন্তী। অজ্ঞ ব্যাসদেবের পরামর্শতেই একচক্রা ছেড়ে এখানে আসা ; ভিত্তারীর অনেকদিন এক জায়গায় থাকতে নেই ।

প্রথম অঙ্ক]

বাসুসেনী

[প্রথম দৃশ্য]

ভীম । বাবসা নরম পড়ে । বাসুদেব বেদসংহিতা ক'রে জগতের
অশেষ উপকার করেছেন ; এক্ষণে একখানি ভিক্ষাসংহিতা
প্রণয়ন ক'রে গেলে-ই আগতপ্রায় কলির সম্বর্ধনার উপযুক্ত
আয়োজন হয় ।

কুন্তী । আহা, আমাব অভিমানী ভীমের মনে ভিক্ষায় বড় ধিকার
জন্মে গেছে ।

ভীম । কিছু না মা কিছু না, সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ । ভিক্ষা একটি
পবাবিত্তা, চৌষটি কলার উপর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়ষষ্টি কলা হচ্ছে
ভিক্ষা । প্রথম প্রথম হাত পাতবার সময় চেটোর কাছটা
একটু কাপে বটে, কোনও বকমে বার দুচার কাটিয়ে দিতে
পায়েই এর নাড়াছ্যা ভাল ক'বে বোঝা যায় ; তখন শাস্ত্র-
বান্দসায়, শল্পবান্দসায়, বন্দবান্দসায়, ক্রষি, শিল্প, শ্রম, সব-ই
গণ্ডশ্রম মনে হয় । যথার্থ স্বাধীনতা যে কি তা একমাত্র
ভিখারীরা-ই বোঝে । মা, গদাধারী ভীম ছিল ধর্ম্মরাজ
গুণিষ্ঠিরের একজন দেহরক্ষক ভৃত্য মাত্র, কিন্তু ঝুলিকাঁধে-ভীম
সম্পূর্ণ স্বাধীন ।

গুণিষ্ঠির । তাই ;—

অর্জুন । আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন আমাদের যাত্রা সফল হয় !

কুন্তী । বাছা অর্জুন, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষালাভ কর ।

নকুল । অই সহদেব আসছে । [সহদেবের প্রবেশ]

সহদেব । অর্থা ! অদূরে কুম্ভকার গৃহে অবস্থান নির্দেশ করেছি—আসুন ।

কুন্তী । চল বাছা ।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদ-শুদ্ধাস্ত-সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকা]

রুম্ভার গীত

তাজি গিরিপুর ঐশ্বর্য্য প্রচুর

কেন আশানবাসিনী হতে সাধ

হ'ল মা পরের ঘরে ।

মায়ের মমতা পিতার আদর ভুলিলি অচেনা-অতিথিতরে ॥

ধুতুরাব ফুলে কেন গাঁথি মালা,

পাগলে পরালি ওগো গিরিবালা,

ভিখারী-চরণে চিত হাবায়ে বরিলি গৌরী যোগিবরে ॥

অন্নপূর্ণা-রূপে রেঁধে দিলি অন্ন,

কাপী হ'ল বর্ণ পরসেবা ভক্ত,

ধন্য ধন্য ধন্য মেয়ে সৃষ্টিছাড়া, দাঁড়ালি খাঁড়া ধবে ;

যার সনে সখ্য বেই তোর মোক্ষ সেই পতি-বক্ষোপরে ॥

রুম্ভা । •জগজ্জননী আত্মশক্তি—তঁারও বিয়ে ! মেয়ে হ'লেই বিয়ে :

বিয়ে না হ'লে মা হওয়া যায়না তাই মেয়েদের বিয়ে দেয় ।

মা আমার রাজার মেয়ে, এই বিশ্বের রাজরাজেশ্বরী, কিছ

ভিখারীপতির ঘরে ভিখারিণী, আবার অন্নরনাশিনী, সন্তানে

অভয়দায়িনী ; এই মা-ইত' মা—মায়ের মতন মা !

[একটি অলঙ্কারের পেটিকাহস্তে কেতকীর ও পুষ্পাভরণাদি লইয়া বিদ্বাদবরা ।

বিপাশা, স্বর্ণরেখা প্রভৃতি সখিগণের প্রবেশ]

ওকি । আরো গয়না ?

কেতকী । সবগুলি পরানো হ'তে-না-হ'তেই যে মা তুমি লুকিয়ে পালিয়ে

এসেছ ?

রুম্ভা । আমি বড় কুচ্ছিত—না কেতকী মা ?

- বিশ্বাধরা । কুচ্ছিত বইকি ! কই কে বলে, আশুক দেখি আমার সামনে ?
- রূপা । কুচ্ছিত না হ'লে তোমরা আমার সর্বাঙ্গটা গয়নায় বুড়ে ফেলতে চাচ্চো কেন ?
- বিশ্বাধরা । আমাদের সাজিয়ে সুখ, তোমার সাজানো রূপ দেখে সুখ ।
- রূপা । আর গয়নার বেঁধে-বাঁধনে আমার অঙ্গ জরজর !
- স্বনবেথা । কেন, গয়না পরলে তোমার কি কোনো সুখ হয় না ?
- রূপা । হয় না ! অলঙ্কার পরলেই কেমন একটা অহঙ্কারের মজা পাওয়া যায়—তোমরা যদি সব সামনে থাকো !
- বিশ্বাধরা । আমাদের সামনে থাকবার আবশ্যক !
- রূপা । আমাব আছে তোমাব নেই, 'এইটুকু মনে করা হইত' মাতৃষগিবির সুখ !
- বিশ্বাধরা । নাও, আজ এমন আনোদেব দিন, আমরা কোথায় সাজাব গোজাবো, নাচবো-গাইবো, না শাস্ত্র আরম্ভ হ'ল ।
- রূপা । না বিশ্ব, রাগ করোনা বোন, ব্যঙ্গ করা আমার একটা রোগ । কি সাজে সাজালে বল স্থখী হবে মন ?

সখিদের গীত

ভ্রমরেব মালা চামরী চিকুবে
শেলুফুল-শোভা রচিব কবরী ।
মালতীর হার জড়াব যতনে

সে-গোঁপা আবারি ॥

মণিপদ্মরাগ জলদে বিজলী,
অলিবে উজলি বেণী মাঝে মাঝে ;
কপোল-কমলে অলকা-ঝলক
লতায় লতায় ঢুলে ঢুলে সাজে ;

ল'য়ে গোরোচনা তিলকরচনা,
 মিশায়ে কেশর-কুঙ্কুম-চন্দন-কস্তুরী ।
 শ্রবণে কুণ্ডল দোলে ঝলমল,
 নাসার বেশর শ্রীমুখমণ্ডলে ;
 তসর কঞ্চুলী মন্দ আন্দোলনে,
 শতেশ্বরী হার জলে মুক্তাফলে ;
 কাঞ্চীমঞ্চ পঞ্চ কাঞ্চনের মালা
 মেথলা করিয়া তোরে সাজাব পীবরী ॥
 হীরকখচিত রজতউজল,
 অলঙ্ক আরক্ত চরণে রাজিবে,
 গুঁজরি পঞ্চম পাঁজর বাজিবে,—
 সাজায়ে তোমারে রাজার কুমারী,
 নেহারিব আঁখি ভরি ॥

কেতকী । এই ! এই সাজে সাজলে বর ভুল্বে ?

বিপাশা । • ভুল্বে না ? বর ত' বর, বরের—

কেতকী । এইবার বিপাশা যা বলতে যাচ্ছিল তা ঠিক । গয়নার জমকে
 বরের বাপের মন ভোলে ঝটে, কিন্তু বরের মত বরের মন কি
 গয়নায় ভোলে ?

বিশ্বাধরা । বাঃ বাঃ ধাই মা ! এ গান কি আমাদের বাধা ? গান ত তুমিই
 বেধে দিয়েছ, এখন আবার খঁত ধরছ ?

কেতকী । তোরা বললি একটা কনে-সাজাবার গান বাধতে, তাই বেধে
 দিলুম । রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহে কি ওই সাধারণ গীত
 চলে !

স্বর্ণরেখা ! তবে কি গান ভাল ?

কেতকী । বিবাহসংস্কার কি তাকি তোমাদের বোঝাইনি ? বিশেষ
 এদেশের বিবাহ ? বিবাহের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক সাজ বুঝিয়ে

দেয়, যে বীর নয় তার বর হবার অধিকার নেই ।

বিন্দাধরা । হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে মনে পড়েছে ;—সেই ভাই, সেই
শঙ্খের কঙ্কণ—

স্বর্ণরেখা । হ্যাঁ হ্যাঁ, বধু-অঙ্গ-অলঙ্কার—

গীত

শঙ্খের কঙ্কণ বধু-অঙ্গ-অলঙ্কার ।

অঙ্গনা-অধরে সুরের শঙ্খের ফুংকার ॥

রাজসাজে অসি-ধর,

অশ্বোপরি বসে বর,

কুমারী বরশা-করে,

পরীক্ষা প্রতীক্ষা করে,

যোষাগণ বোষে রণ রক্ষা করে দ্বার ;—

ভারতে আবহমান রণ অভিযান বিবাহ-ব্যাপার ॥

কেতকী । মহারাজ যে-বিশাল ধন নির্মাণ করিয়েছেন, আর সেই লক্ষ্যের
মংগল একেবারে চক্ষের দৃষ্টির বাইরে, এতে জয়ী হবার মত
ধান্নকী কে বে আছে তাই ভাবছি !

বিপাশা । কেন, ভীষ্ম, দোণ—

কেতকী । ওমা তুই জানিস্‌নি ! ভীষ্ম সেই ছেলেবেলা থেকে প্রতিজ্ঞা
করেছেন যে এ-জন্মে আমি বিবাহ কল্পবো : না ; তবে
একান্ত-ই যদি করি, তা হলে বিপাশাস্থলরী যদি দয়া ক'রে
কোনোদিন জন্মগ্রহণ—

বিপাশা । উ—তা বই কি ;—ভীষ্ম নিজে না বিয়ে করুন, লক্ষ্যভেদ ক'রে
দুর্ঘোষনকে দ্রোণদী দিলেও ত' দিতে পারেন,—

স্বর্ণরেখা । আর তোমার মুণ্ডপাত কর্তে পারেন ।

বিপাশা । কেন এমন তু' হয়—ভগদত্তরাজার বাড়ী কর্ণই ত' লক্ষ্যভেদ

ক'রে ভান্ধুমতীকে পান, শেষে চুর্ঘোদনকে দিলেন।

স্বর্ণরেখা । অমন নিবেদিত স্তম্ভাধর, কুরুরাজ করে আদর। নিজের ক্ষমতার কুলোলে না, বিয়ে কবনের বর, পরীক্ষা দেবেন প্রতি-
নিধি ! এখন ভিক্ষে-করা-স্ত্রী হয়েছেন রাজরাণী !

রুক্ষা । স্বর্ণরেখা : এটো নালা ছড়াটা একবার পরতো।

স্বর্ণ । কেন ?

রুক্ষা । কেন ! রাজকন্য়ার কথায় 'কেন' বলতে তোমায় কে
শিখিয়েছে ?

স্বর্ণ । (সলাজে স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ)

রুক্ষা । বেশ মানিয়েছে—এখন তোর কাছেই থাক্।

কেতকী । আজ যদি পাণ্ডবেরা বেঁচে থাকতেন ! হায়, আজ যদি ধনঞ্জয় -

রুক্ষা । (সচকিতে) তিনি কে ?

কেতকী । তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ; তাঁর আর একটি নাম ধনঞ্জয়।

রুক্ষা । তিনি এ-উপাধি কেমন করে পেয়েছিলেন ?

কেতকী । 'সে বড় সুন্দর ঐতিহাস, আর একদিন ভালো করে' শোনাব।

রুক্ষা । আর একদিন ! আর একদিন কবে তোমায় পাবো খাউমা ?
কোথায় পাবো মা তোমায় আমি ?

কেতকী । কোথায় পাবে মা ? আমি যে তোমার পিতার অগ্নে পালিতা,
এই রাজবাটীর সকল কন্য়াকেই আমি শিক্ষা দিয়ে আসছি :
তুমি আমার কোথায় পাবে, সে কি কথা মা ?

রুক্ষা । তোমরা যে আমার বিদায় কোরে দিচ্ছ ! বাবার-ও যে আমি
দায় হয়ে উঠেছি—তাই তিনিও আমার বিদায় করছেন।

কেতকী । বালাই ! বালাই ! তুমি যাকে বিদায় বলছো, চিরকালই
তো তা' হয়ে আসছে। তোমার মা-ও তো অন্তিমের থেকে

এখানে এসে এ-রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন। পিতৃগৃহে
কথা শ্রবের পাত্রী মাত্র—ভর্তৃগৃহে সে কত্রী।

কৃষ্ণ । কার বাড়ী যাব মা—কোথায় যাব ? এই যে সব বলছে কেউ
নেই ! সামান্য ময়ে ও তো লক্ষ্যভেদ ধনুর্ভঙ্গ কতে পাবে ;
কিন্তু ধর্মবীর, কর্মবীর, ধীর শান্ত—

কেতকী । তাইত সেই অর্জুনের জ্ঞান চুঃখ কচ্ছিলুম ; কেমন কুলে
শীলে শিক্ষায়—

কৃষ্ণ । বিষাদের আয়, তোরা সবাই আয়, একটুও কাছছাড়া
হোস্নি ; যতক্ষণ পারি তোদের দেখি, তোদের ছুঁয়ে থাকি ।
ছেলেবেলা থেকে তোদের সঙ্গে খেলা করেছি গল্প করেছি
হেসেছি কেঁদেছি ঝগড়া করেছি ; তোরাও যে আমার বোনেন
নত ভালো বেসেছি, আর তোদের দেখতে পাব না ! লোকে
বলে বিবাহে আহ্লাদ ; কুল ফুটে উঠছে, আর তাকে গাছ
থেকে ছিঁড়ে নিলে তাতেও ফুলের আহ্লাদ !

বিপাশা । আহ্লাদ বই কি কুমারী, যদি সে ফুল দেবতার পায়ে পড়ায়
যায় ।

কৃষ্ণ । বেশী ফুল বিলাস-ব্যসনেই বাসি হয়ে যায় ।

বিপাশা । এমন কোনো-কোনো ফুল আছে যাতে হাত বাঁড়াতে বিলাসী
ভয় পায় ; পদ্ম জবা অতসী অপরাজিতা । নীলকমলিনী
ভূমি, দেবতা-ও তোমায় অনেক খুঁজে তবে পায় ! তোমায়
কি কোরে পেতে হয় তা সামান্য মাতৃষ জানে না ।

সখিগণের গীত

বাশী বাজালে মজেনা মোহিনী মন ।

শুনি দুন্দুভির ধ্বনি নন্দিনী আনন্দে মগন ॥

অন্ধ না শিহরে পিকের ঝঙ্কারে,

উল্লাসে উছলে ধনুক-টঙ্কারে,

বীর হত্ভকার-শঙ্কাহীন পঙ্কজিনী-প্রাণবিনোদন ॥

চতুর্থ দৃশ্য

ছত্রাবতী নগরী—পল্লীমধ্যস্থ পথ

(পুলোম, হিরণ্য, মার্ত্তণ্ড, অবনী প্রভৃতি নাগরিকগণের প্রবেশ)

হিরণ্য । এই আজ নিয়ে একপক্ষ, আর প্রতিদিন গড়ে দশ দণ্ড কোবে
গুরেছি, এখনও অর্ধেক দেখা হয় নি ; এ শুধু বাইরে বাইরে,
একটা মণ্ডপ কি পট্টবাসের ভেতরও প্রবেশ কতে পারিনি ।

পুলোম । ভেতরে প্রবেশ কি ইচ্ছে কল্লৈই কতে পাতে মনে করেছ
নাকি ? ঐ যে দাসীপুত্র কুস্তোদর নাগরক আছেন, তাঁর
শিষ্টাচারের জালায় কোন-ও শাস্ত্রলোক সাধারণ উৎসবাদি
দেপ্তরে যেতে ইচ্ছে-ই করে না ; আমি একদিন গিয়ে একটা
চরের আচরণ দেখে আর ওমুখো হইনি ।

মার্ত্তণ্ড । ওহে, একটা জনশ্রুতি শুন্ছি, ওরা পাঁচতাই নাকি বেঁচে
আছে ।

পুলোম । কারা ?

মার্ত্তণ্ড । চোঁচাও কেন ? কারা বুঝতে পাচ্ছ না ? দুৰ্য্যোধন দুঃশাসন
কর্গ সব এখানে এসে জুটেছে ; নাম করি—আর শেষ একটা
রক্তারক্তি হয়ে যাক ।

(নাগরকের প্রবেশ)

নাগরক । রক্তারক্তি ! কে রক্তারক্তি করে ?

হিরণ্য । নাগরক বাবা, এ সে রক্তারক্তি নয়, আমল নয়—এ বক্তৃতায়
রক্তারক্তি ।

নাগরক । বহুতা ! তোমরা কি বাক্জীব—ভাঁড় ?

ত্বরিত । হ্যাঁ নাগরকবাবা, ভাঁড় বটে—তবে ফুটো, এক দিক দিয়ে জল ঢাললে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ।

নাগরক । জল থাইয়ে দিতে পারি এখন—

মার্ত্তণ্ড । নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি না পারেন কি ? স্বয়ং রাজা আপনার পূজোর যোগাড় না কোরে দিয়ে নিজে জলগ্রহণ করেন না ।

নাগরক । যাও যাও, এখান থেকে চলে যাও । কোথায় থাকো ? ঘরদ্বার বাস্তুটাস্ত আছে ?

মার্ত্তণ্ড । আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার রূপায় আজ-ও আছে । এখন আসি—
আপনার চতুপদে—শ্রীবিষ্ণু—আপনার উচ্চপদে প্রণাম ।

[নাগরিকগণের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বয়ম্বরপুরী । পশ্চাতে দৃষ্ট—পুষ্পপত্রপতাকাকলসকেতনাদির দ্বারা
সুসজ্জিত বিশাল চন্দ্রাতপ । ইতস্ততঃ স্থাপিত সমাগত নৃপগণের বস্ত্রাবাস ।
সম্মুখে মনোহর দারুলতা, ধারাবন্ত, পীঠবেদীআদি-বিশিষ্ট চরিত্ৰভূমি ।

(দ্বিজবেশে ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

ভীম । শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল জতুগৃহে দেহের দহন ;

জীবন বহন ভার, হেন হীনতায় !

সদর্পে সভায় ব'সে দুর্ঘোষনসর্প,

আমন্ত্রিত অভাগত পূজিত সম্মানে,

মণিমুকুতার সজ্জা—

অর্জ্জুন । লজ্জাহীন, ধম্ম দেখি তল্লুশিহরণে,

ধম্মখণ্ড আকর্ষিতে মুণ্ড ঘুরি—

ভীম । পার্থ ! কেন্‌ ব্যর্থ মনেরে প্রবোধ ?

ধর্মরাজ ভিখারীর সাজে,
 যাচক করক করে দানপ্রত্যাশায় ;
 এ-হতে লজ্জাব দৃশ্য কিবা আছে বিশ্বে ?
 একদা ভীষণ গদা ধরিত যে-হতে,
 সে-হস্ত প্রসাবে ভীম অন্নমুষ্টিতরে ;
 এ-হতে লজ্জার ধ্বজা উড়েছে কোথায় ?
 তর্জ্জন তর্জ্জনী-অগ্রে ছিল অর্জ্জুনের,
 কুবের বিজয় করি ধনঞ্জয় নাম ;
 নাম গোত্রহীন,
 ভিক্ষাপাত্রকরে সে-ও আজ দ্বারের ভিখারী ;
 অসহ এ-লজ্জা হায় লুকাব কোথায় ?
 হায় লজ্জা নাই, লজ্জা নাই ঘণিত ভীমের চক্ষে ;
 দিতেছি ভিক্ষার শিক্ষা অন্তঃ-গুণে ।
 দেখেন কি মাদ্রীমাতা বসিয়া ত্রিদিবে,
 তুণীরের স্থলে ঝুলি নকুলের কক্ষে,
 সহদেব বক্ষে বহে ইন্ধনের কাষ্ঠ !

অর্জ্জুন । দেবচাক্রে দেখে দেবী পুত্রের সংযমশিক্ষা ।

দানতার হীনতা যার ঘটেনি জীবনে,
 সে কিসে বুঝিবে ভাই দীনের বেদনা ।
 ইন্দ্ৰিতে প্রাচুর্য্যে যার ভোজ্য-আয়োজন,
 ক্ষুধা যার সুধাস্বাদ দেয়নি কদমে,
 হা অন্ন হা অন্ন হবে কেন সে কাতর হবে !
 অতন্ত্র শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে উপবাসে,
 নরত্ব করিয়া শিক্ষা, দীক্ষিত রাজত্ব
 উজলিতে যশে ! সহস্রশক্তিশেল

লক্ষণের বক্ষে সংঘমপ্রভাবে ।

শ্রমে ভ্রমি সারাদিন,

যে-আরামে নিদ্রা ঘাই আমি পঞ্চজন,

সে-সুখে বঞ্চে না রাত্তি কতু চুর্যোধন ;

স্বতির তাড়না বাড়ে নিভৃত নিশায় ।

ভীম । ননোরাজে কে করে কি-কাণ্ড,

তব্ব তার বাখিনি কখনো ।

আমার বিশ্বাস, পঞ্চ ভায়ে মোরা এক

পুরুষপ্রকাশ ; ধর্ম্মের আধার জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধির,

সর্ব্ব কল্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম ।

আমি দেহমাত্র পাণ্ডবউদ্ভবে,

অস্থিবেশী সদা অভিলাষী শক্তির সঞ্চয়

করিবাবে বায় । বৃদ্ধে বিচক্ষণ অম্বজ ভ্ৰুজন,

বিচার বিচার মূর্ত্ত অবতান

নকুল কি সহদেব ।

অর্জুন । আর কোনো গুণ নাই আছে এক ভাই,

অর্জুন হয়েছে নাম অর্জুনে অক্ষম বলে ।

ভীম । তুমি সর্ব্বগুণাধার সোদর আমার ।

নরহংস তুমি বিষ্ণু-অংশে, জিবু

সংঘমে সমরে, ধনঞ্জয় কাঞ্চন-অর্জুনে

পরপ্রয়োজনে ; শিষ্টাচারে তুষ্ট

করিবারে পারো সুরপতিসভা ;

কাব্যকলারসে পুলকিত চিত্ত,

নৃত্যগীতবাণ করেছ সুসাধ্য

অস্ত্রশিক্ষা-অবসরে । সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য,

হৈর্যা-বীর্যা-ধৈর্যা, তুলনা-রহিত তব
মানবের মাঝে । তুমি পুরুষ পৌরুষে,
স্নেহগুণে নারী, মহা ক্রীবে তব রমণীসমাজে ।

অর্জুন । মেহপক্ষপাতে চক্ষে দৃষ্টিভ্রম হয়,
এ-কথা প্রত্যয় করে লোকে চিরদিন ।

কিন্তু কহ দেব সেবকে বুঝারে,
কি জ্ঞান নগণ্য এত অকর্মণ্য,
বাশি রাশি গুণ যার করিছ কল্পনা ?

ভীম । এ-অপূর্ব যন্ত্র রয়েছে নিশ্চল
শক্তিমন্ত্রবিনা । ভার্য্যা বিনা কার্য্য কেবা
করাবে পুরুষে ? কার চোখে দেখিতে উল্লাস
বীরত্ব প্রকাশে সেনা সমর-প্রাক্ষনে ?

অঙ্গনাক্রান্তে রণরঙ্গে প্রাণবিগর্জন
দিতে পারে পঙ্গুজন ।
কাব্যের কল্পনা কবি-মনে জাগে
নয়নের আগে কুটিলে জায়ার ছবি ।

শোভে সিংহাসন, রূগসী আসন
বদি রয় নৃপসম্মিধানে ।

অর্জুন । এসেছি প্রবাসে ভিক্ষালাভআশে,
এ-দাসে কিসের জ্ঞান এ-শিক্ষা এখন ।
আর্য্য, অগ্রজের মনে ভার্য্যার গ্রহণে
বদি হয় অভিপ্রায়, এ-দাস সন্তুষ্ট তাতে ।
আপনি মধ্যম উত্তম করিলে
আশু সুসক্ষম সংসার পাতিতে ।

ভীম । ভীমের ভূজের স্রষ্টি নহে আলিঙ্গন তরে ;

মাতঙ্গে পাড়িতে তুমে যার অভিলাষ,
অনঙ্গের বশ কভু না হয় সে-জন ।

নহে বিদ্বাদর-লোভে,

হিড়িম্বেব দম্ভ দর্পে করিবারে চূর্ণ,
হিড়িম্বার পাণি আমি করেছি গ্রহণ ;

রাক্ষসীজদয়ে নাই মানবীমহত্ত্ব ।

[শঙ্খধ্বনি]

ওই পুনঃ বাজে শঙ্খ ;

অক্ষলক্ষ্মী দিতে উপহার ধুতুয় বার বার

ব্রাহ্মণে আহ্বান করে । চল সভাতলে,

নিজ ভুজবলে নোরাইয়া ধস্ত করো লক্ষ্যভেদ,

লক্ষ্মীলাভ হউক তোমার ;

জালাও মঙ্গলদীপ পাণ্ডবকুটীরে,

শান্তি পান কুন্তীমাতা মধুমুখী বধূদরশনে ।

শুনি বরণের শঙ্খ ধ্বনি,

পটক্ষেপ করন বিধাতা করক্ক-অঙ্কের শেষে,

আনা পঞ্চজন্য জীবনের অভিনয়ে ।

অর্জুন । হায় প্রাতঃ—

বসি দ্বিজমাঝে হেঁটমুখে লাজে,

কি জালায় জলেছে হৃদয় কয়দিন আজ,

কি-ভাবে প্রকাশ করি বিনা অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস ।

দপ্ ক'রে জলে উঠে ধবুপের প্রায়

বারে বারে যত বীর ধৈর্যে গিয়ে কার্শ্বকসম্মুখে

স্তিমিত তিমির সম লুঠেছে ভূতলে,

স্পন্দিত হ'য়েছে মম দক্ষবাহ ততবার—

ভীম । দারালভ লক্ষণ প্রকাশি ।

অৰ্জুন । না—না ভীম । দেখনি কি মন্দুরায় বন্দী অশ্ব
অধীরপ্রশ্বাসে নেচে উঠে শুনি ছন্দুভির ধ্বনি ?
অৰ্জুন-অশ্বুর প্রতিযোগে উঠিয়াছে কোঁপে
দেখাইতে লক্ষলোকে শক্যতা করের ;
প্রভাব প্রকাশ-ইচ্ছা নিন্দনীয় নয় ভাই সময় বিশেষে ।

ভীম । বন্দনীয় বীরের বাসনা !

অৰ্জুন । আর, লক্ষভেদে হব শকা, ঐক্য হেথা
বাসনার সনে শক্তি আনিব । কিন্তু—
নীলদবরণা তর্দী লোচন উজ্জল,
কবরী কুণ্ডলে বদ্ধ ক্রম্ব কেশদল,
পদ্মে নান্দুরীনাগা মুখের লাবণ্য,
গ্রীবার হেলনে জলে রাজ্যীর গরিমা ;
যে-কণ্ড অভ্যস্ত সদা আদেশপ্রদানে,
অনিবার্য তেজ তার কার্যপটুতায় ।
হৃদয়-সাগর স্ফীত স্নেহমার্যাপ্রেমে,
উচ্ছ্বাসতরঙ্গ তার সাক্ষ্য দেয় বক্ষে ।
স্বাত্ত্বের অস্তিত্ব দীপ্ত প্রতি অঙ্গক্ষেপে,
বিসর্পিত দর্পশোভা বালার গমনে ।
বিদির অপূর্ব সৃষ্টি উৎকৃষ্টা ভামিনী,
ধরায় দ্বিতীয়া দৃষ্টা নহে কোথা আর :
পতি ব'লে প্রণমিবে এ-সতী কামিনী,
হেন নরোত্তম কই নারায়ণ বিনা !

ভীম । নর-নারায়ণ ব'লে আছে একজন
করেছি শ্রবণ ঋষিমুখে ; নহে
যোজন-অন্তরে সে জন এখন ।

না করিও ভয়, ধর্মরাজ দিবেন সম্মতি ;
সে কারণ উচাটন নহি আমি ;
বিক্রমপ্রকাশে বাধা কি-হেতু দিবেন আর্ঘ্য !
ছদ্মবেশ না হ'লে প্রকাশ,
বিবাদ করিবে কেবা ব্রাহ্মণের সনে ।

অর্জুন । হবে চমৎকার ভুলোক দু্যলোক
অলক্ষ্য এ-লক্ষ্যভেদ হেরি ;
বুঝিবে চাতুরী এই দ্বিজসাজ ;
চিনে লবে কোরবসমাজ ।

ভীম । গোরব গোরব ! ডাকে উচ্চরবে গোরব তোমারে ।
বাধিলে বিবাদ সাধপূর্ণ হবে হে আমার ;
গদা ব্যবহার করি নাই বকবধপরে ।

অর্জুন । হে কৃষ্ণ করুণাময়, দাঁনের আশ্রয়—
জয় পরাজয় তোমার ইচ্ছায় হয় ।
কর্মক্ষেত্রে কর্মী আমি, কর্মে মাত্র অধিকার,
ফলাফল বিচারের ভার নহে ত আমার ।
কর্ম করে আবাহন ক্ষত্রধর্ম করিতে পালন ;
তাই, নারায়ণ, তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ,
স্বয়ংধরস্থলে চলেছে অর্জুন
রক্ষিতে শিক্ষার মান ; অন্তর্যামী তুমি,
জানো পার্থের অন্তর হতে স্বার্থ স্বতন্তর ।
ওহে চক্রধর কৃষ্ণচন্দ্র, চক্ররন্ধ্রে দিও দরশন ।

[ভীমার্জুনের প্রস্থান] [মুহুমূহ শঙ্খধ্বনি]

[বিরাট ও কীচক] [অন্যান্য মনোহর শঙ্খধ্বনি]

বিরাট । আবাহন ! আবাহন ! আবাহন—বিসর্জন !

এই দীর্ঘদিন শুধু আবাহন বিসর্জন !
না ক্ষুরিল জয়োল্লাস শঙ্খযুগে বিংশতি দিবসে ;
সক্ষম না হ'ল কেহ লক্ষ্য বিধিবারে ।

কীচক । বিপরীত ধন্যতন্তু যজ্ঞসেন ক'রেছে নির্যাস ;
বিশাল বিরাট ঠাট,
রণনাটে মাঠ-সুশোভন সজ্জা ;
'প্রয়োগকালেতে কিস্ত কার্যে নাহি আসে ।
দ্রুপদের অভিপ্রায় ভালো বলে' মনে নাহি লয় ।

[শকুনির প্রবেশ]

কীচক । (স্নেহোক্তি) জীবন্ত এখনও মোরা করত' প্রত্যক্ষ,
তবে হেথা তব শুভাগম কিস্তে শকুনি ?

ছিল অচেতন দুর্ব্যোধন ধন্য-দরশনে,
বন্ধি-বা নিঃশ্বাস তাঁর এসেছে নাসায় !

শকুনি । 'ভালের তিলক তুমি শ্যালকপ্রধান,
সম্বন্ধীর পরিহাসে আনন্দবর্ধন ।

কীচক । বিশেষতঃ অন্ধ হ'লে ভয়ীপতি গাকারের প্রেমে ।
বর্ণশ্রেষ্ঠ কর্ণগলে পাঞ্চালী কি দেছে মালা ?

শকুনি । স্বর্ণ শুধু শ্রেষ্ঠ নয় বর্ণের গোববে ।
সৌরভআধার পদ্ম ত্যজ্য নয়
পঙ্কজ বলিয়া । অঙ্গরাজ-অকলঙ্গী
হইবে পাঞ্চালী কিবা ভাগ্যফলে ?
সুতপুত্র ব'লে শিখণ্ডীর স্বসা
রসিকতা করেছে প্রকাশ ।

বিরাট । নারীয়ে সম্মান দিতে শিখিও শকুনি ;'

নৃপের কুমার তুমি, বর্জিত সভায় ।

কর্ণ মহাশয় পরীক্ষায় পরাজিত নয়,

শুনিয়া সম্ভষ্ট আমি ।

যোত্র-যুক্ত ক্ষত্র কোথা আর

ঋপদে উদ্ধার করিতে এ-কষ্টাদায়ে ?

শকুনি । অভিষ্ট করিতে সিদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন

করেছে প্রচার—“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য

শূদ্র নানাজাতি—যে বিধিবে লক্ষ্য,

তারে বরিবে দ্রোণদী” । হৃষ্যোধনে

কণা দিতে করি অঙ্গীকার, দ্রোণগুরু

হোলো আগুসার , ব্রাহ্মণের মান

ভগবান কুরুণে করেনি রক্ষা ।

কীচক । নাতি জাতির বিচার !

ক্ষত্রিয়কুমারী যারে তারে করিবে বরণ ?

বিরাট । ক্ষত্রকণা হবে ধন্য পুরুষে বরিয়া ।

সামর্থ্যে ‘পুরুষ’ বলি যার নাহি পরিচয়,

সমাজস্বজিত জাতি-গর্ব সাজে না তাহার ।

বিদ্যাহীনে না বলি ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়চরিত্র বৃষি বীরের আচারে ;

দস্যুরে বলিয়া বৈশ্য নাহি করি সম্বোধন ।

হ’লে ভদ্রাচার, শূদ্র অধিকার

মন্দিরে সভায় বেদপাঠাগারে ।

[পুনশ্চ শঙ্খধ্বনি]

কীচক । এ কি—

ফিরেছে শঙ্খের সুর !

বিরাট । বিজয়ঘোষণা করে ।

শকুনি । চাতুরী—চাতুরী, চাতুরী নিশ্চয় ।

ভীষ্ম দ্রোণ দুৰ্য্যোধন বিফল প্রয়াস ;

কে ফেলে নিঃশ্বাস ধনুর্ধর-মাঝে

দিতে লাজ বীরেন্দ্রসমাজে !

কীচক । বাড়ে কোলাহল ।

বিরাট । “স্বস্তি স্বস্তি” উচ্চারিত দ্বিজরসনায়,

বুঝি কোনো ব্রাহ্মণ করেছে জয়—

শকুনি । কতু—কতু—কতু সম্ভব তা নয় ;

এখনি ঘুচাব সংশয় ।

[প্রস্থান]

কীচক । শুনি সিংহনাদ—

বিরাট । বাধে বা বিবাদ—

বর্ণদ্বেষে শেষে ঘটে গণ্ডগোল ।

কীচক । কণা লয়ে কাড়াকাড়ি !

আগুবাড়ি উচিত গমন ।

বিরাট । প্রজাপতি-স্থানে বুঝি আসে বা শমন ।

[উভয়ের প্রস্থান]

[বৃধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধি । কে বলে ব্রাহ্মণতেজ লুপ্ত ধরাতলে,

সুযুপ্ত কে বলে ব্রহ্ম দ্বিজের জীবনে !

উদ্বীপ্ত দ্বিজের দল অন্ধ্যায় আচারে :

আজি উজ্জ্বল তেজে ছুটি

সশস্ত্র বিপক্ষমাঝে, কি-তেজ দেখালে লোকে

আত্মায় নিহিত শক্তি করি বাহ্যে চালনা !

শ্রীকান্ত বচনে শাস্ত্র এবে ক্ষত্রগণ ।

ভাবি ছদ্মবেশ চক্ষুভেদ করে যদি কারো :—

রাস্তা দেহ চাহিছে বিশ্রাম !

বসি ঐ বেদী' পরে ।

[বেদীর উপরে উপবেশন]

[দুর্যোধন, কৰ্ণ, শকুনি, বিরাট-আদির প্রবেশ]

শকুনি । লক্ষ তর্ক বিনা কভু বিবাহ না হয় ;

বিবাহে বিবাদ, এ-প্রবাদ আছে চিরদিন ।

‘দ’-য়েরে বিদায় দিয়ে আহ্বানিতে ‘হ’

কলহকল্লোল করে মঙ্গলহুচনা ।

দুর্যোধন । বিরক্ত করিছ কেন প্রলাপ-উক্তিভেদে ?

শকুনি । অবশ্য সম্ভব এই লক্ষ্যভেদে

থাকা কিছু গোপন রহস্য ।

কিন্তু প্রকাশ্য এ-আক্রমণ,

বিক্রমে বিজয়--

দুর্যোধন । বিজয় ?

শকুনি । পরাক্রম দেখায়েছে ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ।

দুর্যোধন । (শ্লেষে) ভয়েতে কাতর যাহে

অতুলবিক্রম বীর মাতুল আমার !

শকুনি । শাস্ত যদি না করিতেন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ-উত্তম--

দুর্যোধন । হা ধিক্ ধিক্—পুরুষোত্তম !

পালিত গোয়াল-অগ্নে জাতিভ্রষ্ট কৃষ্ণ,

নবনীত-চৌর্য্যকার্য্যে বীর্য্যের বাখান যার,

পুরুষ-উত্তম নাম তার মাতুলের মুখে !

শকুনি । বহুজনে দেয় কৃষ্ণে উৎকৃষ্ট উপাধি ।

দুর্যোধন । উপাধি !

উপাধি বিক্রয় পণ্য ইদানী দোকানে ।

করে চাটুকাত্তে গণিকারে “রাণী” সম্বোধন ।

কৌরবস্কপার যেই উপজীবী
জিহ্বা তার এত অসংযত !
মন্ত্রণাভবন হয় যন্ত্রণা-আগার
অন্তরঙ্গজন তথা হ'লে বলবান ।
মাতুল !

বাতুলের বৈद्य আছে নিযুক্ত আমার ।

কর্ণ । (একান্তে) ক্ষান্ত হও গান্ধারকুমার ;
রাজেন্দ্র রাগান্ব এবে বিবিধ কারণে ।

দূর্য্যো । কর্ণ, কুক্ষণে করেছি যাত্রা এ-পাঞ্চালরাজ্যে,
অলে যায় মন আজিকার কাণ্ড দেখে ;
একে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্তা ব'লে অহঙ্কারে মত্ত দ্বিজ,
বজ্রে অর্ঘ্য দেয় তাই তেজে গ্রাহ নাহি রাজরাজেশ্বরে ।
হয়ে অস্ত্রবলে বলীয়ান্ পুনঃ যদি
ক্ষত্রব্যবহার করে অধিকার,
'স্বয়ম্বর-আদি-স্থলে হয় প্রতিদ্বন্দী,
ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্বের কিবা হবে প্রয়োজন ?

কর্ণ । বিনা দ্রোণাচার্য্য আশ্চর্য্য এ-অস্ত্রশিক্ষা
জানে কোন্ জন ? দ্রাম্যমান ভিখারী ব্রাহ্মণ
এ-কৌশল কোথায় শিখিল ?
ব্রহ্মচর্য্যে সহশক্তি বাড়ে কি দেহের !
গোপনেতে কোনো আপনার জনে
গুরু-বা করেছে শিষ্য ?

দূর্য্যো । আর রুষ—অদৃষ্টের ফলে চলেছে কেশব নাম,
বাদব হয়েছে সত্ত্ব রাধার মাধব ;
বহিত নন্দের বাধা,

হায় সেই কৃষ্ণ বৃষ্টি-বংশ-কেতু !

কি-হেতু তাহার বাক্যে সবে হ'ল ঐক্য,

শান্ত হ'লো ক্ষান্ত দিয়া রণে ;

বৃষ্টি মোক্ষ পাবে মুখ' সবে পূজি গোপীনাথে !

বিরাট । সাধু সাধু দুৰ্য্যোধন !

দুৰ্য্যোধন । কী !

বিরাট । ক্রোধের চিনেছ তুগি একা এ-ভারতভূমে ;

মোক্ষ বই দক্ষ নয় কিছু দিতে আর ।

ব্রজেন গোপাল কপাল কি করেছে এমন !

দুৰ্য্যো । লক্ষ্যভেদে পক্ষপাত নিশ্চয় লুকানো আছে—

কর্ণ । নহে ব্যর্থ হয় দ্রোণশর ?

আমারে না দিলে অবসর

শরাসন করিতে ধারণ । করেনি বারণ

আসিবারে শিখণ্ডীরে ভীষ্মের সম্মুখে ।

নিঃসন্দ চাতুরীগন্ধ আছে এ-ব্যাপারে ।

সখা, স্মৃতিরেখা মাত্র এর মুছে ফেল ননে ।

ভানুমতী পদে দাসী হইবে দ্রোপদী

এতো ভাগ্য করিয়াছে কবে ?

শত শত জয়পত্র গাঁথা ছত্রতলে যার,

একমাত্র পরাজয় গ্রাহ্য নয় তার ।

(যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া)

যুধিষ্ঠির । ভাগ্যদোষে তোমা সম যোগ্যবীরসনে

হয়নি আমার সখ্য, কর্ণ ।

কিন্তু মহাশয়, তব মহত্বের পরিচয়

অবিদিত নহে মম । জীবন কৃতার্থ তব

স্বার্থবিসর্জনে ; ভাণ্ডার কাণ্ডারশূন্য
 দরিদ্র বরণে ; দান নহে ভাণ
 যশোমান বন্ধিহেতু ; অস্ত্র আমি
 উচ্চারিতে তোমা সম রুতেজ্বর নাম ।
 কিন্তু হে 'আদর্শ' পুরুষপ্রবর !
 কেন অন্ধ আজি বিদ্বেম ঈর্ষ্যায় !
 'অন্তরুণের যোগ্য আচরণ যার,
 ছল তার শোভা নাহি পায় দলের কুশল তরে ।
 তোমার আদর্শ শুধু ধৈর্য্য বীৰ্য্য সাহসে নিঃশেষ নয় ;
 ঈর্ষ্যশূন্য উদারতা সত্যে অন্তরুক্তি, ভক্তি দেবদ্বিজে,
 ভূজতেজে করে গরিষ্ঠতা অধিষ্ঠান ।
 অগ্রজ বলিয়া যারে করিতে প্রণাম
 স্তবঃ গম শির চায় হ'তে অবনত,
 হীনমতি তাঁর ! বড় ব্যথা দেয়
 'এই ভিত্তারীর প্রাণে !

[প্রস্থান]

(কর্ণের নতমস্তকে অপসরণ)

হুর্ঘ্যোধান । ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, যেথা যাই ব্রাহ্মণ কেবল ।

[প্রস্থান]

বিরাট । (আত্মগত)

ক্ষত্রকল্যা মালা দেয় ব্রাহ্মণের গলে,
 ক্ষত্রিয়ে নমিতে চায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ;
 বিবর্ণ কর্ণের মুখ—দীপ্ত সদা দর্পে,
 নতশিরে লাজে তাজে রাজসম্মিধান !
 জকুটি কুটিল চক্ষে শকুনি চিস্তিত,
 উন্মাদ পবন বহে ক্ষপদভবনে !

[বিরাটের প্রস্থান ।

শকুনি । সত্য কথা, সত্য কথা, অগ্রাহ্য তোমার ?
 আমি উপজীবী কোরব কুপার !
 দুর্দান্ত বর্বর বসে সীমান্ত-প্রদেশে,
 ক্ষান্ত তারা ভারত-প্রবেশে,
 কুণ্ঠিত লুপ্তনে, পিতার আদেশে মোর ।
 নহি প্রতিনিধি ? ক্ষুধার তাড়নে
 প'ড়ে আছি দুয়ারেতে তোর, দুর্যোধন ?
 ভালো, আজি হ'তে অন্যপথে চালাবো রথের গতি ;
 বিট-সম্বাহকে করিব শিক্ষক শিখিবারে চাটুবাধ্য ;
 দেখিবে বাতুল-দৃষ্টি মাতুল-নয়নে !
 গজমণ্ড গণেশের মাতুলের দৃষ্টির প্রভাবে ।
 রুষক্ৰূপে বিষ্ণুর উদয় বসুধায় করিও সংশয় ;
 কিন্তু শনি চরে ঘরে ঘরে মাতুল বা সমতুল
 অন্য পরিচয়ে, অপ্রত্যয় করোনা কখনো । [শকুনির প্রস্থান]
 [অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন । কি প্রশান্ত কলেবর !
 বিশ্বের মঙ্গলদীপ নয়ন উজ্জ্বল,
 শ্রীকান্ত অধরে বাণী গভীর মধুর !
 কেশববিহনে এ-সব রাজনে
 প্রবোধবচনে আর কে করিত শাস্ত ;
 এ-বিপ্লবে শাসনে নাশনকার্য্য বাড়িত অধিক ।
 কোথায় মধ্যম ? অধমের তরে মূর্ত্তিমান যমের সমান
 অরিমাঝে ফিরিতে হেরেছি তাঁরে ।

অচিরাতঃ অঘেষণ প্রয়োজন ।

[গমনোত্তত]

[পশ্চাৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।]

শ্রীকৃষ্ণ । তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, কৃণং তিষ্ঠ, দ্বিজক্রেব !

অর্জুন । (চমকিত) দ্বিজক্রেব ! কোঃয়ং ব্রবীতি ?

(দেখিয়া) পুরুষাতম !

[উভয়ে উভয়ের প্রতি স্থিবিহ্বলদৃষ্টি]

শ্রীকৃষ্ণ । চিনেছি চিনেছি তোমাতে হে ষাষি !

অস্তব বস্তুর দিয়েছে ঝঙ্কার ;

সুপ্তস্বর উঠেছে বাজিয়া বহুযুগপরে ।

একসত্ত্বা হয়ে দুইজন,

নরনারায়ণ তাপসের বেশে

অচল-প্রদেশে করেছি সাধনা কত কাল ।

কালে পুনঃ আসা-যাওয়া বার-বার ।

অতন্দ্র আমার ধর্ম আবার ডেকেছে কর্ম,

জন্ম তাই নিয়েছি ভূতলে ।

যোগবলে শুনেছ আশ্বান,

*তাই পৃথার উদরে পেয়ে পুণ্যস্থান,

কর্মতরে নরজন্ম করেছ গ্রহণ ।

তুমি আমি ভিন্ন নয়, করিবারে পাপক্ষয়,

যথা-ধর্ম তথা-জয় করাতে প্রত্যয়,

উভয়ে উদয় ভূমে ।

[অর্জুন নিশ্চল স্থির নয়নে স্তিমিত দৃষ্টি --

অঙ্গে পুলককম্পন অর্জুনের বক্ষ শ্রীকৃষ্ণের করদ্বারা স্পর্শ]

অর্জুন । (ভাবাবেশে) স্তুনিয়াছি বৃন্দাবনে

নন্দের নন্দন নামে আনন্দ দিয়াছ বাল্যে ;

চাপল্যেতে যশোমতী হয়ে অতি ব্যস্তমতি

সুতভাবে ভবদেবে করেছে বন্ধন ।

শুনেছি বাথাল-সাজে,
ব্রজের বিপিনমাঝে, গোধনচারণ ।
গোপনে গোপীৰ ঘবে, হবি তুমি চুবি ক'বে,
কপিবে থাওয়াতে ননী গণি চতুবালী ।

শুনেছি অনেক বন্ধ,
গিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ, ব্রজাঙ্গনাসঙ্গে
নৃত্যেব তবঙ্গ তুলি নিশি জাগরণ ,
অথবে বাশরী ধ'বে নধু আলাপন ।
জগৎ মাতানো সুব, পাব হ'য়ে মন্যপুত্র,
ব্যোমবাজ্য কবি আনন্দে স্পন্দিত,
সঙ্গীতে ইঙ্গিত দেছে আসিতে মিলনে—

শ্রী কঞ্চ । (কর্ণপ্রান্তে) অজ্জুন, অজ্জুন, অজ্জুন !

অজ্জুন । আঃ—না—হাঁ—

ভূষাব ভূষাব, কিছু নাহি আর—
শৈলমালা—জলদ মেথলা—শ্রামা বস্ত্রমণ্ডী,
তরু গবি সলিল প্রাপ্তব—

শ্রী কঞ্চ । পাঞ্চাল নগর- -স্বয়ম্বব ।

অজ্জুন । একি বিশ্বস্তব, একি দশা কবিলে আমাব !

শ্রী কঞ্চ । তুমি বিজয়ী হুবনে আজ ।

দেখে লক্ষ্যভেদ ক্ষত্রিয়সমাজ মেনেছে বিশ্বয়,
জয় পাণ্ডবেব জয়গান দ্বিজ বসনায় ।

অজ্জুন । পাণ্ডবেব জয় !

শ্রী কঞ্চ । কতক্ষণ বহে অগ্নি ভস্মেব ভিতব ?

বশেব বাতাস দিয়াছে উড়ায়ে হীন আবরণ ।

পাঞ্চালীর পানি অজ্জুনের অধিকার জেনেছে সংসাধ ।

অর্জুন । অরুণ-উদয় হয় ঈদ্রিতে যাহার,
 পাণ্ডবপ্রকাশ বুঝি তাঁহারি আভাসে ।
 শ্রীকৃষ্ণ । অশ্রু চারিজনে কবি অশ্রেষণ,
 বেতে হবে মাতার সকাশে ।
 অর্জুন । আজি হতে এ-অর্জুন আজ্ঞাবর্তী তব জনা দ্বিন ।
 শ্রীকৃষ্ণ । (গূঢ়ার্থে) কৃষ্ণ বে আমার নাম ।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বয়ম্বর-গ্রামের অদূরবর্তী পল্লীপথ

[বিপরীত দিক হইতে চেটী ও বৃদ্ধার প্রবেশ]

বৃদ্ধা । কোথা লো ? কোথা লো ? লাল ওড়না ছলিয়ে ঠমক
 কোবে কোথায় বাচ্ছি ? এ-সব কাপড় চোপড়, কুম্ভকো
 কাকণ বাজাব বাড়ী পেলি না কি ? ভিথিরী জামাই পেয়ে
 বাজা তো খরচ কচ্ছে দেখছি খব !

চেটী । ভিথিরী বৈ কি !

বৃদ্ধা । আর না হয় বামুন-ই হল,—হাত পাতলে তবে তো অন্ন !

চেটী । চুপ—চুপ, উমোমাসি চুপ ; আমাদের নাগরককে তো চেনো
 না ?

বৃদ্ধা । চিনিনি মুথপোড়াকে ? মিন্সের পাহারাদের জালায় লোকের
 চালে লাউ কুমড়ো থাকবার যো নেই । তার ভয়ে রাজকন্তের

বিয়ের কথা-ও কইবো না ? হ্যাঁলা কিনি, রাজবাড়ীর চাকরী
ক'রে তুই আর কথায় কথায় আমায় নগর-নরক দেখাসুনি ।

চেটী । ও মাসি, তুমি মান্নিগন্নি, তোমায় কি আমি অবগণি কন্তে
পারি ? বলছিলুম ভিথিবী টিথিবী বোলো না, যে নক্ষিভেদ
করেছেলো, সে বামুন নয় নিজে অজ্জুন ।

বন্ধা । ওমা অজ্জুন আবার কি জাত গো ? তারা আপনারা ?

চেটী । এই দেখ মাসিব কথা, অজ্জুন কি একটা জাত গা ; সে যে
পাণ্ডবদের একজন ।

বন্ধা । নে মা পষ্ট করে বলিস্ তো বল, আমি পাণ্ডবমাণ্ডব জানিনি ।

চেটী । ওগো রাজার ছেলে গো রাজাব ছেলে ; শোনোনি মাদের
ভ্যোধান পুড়িয়ে মেরেছিল ।

বন্ধা । ওমা, সেই, সেই ! তা হোক বাপু অজ্জুন ; খাবার পরবার
তো কিছু নেই, সেই ভজ্জোনটা তো বাজি-মাজি সব কেড়ে
নেছে ।

চেটী । নিগ্গে মূথপোড়া । ওদের ভাগি ফিরে গেছে ; ওই কেষ্ট
গো কেষ্ট, ঐ মাদবদেব গো , ওরা তার পিসির ছেলে না ?
সেই কেষ্ট ওদের এগ্নি কত সোনা রূপো হীবে মানিক ছাতী
ঘোড়া গাই বলদ দিয়েছে ।

বন্ধা । ওমা, কেষ্ট এতো বড়মানুষ ! তবে লোকে ওকে ভগমান্
বলে কেন ?

চেটী । ওমা বলবে না, ভগবানের কত ইশজ্জি ।

বন্ধা । কোন্ কথাটা সত্যি বলে মান্বে মা ? কেউ বলে যে দীন
ভঃখী গরীবের কেঁদে কেঁদে ডাকলে ভগমান্ তাকে দেখে,
আবার তুই বলছিস্ ভগমান বড়মানুষ ; বড়লোক কোন্
কালে গরীবদের গোঁজ নেয় লা ?

চেটী । তা মাসি, আমি কেমন করে জানবো ? তবে কেউর দেখছি ও-গুণটা আছে ।

বৃদ্ধা । হ্যাঁ, মানুষ ভালো বলতে হবে বৈ কি ? তা হবেনা কেন ? মানুষ ত আমাদের গয়লার ঘরের-ই খেয়ে—ভবিা শিখবে না ? তবে ভগমান্ যে বলে, ও-কথাটায় আমি পেতায় করিনি : বাস্তার দিন আমি কত রাজারাজড়াকে দেখেছি, তাকে-ও দেখেছি ; ওমা একটা ছোঁড়া ! আমাব নাতি অত্ন বেচে থাকলে ওর চেয়ে বড় হতো । আর ভগমান যদি পাঁচ পোয়াতির আশীর্বাদে আজ-ও বেচে থাকেন, তা হলে তাঁর ক'গুণা বয়েস হয়েছে হিসেব করে বল দেখি ? এই ধব—আমার দিদিশাউড়ি বলতো তার বাপের বাপের বাপ-ও ভগমানের কথা জানতো : তা ছাড়া ভগমান দেখলে মানুষ উদ্ধার হয়ে যায় ; আমি-ও তো দেখেছি, কই এখন-ও তো উদ্ধার হইনি ।

চেটী । ও মাসি হয়েছিস্, নিজ্জস হয়েছিস্, শান্তোরের কথা কি মিথো হয় ?

বৃদ্ধা । তা বাছা তুমি ভালবেসে ভক্তি করে যাই বলো, কথাটা মেনে নিতে পারুনা । উদ্ধার হলে তো মোকে চতুভুজ হয় ; আমার কপাল দিয়ে একটা শিংও বেরোয় নি, চতুভুজ তো চুলোয় যাক্ । ওমা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকে মছি ওদিকে স্থবিা যে মাথায় উঠলো ।

চেটী । যাবে কোথা ?

বৃদ্ধা । শুনত্ ঐ রাজবাড়ীতে সিদে বাট্ছে ; যাই একটা নিয়ে আসি, তবু দশদিনের স্থসোব হবে ; তুইও আয় না, একটু বোলে টোলে দিবি, যাতে বেনী করে দেয় ।

চৈটী । ওমা, আমার কি মন্বার অবকাশ আছে ! বাচ্ছি সেই কুমোর বাড়ী, যেখানে রাজকন্তে আছেন ; আরো সব লোকজন আসছে তাঁকে নিতে ।

ব্রহ্মা । তবে আর ।

[উভয়ের বিপরীত দিক দিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছত্রাবতী-নগরোপকণ্ঠ—কুলালগৃহ ।

(কুটীর-মুখে উপবিষ্টা কুন্তীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন পূর্বক ভীম শায়িত)

ভীম । মা, রক্ষ বড় না আমি বড় ?

কুন্তী । (ঈষৎ হাস্তে) আমার কাছে তুমি-ই বড় বাছা ।

ভীম । এই কোথাকার পাগলি দেখ, আমি কি তা বলছি ! বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করছি ; আমি আগে জন্মেছি, না—

কুন্তী । তুমি কিছু বড় হবে ; বস্ত্রদেবের ছেলেতে সেজোতে কাছাকাছি ।

ভীম । মা মনে মনে গর্ক করি, মন্ত বংশ জগজ্জোড়া পরিচয়, বড় বড় ঘরে সব কুটুম্ব ; কিন্তু এত বয়েস হেলো কাকে-ও তো একবার ‘আহা’ বলতে শুনলুম না ।

কুন্তী । কেন,—বাবা, ছোট ঠাকুর ।

ভীম । ভীষ্ম ঠাকুরদাদা ? হ্যাঁ আছেন বটে, ঐ মুখেই ‘আহা’, ধান দুর্লভ আর আশীর্বাদ । আর বিতুর কাকা ? নিজে-ও যেমন ফল্লির হয়ে ব্রাহ্মণ সেজেছেন আমাদের-ও তেমনি সাজিয়ে দিয়ে সম্বষ্ট হয়ে আছেন ।

কুন্তী । আহা, বিষ্ণুপারায়ণ বিতুরদেবর আমাদের কোরবকুলের গোরব ।

- ভীম । কোঁরব কোঁরব করোনা না, আমার গায়ের ভেতরটা জলে ওঠে ।
- কুন্তী । আমি যে কোঁরবকুলের বধু বাবা !
- ভীম । ঐ বধু-টধু সম্পর্ক শত্রুরা ইচ্ছে করে ঘুচিয়ে দেছে ; এখন তুমি পাণ্ডবের মা ; পাণ্ডব--পাণ্ডব--পাণ্ডব ! কোঁরব নাম লুপ্ত হবে, পাণ্ডব নাম চিবদিন উজ্জ্বল থাকবে, এই আমি চাই ।
- কুন্তী । বলতে নেই বাছা, বলতে নাই ; আমার স্বশুরের বংশ । পূর্ব-পুরুষেরা তোমাদের-ও যেমন পিণ্ড প্রত্যাশা করেন, তাদের-ও তেননি কবেন ।
- ভীম । আর আমাদের খাবারে বিধ মিশিয়ে দিলে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে, পূর্বপুরুষবা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য কহে থাকেন, না ?
- কুন্তী । পূর্বপুরুষদের যদি শুভ ইচ্ছা না থাকতো, তা হলে কি আজ
- পাঞ্চালের কল্যাণ আমাদের ঘরে আসতো ? এই যে কৃষ্ণের স্নেহ, এ-ও তোমরা পূর্বপুরুষদের পুণ্যে পেয়েছ ।
- ভীম । হ্যা, সেই কৃষ্ণের যে-কথা বলাছো না, তা খুব সত্য । অনেক যে কেশবকে পুরুষোত্তম বলে, তা ঠিক । এইতো কত সব আত্মীয়লোক রয়েছেন ; আপনাব মামা শল্য, তিনি-ও এক দিন ভুলে নকুল সহদেবের সংবাদ নেন না ; আর কৃষ্ণ তো মামাতো ভাই বই নয় ; তার ওপর সে-মামার বাড়ীর সঙ্গে তোমার জন্মাবধি এক রকম ছাড়াছাড়ি । এতে-ও কৃষ্ণ চিনতে পেরে, নিজে যেচে ভিখরীদের ভাই বোলে প্রণাম করেছেন-কোলাকুলি করেছেন । এমন কক্ষকে পুরুষোত্তম বলবো না তো কাকে বলবো !

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা । (নিম্নস্বরে) বউ ! বউ ! কোথায় গেল বাপু ? কুয়োতলায় দেখলুম, রান্নাঘরে দেখলুম । রাজকন্ঠা কিনা, কোথায় গাছে-মাছে গিয়ে বসে আছে । এখুনি দিদি দেখতে পেল হাত-মুচড়ে কেড়ে নেবে, তখন ? আমার বাপু কিন্তু দোষ নেই, দু'ছুটো এনেছিলুম । দেখি একবার দখিনের ঘরে ।
বউ ! বউ ! [প্রস্থান]

কুন্তী । বউ কেমন, ভাল হয়েছে ?

ভীম । দাঁত আছে মা, দাঁত আছে !

কুন্তী । দাঁত কিরে পাগল ?

ভীম । দাঁত আর হাত, এ-ছুটো যার নাই সে আবার মেরেমান্নব কি ? আপনার জনের জন্তে চাই লক্ষ্মীব মত রান্নার হাত, আর শত্রুর জন্তে চাই দংশাবার তরে নাগিনীর মত দাঁত । বারণাবত থেকে বনের মধ্যে দিয়ে আসবাব সময় পেটের জালায় যখন মোঁচাকে খোঁচা দিয়ে মধু খেয়েছি, তখন দু'দশুটা মোঁমাছি এসে গায়ে ভল্ ফোঁটালে মধু যেন আমার আর-ও মিষ্ট লাগতো ।

কুন্তী । রান্না খেলে কেমন ?

ভীম । চমৎকার, বড় মিষ্টি । খাই আর মনে হয় যেন ছেলেবেলা থেকে-ই তোমার কাছে রান্না শিখেছে । উঃ, মা, মা—
পরশ্ব যতপি কেহ সম্মুখে বলিত আসি,
মাতা হ'তে কোনো নারী রন্ধনে নিপুণা ;
জু'করে গর্দভ-কর্ণ মর্দন করিয়া তার,
খেদায়ে দিতাম ঐ কাদার গাদার পারে ।

কুন্তী । এইবার তো ভালো রান্নার লোক পেয়েছ, তবে আর আমার আবশ্যক নাই ?

দ্বিতীয় অঙ্ক]

বাজসেনী

[দ্বিতীয় দৃশ্য

ভীম । হঁ হঁ—বুঝেছি, বুঝেছি—মার মনে-মনে—একটু, কেমন—
না মা—ওই একটু—

কুন্তী । কি একটু ?

ভীম । সে মহাদেব কি অর্জুন হলে বলতে পারতো ; আমি কি অতো
কথা জানি ? ওই একটু—হিংসা-ও না—রাগ-ও না—
অভিমান-ও না—কেমন যেন ছেলে পর হয়ে যাবে-পব হয়ে
যাবে—না মা ?

কুন্তী । দূর পাগল, তা বঝি আমি ভাবি ।

ভীম । ভাব ভাব—ও সব মায়ে-ই ভাবে । ঐ জন্তু-ই তো আমি বিয়ে
করবো না ঠিক করেছি । মা, আমি তোমায় পর কন্তে-ও
পারবো না, তোমার পর হতে-ও পারবো না ।

কুন্তী । তোমাদের পাঁচভায়েব মা হয়ে আমি বনে জঙ্গলে-ও রাজরাণী,
গান্ধারীর চেয়ে-ও সুখী । মায়ের সন্তানের পিপাসা একটী
মেয়ে কোলে না পেলে পুরোপুরি মেটে না । আমার বউ, বউ
নয়—মেয়ে হবে ।

ভীম । তা হলে মা তুমি মেয়ের মতন মেয়ে পেয়েছ ।

[জলের কলসী কক্ষে পাঞ্চালী ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ধুচুনি হাতে

নন্দার প্রাঙ্গণ উত্তরণ]

নন্দা । তা বলচি কিন্তু, জল রেখে তোমায় খেলতে হবে ; ধুচুনি বয়ে
নিয়ে বাচ্ছি—হঁঃ—অমনি-অমনি নয় । কত থুঁজে—থুঁজে—
থুঁজে—

কৃষ্ণা । চুপ করনা ; মা বোসে, দেখছিছ না ? [প্রস্থান]

ভীম । ঐ যে-বধূটী কাল রাত্রে বোমটা টেনে লক্ষ্মীটীর মত রান্না
করেছেন, শুঁতে মা সেবা আছে, শক্তি আছে, ধৈর্য আছে,
বুদ্ধি আছে, পাঁচ ছেলের সব দোষগুলি শুঁতে আছে । আর

রূপটুপ আমি ততো বিনি ; একদিকে যেমন কৃষ্ণ আর এক
দিকে তেমনি কৃষ্ণ । ওঃ দেখতে যদি মা স্বয়ম্বরসভায়,—
কি তেজ ! কর্ণ যখন ধনুকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন
যে-ভাবে হাতখানা তুলে তোমার বউ বোলে উঠেছিল, যে আমি
সুতপুত্রের গলায় কখন-ই মালা দোব না, তা তোমার ভীম-ও
বোধ হয় তেমন করে বলতে পারতো না । আর সেই সময়ে
কর্ণের মুখ না হয়ে গিয়েছিল, তুমি যদি দেখতে মা :—

কুন্তী । (হস্তদ্বারা বক্ষস্থল চাপিয়া) উঃ !

ভীম । মা, মা—কি হল মা,—ওমা আমি কি বলেছি—কি বলেছি ?
(কম্পিতকরে ঈর্জিতে কুন্তীর ‘না’ জানানো)
বকে কি হল মা ?

[যুধিষ্ঠির সহ ক্রোধের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির । না—মা ! ভীম—ভীম ? কি হয়েছে কি হয়েছে ?

ভীম । কথা কইতে কইতে মা কেন এমন হয়ে গেল ?

শ্রীকৃষ্ণ । হির হও হির হও ।

লয়ে যাও ধীরে ধীরে শয্যাঘরে মা-য় ,
পরিচর্যা করিবেন পাঞ্চাল-কুমারী,
এখনি হবেন সুস্থ ।

[যুধিষ্ঠির ও ভীমের স্বন্ধে ভর দিয়া কুন্তীর গ্রহণ ।]

স্বপ্ত কোনো গুপ্ত ব্যথা নিশ্চয় লুকানো আছে
পিতৃশ্রম প্রাণে ; আকস্মিক জাগরণে তার,
হৃদয়-স্পন্দন হইয়া নিরুদ্ধ,
হেন দশাপ্রাপ্তি সহজে সম্ভব ।

শুনিয়াছি বহুদিন পূর্বে,
হস্তিনায় অশ্রু পরীক্ষার কালে,

রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশে,
পট-অস্তরালে বিবর্ণা বিহ্বলা মোহে,
কুন্তীমাতা জ্ঞানভারা ।
কারণ ইহার নির্দারণ প্রয়োজন,
চিন্তার বিষয় ।

[প্রস্থান]

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির । মর্ষবাণা বাজিত পার্থের প্রাণে, উদাস রহিলে বসি,
বীরকর্মে আবাহন ঘন ঘন করিয়া শ্রবণ
রঙ্গস্থলমাঝে ; আদেশ দিলাম তাই
লক্ষ্য বিজ্ঞিবারে । নন্দিত হইল হৃদি,
সোদর বন্দিত শুনি জয় জয় রবে ।
দেখি মুগ্ধনেত্র স্নয়স্বরঞ্জে,
চন্দন-কুসুম-পাত্র লয়ে নিজকরে,
‘ঋপদ-নন্দিনী মন্দ মন্দ হোলো অগ্রসর ।
নিবদ্ধ কবরীপাশে নিবিড় কুন্তলদল,
অঢাকা ঝলকে পুলকিত গণ্ডস্থল,
তমালদলাত নীলতম কলেবর কান্তি,
সমুজ্জ্বল নীলোৎপল নয়নেতে শান্তি ।
ক্রীড়িতে দৃঢ়তা স্ফুরিত অধরে,
সঞ্চরে যুহু-মধু হাস্য আশ্রপরে,
সন্তান-সুশাস্তকরী স্তনযুগ উচ্চ
বিপুল নিতম্বে লম্বিত লম্বনগুচ্ছ ।
বিকশিত কোকনদ প্রতিপদগমনে,
ধীরা স্থিরা যিগুচয়দমনে ।

কুসুমিতা সুখালতা বধু মধুহাসিনী,
 আসে কুটীরে ফুটিতে প্রাসাদ-বাসিনী ।
 এবে বিলম্ব নাহিক আর হ'তে দিন ধাৰ্য্য
 শুভকার্য্যতরে । শুভকার্য্য—শুভকার্য্য,
 সুনিশ্চয় শুভকার্য্য বিবাহ বিধান ।
 কিন্তু,—কেন এ-“কিন্তু” চিন্তা অন্তরে প্রবেশে মোর,
 নিতান্ত এ-সুখের ব্যাপারে ?
 হায়, সহোদর হয় পর দারা এলে ঘরে ;
 বধুর মথের মধু সুস্বাদু অধিক,
 মাতাব মমতা হ'তে ;
 স্বামী নাম আমিত্তে করে গুরুত্ব আরোপ ;
 হায়, বঞ্চিত হব কি আমি অৰ্জ্জুনের প্রেমে !
 ভালবাসে তাইগুলি অটল বিশ্বাসে
 জ্যেষ্ঠ বলি' যুধিষ্ঠিরে ;
 কষ্টের জীবন-দৈন্তে সুমিষ্ট সম্পত্তি ।

[অৰ্জ্জুনের প্রবেশ]

অৰ্জ্জুন । আহা একাকী !
 একাকী থাকা কি সাজে ধর্ম্মরাজে,
 রাজ-অন্তঃকবে যিনি রবেন বেষ্টিত !
 ভিক্ষা-অশ্বেষণে অন্তমন থাকি সবে,
 নীরবে নিভৃতে আৰ্য্য তব কালক্ষয়,
 নির্জনতা হৃদিস্তার মন্ত্রণা-ভবন ।

যুধিষ্ঠির । যাও নাই নগর-ভ্রমণে ?

অৰ্জ্জুন । মধ্যম-চরণে, ভিক্ষা নিছি অবসর ।

- যুধিষ্ঠির । ক্লিষ্ট আছ কালিকার শ্রমে ।
 গ্লান মুখ ! গ্লানিবোধ করিছ কি দেহে ?
- অজ্জুন । আজি ভিক্ষা কিছু আছে মোর চরণে তোমার ।
 অজ্জুন-অর্জিত ধন করিয়া গ্রহণ,
 ভাসান অশ্রুজি আজি স্নেহের সাগরে ।
- যুধিষ্ঠির । ভিক্ষাশ্রমভার আনন্দে নিয়েছ স্বন্ধে
 চারিজনে ভাই, আমি করি
 আলসে বসিয়া মাত্র উদর পূরণ ।
- অজ্জুন । পাঞ্চাল প্রবেশকালে যবে
 নমিত জননী-পা-য়, হয় কি স্মরণ—
 “শ্রেষ্ঠভিক্ষা লভ”—এই আশিস্ বচন
 করিলেন মাতা উচ্চারণ ?
 শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিধাতার ধরায় রমণী,
 ভিক্ষায় করেছে লাভ
 মেহের অনুরূপ তব মাতৃ-আশীর্ব্বাদে ।
 হে পূজ্য, ভার্য্যাভাবে পাঞ্চালীয়ে করিয়া গ্রহণ,
 রক্ষণের ভার তার করুন বহন !
- যুধিষ্ঠির । অজ্জুন ! অজ্জুন !
- অজ্জুন । যুধিষ্ঠির-রোষে ভস্ম হবে দাস, দয়াময় !
- যুধিষ্ঠির । রোষ ! সর্ব্বত্যাগী আশুতোষ
 আপনি সমর্থ নয় যে-বৃত্তিদমনে,
 সেই আত্মবিসর্জন
 হাসি-হাসি মুখে আসি করিছ প্রস্তাব !
- অজ্জুন । আশ্চর্য্য কি-হেতু আর্থ্য প্রস্তাবে আমার ?
 কোন্ মুঢ় অনুঢ় অগ্রজে রাখি

আপনি বিবাহ করে ?

যুধিষ্ঠির । হিড়িম্বারে ভীম—

অৰ্জুন । বেদের বিধানে ব্রাহ্মবিবাহ সে নয়,

অগ্নিসাক্ষী করি ।

করিয়াছি লক্ষ্যভেদ তোমার আদেশে,

নহে দয়িতা গ্রহণ আশে ।

যুধিষ্ঠির । শুন ভাই,

এ-বিবাহসূত্র করে পাণ্ডবের মঙ্গলসূচনা ।

সমাজে বিবাহ-সম্বন্ধ

নহে দম্পতির সুখতরে মাত্র ;

কন্যার লাবণ্যভূষিত মুখ আর যৌতুক কোতুক,

লক্ষ্য মাত্র নহে বৈবাহিক সম্বন্ধ-বন্ধনে ।

কন্যাপুত্র আদান-প্রদানে

শৃঙ্খলিত দুইকুল ললিত বান্ধনে :

কুটুম্বিতা-টানে নিকটেতে আনে

কুটুম্বের আত্মীয়-স্বজন ।

তাই গৃহলক্ষী-আগমনে

হয় সুরক্ষিত গৃহস্থ-আশ্রম,

সেনানী-বেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গের মত ।

অৰ্জুন । স্মৃতি যেন বলে, উপদেশ ছলে,

বিবাহ-তাৎপর্য্য শুনেছি আর্থ্যের মুখে ।

যুধিষ্ঠির । বড় নিরাশ্রয় পঞ্চ ভাই মোরা ;

শুধু নিরাশ্রয় নয়,

বিষম বিদেষী অরি, বলী ধনজনবলে,

দলনে ধ্বংসিতে চায় পাণ্ডবের বংশ ।

- ঋষদ-দুহিতা-পাণি গ্রহণ করিলে তুমি,
হবেন পাঞ্চাল-পতি সহায় তোমার—
- অর্জুন । বসাতে দৌহিত্র-গোত্রে হস্তিনার ছত্রতলে ।
গমত্ৰা জামাতা পরে কল্যার কারণ ;
দুহিতার দেবরে ভাসুরে, সৌদর-স্বন্দর
কবে দেখে আদরের চক্ষে ?
[ব্যাসদ্বৈপায়নের প্রবেশ । উভয়ের অবনত মস্তকে প্রণাম ।]
- ব্যাস । উন্নত ভূপতিশির আনত না হয়
কোনজন পায় ; মহর্ষি সম্মাসী সাধু
বিনয় বুঝিয়া লয় প্রাণ-পরিচয়ে ।
- যুধিষ্ঠির । ভিক্ষার করক-করে ;
মুকুট-মণ্ডিত নহে যুধিষ্ঠির-শির ।
- ব্যাস । কি আছে প্রভেদ স্বর্ণকার-গঠিত মুকুটে,
ললনার অলঙ্কারে আর ? ভক্তির কাঞ্ছনে
• প্রজাশক্তি রচে যে কিরীট, মল্য নাই তার ।
পাথ, কহ গিয়া কুন্তীমা-য়,
অরায় আতিথ্য তাঁর করিব গ্রহণ ।
এসেছেন মুষ্টদ্রব্য মম সাথে, স্বসার সাঞ্চাংহেতু ।
অতিথি তোমার পাথ, নূতন কুটুম্ব ;
ভগ্নীসহ আলাপন প্রয়োজন একান্ত নিঃকরনে ।

[অর্জুনের প্রশ্নান]

- বড় চিন্তাকুল তুমি পাঞ্চালীরে লয়ে ?
- যুধিষ্ঠির । অন্তর্ধ্যামী দেবতা আপনি ।
- ব্যাস । অন্তর্ধ্যামী জীব মাত্র,
যদি আত্মা হতে স্বতন্তর না করে অন্তর ।

শুন ধর্ম্য,

বিবাহবন্ধন সমাজগঠনহেতু ;

সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সমাজরক্ষার তরে ।

ধর্মরাজ্য নহে যে-সাম্রাজ্য,

লয় তার বাহ্যনীয় সদা,

বিশেষতঃ ধর্মক্ষেত্র এ-ভারতভূমে ।

এ-পৃথিবী ঈশ্বরের প্রাসাদস্বরূপ,

সমুদ্বীপরূপ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভক্ত,

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে কর্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন ।

জম্বুদ্বীপ দেবালয় তাঁর ;

সুন্দর এ-দ্বীপ উপাসনা-মন্দির ধবার ।

এ-দেশের অধিবাসী পায় পূজা-অধিকার

পূর্বকর্মফলে ; ব্যর্থভাবে নাহি দেয় মন

উদরপূরণহেতু । হেথা শ্যামলা মেদিনী

উৎপাদিনী শক্তি ধরে চমৎকার ;

পরধারা স্রোতস্বতী বহে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে

উর্বরতা করিয়া প্রদান ; আছে বহু উপাদান

দেবসেবা প্রয়োজন করিতে সাধন ।

[অয়স শীসক তাম্র রজত কাঞ্চন,

অভরণ তরে মণি বিবিধ রতন,

রক্ষিত বতনে গুপ্ত-খনির ভিতর ।

কলফুল শস্য ওষধি ভেষজ,

সহজে সকলি প্রাপ্য সাধকের প্রয়োজন মত ।

কীট ক্ষম ক্ষোমবস্ত্র-সূত্ররচনায় ।

কার্পাস শিমল. লোম পশুকল

দেয় নরে হাতে তুলি শীতের বারণ তরে ।
 দারু শৈল লৌহ চূর্ণাদি যোজক বস্তু,
 প্রকৃতি আপন করে রেখেছে প্রস্তুত ক'রে,
 মন্দির-অন্দরে সুন্দর সুন্দর কক্ষ করিত নির্মাণ ।]
 হেথা অশন বসন শয্যা সজ্জা ধন,
 দেবোদ্দেশে অগ্রে ক'রে নিবেদন,
 তবে লোক প্রসাদ ভুঞ্জিবে ।
 রঞ্জিতে নিজের মন কোনো ধন না করিবে ব্যবহার :
 সব দেবতার, তুমি-ও তাঁহার :
 দাস্তো তাঁর জীবন যাপন করি,
 অস্ত্রিমে ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্মে হবে লীন ।

যুধিষ্ঠির ।

সম্বলিত বেদ যার প্রতিভা-প্রভায়,
 দিতে জ্ঞানদান সাধারণ জনগণমাঝে,
 পুরাণ সৃজন করেছেন যিনি,
 সেই দেবদ্বৈপায়ন ব্যাস বিনা,
 এ-তত্ত্ববিজ্ঞাস কে করিতে পারে !
 অমূল্য অক্ষয় হাস,

দায়াদে দায়াদে অবাধে করিবে ভোগ,
 যতদিন রবে এ পৃথিবী ।

ব্যাস

হইয়াছে সেবা-অপরাধ ; বিষ্ণু-পাদপদ্ম ভুলে
 অশিষ্ট আচারী অগ্ন ভায়ত-সন্তান ।
 তাই হৃষ্টতে দমন করি সাধুজনে দিতে পরিত্রাণ,
 ভগবান ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
 করিছেন অবস্থান পঞ্জরপিঞ্জরে কৃষ্ণপরিচয়ে ;
 আকৃষ্ট সতত কৃষ্ণ দীনের ক্রন্দনে ।

বৃথিষ্ঠিব । আচ্ছা, দীননাথ !

ব্যাস । দিতে রাজধর্মশিক্ষা,

দীনতার দীক্ষা দেন ধর্মপুত্রে ;

ভারতের ছত্রপতি হবে তুমি দুর্গতি করিতে দূর

বৃথিষ্ঠিব । তুষ্ট দাস,

মাতাবে কুটীরে যদি প্রতিষ্ঠা করিতে পাবি ।

ব্যাস । জন্মভূমি জননী তোমার,

প্রতিষ্ঠা তাঁহাব দেবতা-অর্পিত ভার ।

বৃথিষ্ঠিব । দেব, দাস আমি,

কৃষ্ণের ইচ্ছায় চালিত অদৃষ্ট মম ;

কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কে আছে কোথায় ?

ব্যাস । অথগু পাণ্ডব চাই শ্রীকৃষ্ণের কাষে ।

বৃথিষ্ঠিব । নহি কি অথগু মোরা ?

ব্যাস । পতিত প্রান্তর প্রায় উষর নিষ্ফল ;

না বহিলে প্রবাহিনী বমণীকুপিনী,

কে করিবে শক্তি-সিক্ত ক্ষেত্র-যুতিকায় ?

বৃথিষ্ঠিব । শক্তির আধার বটে নদী আর নারী ;

পিপাসাবারিণী জীবনদায়িণী ;

কিস্ত করে কুল-ভঙ্গ

তটিনীর গতি আর রূপের তরঙ্গ ।

ব্যাস । নহে বালুকার রেণুচয় পাণ্ডবতনয়,

করে পতনের ভয় ।

গ্রহণ গৃহিণীরূপে কর পঞ্চভাই

জপদের হুহিতায় ।

অভিন্ন যে-পঞ্চজন বঞ্চনার কথা নয়,

প্রয়োগে প্রমাণ তার দেহ জগতের চক্ষে ।

যুধিষ্ঠির । প্রভু ! প্রভু !

[শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ]

ভীম । কিন্তু, ধর্মরাজ-যোগ্যা নারী জন্মেছে কোথায় ?

দ্বিতীয়া দ্রৌপদী নাহি ভুবন ভিতরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । শুধাও সম্মুখে তব ব্যাসদ্বৈপায়ন ;

পুরাণপ্রসঙ্গ আর ভারতের

পূর্ব ইতিহাস প্রকাশের ছলে,

সমাজ-আচার নীতি-ব্যবহার,

সকলিত ধার প্রতিভায়,—

সেই ব্যাসদেব করেছেন স্থির,

পঞ্চবীরে বীরাক্ষনা করিবে বরণ ।

ভীম । অশ্রুত অপূর্ব কথা—অদ্ভুত বিধান !

যুধিষ্ঠির । অদ্ভুত প্রস্তাব ! লোকাচার—

ব্যাস । ধিক্ লোকাচার ।

‘লোকহিত শত গুণে শ্রেয়ঃ লোকাচার হ’তে ।

লোকহিততরে লোকাভীত কার্য্য কবে সাধুজন ।

নহে সাধারণ নারী ক্রপদকুমারী ;

নহে সাধারণ তোমা পঞ্চজন ;

লৌকিক বিধিতে বদ্ধ পাণ্ডব না রবে ।

লোকহিত-নীতি ধর্ম সনাতন ;

লোকাচার প্রথা মাত্র প্রয়োজন বোধে ।

ভীম । কিন্তু, কি বলিবে লোকে ?

শ্রীকৃষ্ণ । অবার কবিত্তে লোকে পাণ্ডব-উদয় ।

ভীম । হে কৃষ্ণ তোমাতে করিতে তুষ্ট,

পারে বৃকোদর দুর্যোধনে করিতে আদর ।

কিন্তু দারা গ্রহণের দায় নিতে নাহি চায়,
 এ-বল বর্ষের । হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ,
 এ-নির্মম চক্ষে এসেছে মমতা,
 পাঞ্চালীর মুখে দেখি চঞ্চলা-লক্ষণ ।
 পাপরে বাড়েছে জল, মরতে কুটেছে ফুল,
 কিন্তু পূজাতবে, পূজাতরে,
 দূর হ'তে অঞ্জলি অঞ্জলি ভ'রে দিতে নিবেদন ।
 ভোগ-আস্বাদন, বঞ্চে আলিঙ্গন,—

শ্রীকৃষ্ণ । বিলাসীর অলস স্বপন !
 ভাৰ্য্যার পর্যাঙ্ক নহে কলঙ্কের শয্যা ।
 বিবাহেব শঙ্খবাবে সংসার-আহবে
 পুরুষে আহ্বান করে । এই গন্ধাক্ষেত্রে
 'অনঙ্গ কামের নাম, দেহধামে নাহি তার স্থান ।
 লোকের সুখ্যাতি নিন্দা,—মূল্য কিবা তার ?
 'দাতৃদেবী দুর্ঘ্যোধন, পূজ্য সে-ও ভোজ্য-বিতরণে ।

ভীম । নিন্দা ! নিন্দা !
 ভীমের হৃদয়-সাপ শুনতে গোবিন্দ ;
 দ্রৌপদীর নিন্দা যদি শুনে এ-শ্রবণ,
 শোণিত-প্রাবনে তবে ভাসাব ধরণী ;
 বক্রদৃষ্টে চাহে যদি কেহ পাঞ্চালীর গানে,
 হৃদয়ের রক্তপানে শক্ত তার ভীম ।

বৃথিষ্ঠির । কিন্তু রাজার ছলানী ক্রপদের বালা,
 কেন চাবে মালা দিতে একাধিক বরে ?
 দীপ্তা তেজোময়ী মূর্তি তাঁর,
 হেরেছি বিন্ময়ে স্বপ্নস্বরূপে ।

ব্যাস । অস্থিমাংসধারী সাধারণ নারী
 নহে ক্রপদহুহিতা, বলিয়াছি আমি ।
 বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ তাঁর হৃদয়মন্দির,
 পুরুষউত্তম নিত্য তথা করেন বিহার
 মানব-মোদন উদ্বোধন তরে ।
 গর্ক্ষেতে পার্কর্তী যেন ; জীবের শিবের তরে
 সর্বমঙ্গলারূপিণী ।
 পঞ্চগলে পঞ্চমালা দোলাইয়া সাধে,
 পঞ্চাননে বরণ করেন গৌরী ;
 উপবাসী কাশীনাথ পঞ্চমুখে
 করে দুঃখ-নিবেদন অন্নদা-মন্দিরে ;
 পঞ্চমুখে স্নেহে অন্ন তুলে দেন হৈমবতী ।
 পঞ্চমুখে উপদেশ মহেশ্বর উমারে করেন দান
 বিশ্বপ্রেম-স্বধাধারা পঞ্চমুখ হ'তে
 শ্রবণ বিবরে মধুস্বরে প্রবেশে মাতাব ।
 পঞ্চের প্রপঞ্চ জগতের রঙ্গমঞ্চ এই,
 পঞ্চভূতে মিশি গড়ে দেব-ঋষি ;
 পঞ্চের প্রভাবে দানব মানব,
 জীব অন্ম অন্ম দেহ ধরে ভিন্ন ভিন্ন ।
 কেহ নহে একা, সব পঞ্চমাথা,
 প্রচ্ছন্ন এ-পঞ্চভূতে এক ভূতপতি ।

যুধিষ্ঠির । কিন্তু জনক জননী তাঁর—

ব্যাস । বার বার মুখ ভার, বার বার লোকাচার,
 শেষেতে স্বীকার আমার-ই মতে ।
 শুধু কি স্বীকার ? অন্তর বিকার-শূন্য ।

আনন্দেতে গদগদ বলিল ক্রপদ—

“ধন্য ধন্য আমি পাওবে জামাতা ক’রে,

সাতপুত্র আজি মম শিশুগীর সনে ;

দেখি—ধর্ম্মরঞ্জে বশ্ম পরি

কেবা হয় আগুয়ান পাঞ্চালপ্রদেশে আর ?

দেখি—পিতৃহীন পঞ্চভা’য়ে করিতে বঞ্চিত,

সঞ্চিত রেখেছে কতই কুচক্র,

এই নরকরূপী দুর্ব্যোধন কোরবের কুলে !

শ্রীকৃষ্ণ ! শব্দঃ ব্রহ্ম — ঋষির সিদ্ধান্ত ;

প্রত্যক্ষ করিছ লক্ষ্য বাক্যশক্তি আজি ।

অদ্ভুত এ বাক্যশক্তি তব, অবাক হইয়া আমি

করিতে করিতে কর্ণে আগ্রহে গ্রহণ,

ইন্দ্রজাল মুগ্ধপ্রায় হয়েছি স্তম্ভিত ।

নূতন আলোক যেন কুটিয়াছে চক্ষে ;

ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা বিনা কিছু নাহি আব ;

অসার সংসারে ধর্ম্ম বিনা কর্ম্ম নাহি কিছু ।

ঋষি দৈপায়ন,—কার্য্য আছে মম,

কোরবে সংবাদ দিতে পাণ্ডব-উদয় কথা ।

এসো ভীম ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের প্রস্থান ।]

বাস । কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য ;—

অকার্য্য বা’ দেবকার্য্য নয় ।

কার্য্য মাত্র করিবে মানব ;

ফল-সমর্পণ জগন্নাথদ্বারে ।

বীজের বপনকার্য্য করে বৃক্ষজীবী,

সলিল-সেচন-আদি পরিচর্যাভার,

ন্যস্ত তার হাতে ।

কিন্তু ফলে নাহি অধিকার ;

উদ্যানস্বামীর প্রাপ্য সেই উপভোগ্য ।

যুধিষ্ঠির । সত্য ! ভূত্যের গুণিতা কেন অদৃষ্টের রহস্য ভেদিতে !

ওহে বসুদেব-পুত্র, তুমি হৃদয়বিশ্ববন্দমঞ্চ ;

তব বাশরীর সুরে পলকে পালটে পট.

প্রবেশ প্রস্থান কবে নটানট,

তোমার বা' ইচ্ছা হয় করে অভিনয় ।

মোদন বেদন, হাসি কি রোদন,

ছদ্ম আচ্ছাদনে তব রচনা বাঁধনে মেশে,

অঙ্গের বিকাশ সনে রসনাব ভাসে ।

নেপথ্য ইঙ্গিতে বিবিধ ভঙ্গীতে,

যন্ত্রের সমান খেলে দীলাপ্রয়োজনে ।

ভূতলে পুতলিপ্রায় খেলাবাব তবে

রাখিয়াছ নবে ; হৃদয় তব কবে ;

রহি অস্তুরালে চালাও ফিরাও তোমাব ইচ্ছায় ।

আপনি অজ্জুন উদার অজ্জুন যে-প্রস্তাব—

বাস । নাহম্, নাহম্, নাহম্,

বীজময় অজ্জুনের ঈশ্বর সাধনে !

অংহি অংহি অংহি ধ্বনি স্পন্দিত যে পার্শ্বের আশ্রয় ।

পাঞ্চালের পুরোহিত কুমার সহিত—

[গুপ্তদ্যুম্নের প্রবেশ]

এই যে সম্মুখে দৃষ্ট গুপ্তদ্যুম্ন,

চিরঞ্জীব পাঞ্চালকুমার ।

যুধিষ্ঠির । রাজার নন্দন !

কি সংবন্ধনা করিব তোমার ভিখারীর 'ঘরে' ?

ধৃষ্ট । ভ্রাতা সম্বোধনে করিলে সম্ভাষ,
উল্লাস বাড়িবে এই সম্বন্ধীর হৃদে ।

ব্যাস । কুমার ! কুমার ! সফল তোমার কার্য্য ?

ধৃষ্ট । “হিহিতার হিতাহিত পিতার সমান
কে জানে জগতে আর ; ল’য়ে দেবকার্য্যভার,
জনম আমার, শুনেছি জনকমুখে ।”
উত্তরেতে এই মাত্র কহিল পার্শ্বতী ।

ব্যাস হ’লে স্থির, যুধিষ্ঠির ?

প্রস্তুত হইবে এস জানায়ে মাতায় । [সকলের প্রস্থান]
[কৃষ্ণ ও নন্দা প্রবেশান্তে]

নন্দা ই্যা বক্বে বৈকি ? তুমি এইথেনে বোসো । দিদি যেন
গড়েছে ! আমি মাটা ছেনেছি, রঙ গুসেছি ; এ-পুতুল
দিদির-ও যেমনি তেমনি আমারো ; ই্যা বক্লেই হোল ! তুমি
নাও পু’তুল দুটি । মা-টা থেয়ে-দেয়ে ঘুমুলে আমি
এসে তোমার সঙ্গে খেলা কর্বো ।

কৃষ্ণ । কখন খেলা কর্বো ভাই, আমি যে খানিক বাদেই চলে যাব ।

নন্দা । ই্যা ই্যা, তোমার যে আজ ঘটা । ঐ যে এসেছে অনেক
গয়নাগাটি পরে, ঝকমকে কাপড়, ঐ কি তোমার দাদা ?
তোমরা রাজারা ভাইকে কি দাদা বলো ?

কৃষ্ণ । রাজারা কি মানুষ নয় ?

নন্দা । বড়মানুষ যে ; বড়মানুষরা কি মানুষের মতন ?

কৃষ্ণ । এই দিনতিনচারের ভেতর অনেকটা তোমার মতন মানুষ হতে
শিখেছি ।

নন্দা । থাকলে, তোমার আরো কত খেলা শেখাতুম ; তা তুমি ত’
চলে যাবে ! তাইত, আমার যে মন-কেমন করবে ।

তুমি কেন এসেছিলে ?

কৃষ্ণা । 'আমায় কি দোষ হয়েছে ভাই ?

নন্দা । না না তা বলছিনি, তুমি না এলে কি আমি তোমায় দেখতে পেতুম । তোমরা অত বড় রাজা, আব আমরা গরীব কুমোরের মেয়ে । বলছিলুম, না আসতে ত দেখতুম না ; এসেছিলে, তাই এখন চলে গেলে মন-কেমন করবে ; তাই ভাবছি ।

কৃষ্ণা । দেখা হবে আবার ; আমি লোক পাঠিয়ে তোমায় নিয়ে যাব ।

নন্দা । তোমার ঘটীর বে দেখতে—সেই সময় ?

কৃষ্ণা । তোমার কি বিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ?

নন্দা । ওমা করে না ? আমি দিদির বে, পিসিমার বে, মা'র বে—কারুর বে দেখিনি । বে দেখে রাখলে তবু আমার বে কন্যার সময় ভয় করবে না । আচ্ছা, পাঁচজন ঠাকুর-ই তোমার বর হবে ?

কৃষ্ণা । কেন, তাতে কি ?

নন্দা । না, কি আবার ? তোমরা রাজা, বড়মানুষ : আমাদের মতন কি, যে এক-একটা বর ?

কৃষ্ণা । তোমার একটি খুব ভালো বর হবে ।

নন্দা । আচ্ছা, পাঁচটি বর হলে বেশ, না ? পাঁচজনে-ই আদর করবে, পাঁচজনে পাঁচখানা গয়না দেবে, পাঁচজনে-ই পাঁচখানা কাপড় দেবে ; একজন জবা ফুলের রঙের, একজন অতসী, একজন কেশর ; সকালে একখানা, দুপুরে একখানা, কত রকম-ই পরবো ; বেশ, বেশ !

কৃষ্ণা । আর পাঁচজনকে যে সেবা করতে হবে !

নন্দা । তা কি ! একজনের জন্তে-ও বাঁধতে ব্যতঞ্চণ, পাঁচজনের জন্তে-ও

রাঁধতে ততক্ষণ। এই দিদি রাঁধেনা আমাদের সকলের
জন্তে? সেই যে তোমার-ই তো ছড়া—

আমার আঁকসী-টানা পাকশালা ;

শুধু পাকশালা নয় টাঁকশালা ;

আবার ঐ থানেতে-ই বাকশালা ।

তাকে তাকে তাকে, ঝড়ঝকাচ্ছে বাসন,

পাটে পাটে পাটে, লট্‌কানো সব আসন ।

তৈজসে তৈজসে ঠাসা গন্ধ খন্দ কেশর,

রাশির জন্তে পরেন কন্তে কামিখোর তসর ।

দেখলে আমার অগ্নিকুণ্ড উন্নয়ন,

ওগো জুড়িয়ে যায় সবার নয়ন ।

পরিষ্কার শুকনো মেজে, চোকি তাতে পাতা,

বসে বসে পরিতোষে নাড়ি ঠাণ্ডী হাতা । ওমা, বড়ঠাকুর আসছে,
পালাই ।

কৃষ্ণ । ভয় করে ?

নন্দা । ভয় কসবে না? ঠাকুর যে, সত্যিকার ঠাকুর, মাটির না !

[পলায়ন]

কৃষ্ণ । সোম্য মূর্তি ! প্রথম সাক্ষাৎ,—

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

করি প্রণিপাত ।

যুধিষ্ঠির । ধর্মের রক্ষণে সহায় আমার

করুন তোমাতে নারায়ণ ।

নবীনা অতিথি ! শক্তিহীন গৃহপতি

সমাদরে করে তোমা' সম্ভাষণ ;

নাহিক আসন এ-হৃদয় বই বসাতে তোমায়

কুলালের ঘরে, রাজার হুলালী !

মূর্ত্ত মহন্ত তব করেছে প্রকাশ,
হাসির বিকাশে, মেঘাচ্ছন্ন পাণ্ডবের ভাগ্যাকাশে
আশার আলোক-রেখা আভাসে দেখায় ।
প্রকৃতির মাতরূপ ধরে নারীকায় ;
সেই মাতৃত্বের পুণ্যতীর্থে বহনের ভার,
পুরুষ স্বীকার করে পতিত্ব গ্রহণে ।
ধৃষ্টতা যে ধৃষ্টিতির পক্ষে,
স্মৃষ্টি প্রবোধে বলা কোনো অবলারে,
তোমার রক্ষণভার আমার উপর সতি !
ক্রিয়াজীন কর্তা আজি আমি এ-জগতে ;
কর্ম্য ভাই চারিজন ;
কর্তা-কর্ম্যে করি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি,
সংসার-ধর্ম্মের মন্ত্র করিও বচনা ।

[সীমন্তে সিন্দূব-বিন্দু প্রয়োগ]

কৃষ্ণ । . আগুন নিপুণ নয় কভু প্রভু,
ভস্ম তার বিরামের আবরণ ;
উত্তাপ-হরণ তেজ নিবারণ করেনাতো ছাই ।
পবিত্র কবিতা ঘর, অগ্নি মিত্র গৃহস্থের ;
শুনিয়াছি গুণবতী গৃহিণী যে, অগ্নি রক্ষা করে ।
যুধিষ্ঠির । পাণ্ডবের মনাগুন নিভাইবে তুমি ;
পাণ্ডবের গুণাগুণ গ্রহণ সহন
স্বপ্নে করিবে তুমি ;
পাণ্ডবের তেজের আগুন ফুৎকারে জ্বলিবে তুমি ।
অপেক্ষায় আছে ভীমার্জুন,—অরুজ হ'জন,
সমাদরে সম্ভাষণ করিতে তোমার,
পাণ্ডবকুলের লক্ষ্মী !

[প্রস্থান]

কৃষ্ণ । [নেপথ্যে ভীমকে দেখিয়া]

আগ্নেয়পর্বত নড়ে অন্তর-উত্তাপে ।

[ভীমের প্রবেশ । কৃষ্ণার নমস্কার ।]

ভীম । রাজেশ্বরী ! রূপার ভিখারী আমি ;

নমস্কার কর নাবায়ণে ।

প্রতি রাত্রে স্বপনের ঘোরে দেখি আমি,

আছি ছত্র ধ'বে যুধিষ্ঠির শিরে :

সিংহাসন-বামে অশ্রুপমা বামা,

সমুজ্জ্বলা সৌন্দর্যের প্রদীপ্ত কিরণে ।

স্বপনে-ও সত্য কয় ভীমের অন্তর ;

সেই রাজেশ্বরী আজি সম্মুখে আমাব ।

কৃষ্ণ । হিড়িম্ববিনাশী বীরে তোষে কি মানবীমুখ ?

ভীম । সোদরের সঙ্গ-দোষে রাগস আচার

শিখেছিল ভগ্নী তার ;

আত্মার উদ্ধার হইরাছে নারীত্ব লভিয়ে ।

কৃষ্ণ । (মৃদুহাস্তে) দেখিয়াছি ভূজবল অন্তবালে থাকি,

বঙ্গ-ক্ষেত্রে ক্ষত্র-অত্যাচার-কালে ।

ভীম । বুদ্ধিশুদ্ধিহীন আমি পঞ্চ ভাই-মাঝে ;

উঠে পড়ে মন মুখের আগায়,

রাগায় যতপি কেহ ; চিরদিন উৎপাত সহেন মাতা ।

কথায় যদি-ও কিছু বোঝাতে না পারি,

জেনো দেবী, আছে বাহুবল, আর বক্ষ লৌহময় ;

আজ্ঞায় তোমার তারা উপাড়িবে গিরি, বাজ পেতে নেবে ।

[বাম প্রকোষ্ঠে লৌহবলসারোপণ]

কৃষ্ণ । (সম্মিত হাস্তে) সেবিকা কি আজ্ঞা করে ?

ভীম । না, ইঙ্গিতে-বুঝিতে হয় রাজ্ঞীর বাসনা ।

[প্রস্থান]

[নকুল ও সহদেবের প্রবেশ]

নকুল । শৈশবে জননীহারা ;

বিমাতাব গমতায় বর্দ্ধিত শরীর ;—

সহদেব । স্নেহেব কাঙাল দৌড়ে ; দেখি নাই ভগ্নী কভু,

জানি না পত্নীর বহ্ন ;

শিখাবে কি সতি ভালবাসিতে তোমায় ?

[উভয়ে উভয়করে শঙ্খবলয় স্থাপন]

কৃষ্ণা । অশ্রুপ্ৰসূতী স্বশ্রমাতা চিরস্নেহময়ী ;

স্তন-ক্ষীর-সনে তাঁর প্রবেশে প্রেমের ধারা

প্রাণেতে বাদেব, অল শিফা কিবা প্রয়োজন আর ?

শৈশবেব মাতৃস্নেহ, সোদরা-আদর বাল্যে,

পত্নী-বন্ধে পরিণত হইয়া যৌবনে,

পূর্ণ প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি পড়ে গিয়া ঈশ্ববচবণে ।

সহদেব । স্মৃতির মন্দিরে পূজার আদরে,

রাখিব এ মধুউপদেশ ।

[নকুল-সহদেবের প্রস্থান]

কৃষ্ণা । স্নন্দর সোদর দুটী ।

আর,—আর কেহ কবিরে না আদরে আহ্বান !

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন । প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়ে দুয়ারে,

আসি আসি আসিতে না পারি ;— [কৃষ্ণা নমস্কারোচ্ছতা]

অভ্যাস আমার কবি প্রতিনমস্কার,

নারী নোয়াইলে শির ।

কৃষ্ণা । (সসম্ভ্রমে) না ! না !—

আসি আসি ভয় বাসি আসিতে না পারি ,

ভাসি আনন্দ-সাগরে, অশ্রুর আগার

ভিজ়ে ওঠে বারবার ! ধৃষ্টতা আমার,
করিলাম লক্ষভেদ বক্ষের আবেগে ; অকুরাগে,
অযোগ্যতা যাজ্ঞসেনী-লাভে হয়নি স্মরণ ।

কৃষ্ণ । (সশ্রিতাধরে) ব্রাহ্মণের বেশে যে-দেবকুমার
করেছিল লক্ষ্যভেদ,

অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ ত'তে অস্বর্ধান এবে ।

ক্ষত্রিয়-সমাজে কেহ নোয়াতে পারেনি ধনু ।

অর্জুন । বাতুতে গঠিত হীন-সংস্রাচক্ষু মাত্র

লক্ষ্য যে-জন্যর,

যাজ্ঞসেনী-পাণি করিতে গ্রহণ

অযোগ্য সে-ক্ষীণপ্রাণ ।

মানস-নগনে লক্ষ্য নিক্ষেপিয়া উর্দ্ধে,—

উর্দ্ধে—উর্দ্ধে—উর্দ্ধে ততোধিক ;

ভূলোকদ্ব্যলোকপারে গোলোকআলোকে,

কমলারে হেরি ধার অমলা তুলনা,

চিরাভীষ্টা সেই কৃষ্ণ দৃষ্টির দীপ্তিতে,

উদ্ভূত করিয়া মন জীবনের শক্তি—

কৃষ্ণ । সভয়ে বিষয়ে আমি চাহিনি কাহারো পানে,

‘জিত’ জিত’ মাত্র শুনেছি আনন্দধ্বনি ।

অর্জুন । কি সৌভাগ্য ক’রেছে এই চিরভাগ্যহারা,

ফিরবে নয়নতারা তার পানে তুমি,

লজ্জাবতী !

কৃষ্ণ । - হয় ভয়, শুধাইতে পরিচয় ।

শুনেছিলু হস্তিনায় ছিল এক মহাশয়,

কুবেরবিজয়কারী নাম ধনঞ্জয় ;

কিন্তু নিজ প্রয়োজন তরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ;

পাগল'সে লোকালয়ে ;

দেবের সমাজে পা'ন দেবতার মান ;

শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন তাঁরে নিজের সমান ;

তৃতীয় পাণ্ডব সেই অদ্বিতীয় নর ;

অন্ততঃ দৰ্পণে তাঁরে কি দেখেছেন চোখে ?

অজ্ঞান । দৰ্পণ করেছি চূর্ণ বাবণাবতের বাসে ;

নাঙ্জিত রজতে আর দেখিব না মুখ ।

রূপায় নতুপি কোনো বিশ্বাধরা বাসা,

এ মুখের প্রতিবিশ্ব তাঁর হৃদয়-দৰ্পণে—

কৃষ্ণ । [ঈবং হাস্য] চিন্তা নাই, চিন্তা নাই ;

চিন্তামনি সহায় তোমার ।

শঠ নটবব সেই গোপিকা-মোহন ;

ষোলশত শতদলে গাণা প্রেমমালা

গলায় দোলান যিনি ; রূপসীনিকরে

সথারে ঘেরিয়া তিনি দিবেন অচিরে ;

শতেক ষোড়শী মিলি আরসী ধরিবে খুলে ।

অজ্ঞান । উপেক্ষা তোমার পিয়,

পরকীয়া বিশ্বাধরা সাদর চুম্বন হ'তে ।

পাণ্ডবের বাজদণ্ড পাষাণের গ্রাসে ;

বিনা আত্মত্যাগ স্বরাজ্যের হবে না উদ্ধার ;

ত্যাগমন্ত্রসাধনায় তুমি মম উত্তরসাধিকা !

[লজ্জাবস্ত্র পরাইতে পরাইতে]

কলহের কোলাহলে বিহ্বলা আছিলে বালা—

কৃষ্ণ । (মালা লইয়া) তাইতে তখনি গলে পরাতে পারিনি মালা ।

[মালাদান]

অজ্জুন । রেখো অজ্জুনে স্বরণ ।

রক্ষা । পঞ্চের গৃহিণী আমি—

[অজ্জুনের প্রস্থান]

কিছু প্রেয়সী তোমার প্রিয় !

[মাঙ্কল্যাদ্রব্যাদি সহ পাঞ্চালপুরাঙ্কনাদের প্রবেশ]

গীত

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাতি রাতি রাতি,

হবে তব আরতির আয়োজন ।

পঞ্চপুষ্পে রচিত মালিকা ওলো স্নলোচনা,

করিবে গলে ধারণ ॥

করিবে তোমার দ্বাবে,

পূজা পঞ্চ-উপচারে,

পঞ্চ-উপাসকে করি প্রেম নিবেদন ॥

সংসার স্নেহেতে বঞ্চে,

যদি লো হৃদয়মঞ্চে,

বতনে বসিয়ে পঞ্চে, প্রপঞ্চ ঘুচায়ে—

করে একে আকিঞ্চন ;

সঞ্চে বঞ্চিত হবে না কিঞ্চিত,

যদি পঞ্চে ভাবে সতী পতিনিরঞ্জন ॥

পটক্ষেপ ।

—

তৃতীয় অঙ্ক

কৌরবের মন্ত্রণাকক্ষ

ধৃতবাহু ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,—

কি বলো সঞ্জয় ?

কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ;—হ্যাঁ, সঞ্জয়,

যদি দুৰ্য্যোধন নিজে নাহি হয় শকা,

লক্ষ্যভেদে, মৎস্যচক্ষু পরশিতে শরে,

তাহ'লে হ্যাঁ সঞ্জয়, বলোনা,

কর্ণ না হয় দ্রোণ,

ভীষ্ম-ত' অবশ্য হবেন বিজয়ী স্বয়ম্বরস্থলে ।

সঞ্জয় । সম্ভব সম্ভব ;

ভারতের বাজগণমধ্যে সাধা কার,

হেন তিন ধনুর্ধর বিচুতানে,

শবাসন করিতে গ্রহণ হবে সমুত্তত !

ধৃত আর এই তিনজন মাঝে যে হবে বিজয়ী,

দেপদ-দুহিতা নিজে না করি গ্রহণ,

করিবেন সমর্পণ মম দুৰ্য্যোধন-করে ।

কি বল সঞ্জয়, শ্রামাঙ্গী সে-কন্যা, কৃষ্ণ নাম তাই :

আর বধু-ভানুমতী রূপবতী.

কাস্তি তাঁর রক্তিমপদ্মের প্রায় ;

তোমার কি বোধ হয় সঞ্জয় ;

পুত্র মম হবে প্রীত অতিশয়,

পদ্মরাগসনে নীলকান্তমণি

করি কর্ণেতে ধারণ ।

সঞ্জয় । অপত্য বাৎসল্য হেন তোমার সমান দেব,
কুত্রাপি না হয় দৃষ্টে ।

ধৃত । অ—সঞ্জয় ! অ—সঞ্জয় !
শুধু কপ নয় ; সৌন্দর্য্য অঙ্গের দু’দিনের রক্ত,
চক্ষুচক্ষে করে যাবা নশ্বের আদর ।
পাঞ্চালকুলের কন্যা এলে কোরবের ঘরে,
তুমি বৃদ্ধেছ সঞ্জয়, অবশ্য বৃদ্ধেছ :
সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব আছে বিদিত তোমাব ।

সঞ্জয় । প্রজ্ঞাচক্ষু সঙ্গে তুলনায়,
কিছুমান্ন নাহে মম জ্ঞানের গোরব ।

ধৃত । বড়ই বিনয় তব,
এমোছি সঞ্জয়, বড়ই বিনয় ।
সর্বত্র বিজয়, সর্বত্র বিজয় !
তুমি বৃদ্ধেছ নিশ্চয় ।
কোরব পাঞ্চালে হ’লে
বৈবাহিকসূত্রে বন্ধ গিত্ততা-বন্ধনে,
হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ ।

সঞ্জয়, বুঝিয়াছি তব অন্তরের অভিপ্রায়,
সর্বত্র বিজয়, সর্বত্র বিজয় ;
পদানত ভারতের রাজা সমুদয় ।
[সোম্লাসে বিহুরের প্রবেশ]

বিহুব । কোরবের জয়, হে রাজন কোরবের জয় !
কুরুবংশধর মহাধনুর্দ্ধর ক’রেছেন লক্ষ্যভেদ ।
পাঞ্চালকুলের কন্যা আজি কোরবের বধু ।

মৃত । বিহুব বিহুর,—ভাই—ভাই—
 একবার অন্ধকার দূর হোক্ চক্ষু হতে মোব,
 দেখি তোর হাসিমুখ বুকখানা ভবে ।
 সঞ্জয়, অ—সঞ্জয়,
 যা, যা, জয় জয় ঘোষণার
 আজ্ঞা দেরে এখনি নগবে ;
 ভাগ্যের ভাগিয়া ধন বিলাও রাস্মণে ।
 রক্তিমপতাকা চতুর্ভুজের পাতা,
 শোভনকুস্তম্বে-গাথা মালার মেপলা,
 পবন নগরী আজ । হোক্ ঘরে ঘরে
 শঙ্খধ্বনি পুষ্পাঙ্গনা-মুখে : মঙ্গল-কলসী-শিরে
 পুষ্পাঙ্গনাগণ, পরি উৎসববসন,
 ভণ্ড ভণ্ড রবে হোক্ অগ্রসর,
 সমাদরে বধবরে বরণ করিতে পাথে ।

বিহুব । বিহুরের আদি আজ আনন্দে অবীর,
 দেখি তব আশ্চর্য্য এ আচরণ, হে বাজন
 শুভ সমাচান শ্রবণ করিয়া আজি ।

মৃত । আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ? ই সঞ্জয় ;
 শোনো বিহুরের কথা ;
 হোলো মম তুর্য্যোধন পাঞ্চালজামাতা,
 আমার আনন্দ তায়,
 আশ্চর্য্যের কথা বলে ভাবিছে বিহুর !

বিহুর । করে নাট মংগচক্ষুভেদ বৎস তুর্য্যোধন ।

মৃত । ই্যা ই্যা, জানি আমি তাই :
 জিজ্ঞাস সঞ্জয়ে ; বল না সঞ্জয়,

বিহুর । [আশ্রয়গত] দয়াময়, দয়াময় !

আর্য্যের জীবনবক্ষা কব বাসুদেব !

ধৃত । কই বাপ !

[ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিব প্রবেশ]

কই বাপ, —

দুর্য্যো । পাপ, পাপ ! ততমান ভীষ্ম—

ধৃত । কর্ণ ?

দুর্য্যো । দর্পচূর্ণ দ্রোণ কর্ণ—

ধৃত । যাক্, যাক্, বধ কই ?

কেননা নিঃশ্বাসে পশে ,

অঙ্গনাঅঙ্গের গঙ্গে, বকুল-মল্লিকা-চম্পা,

শেফালি-যুগ্মিকা কিম্বা পদ্মের সৌবভ !

পাঞ্চালের ঐশ্বর্য্য-যৌতুক কোথা ?

দুর্য্যো । রবাহৃত ভিখাবী বিপ্রের পায়ে ।

ধৃত । বাধার তনয় ! উপবৃক্ত নয় তোমার এ-কার্য্য .

এ-দান নয় দান নয়, নীচতা-আশ্রয় ।

দাতা ব'লে খ্যাতি নিতে চাও.

দাও গিয়ে দ্বিজে ধবে না আছে নিজের ঘরে ।

সঞ্জয়, সঞ্জয় !

সঞ্জয় । মহীপতি, হোন্ স্থিরমতি ।

ধৃত । পুত্র মম অতীব-সরল ;

তরলহৃদয়ে তার ঢালিয়ে গরল,

কর্ণ কর্ণে তা'র দিয়েছে মজ্জণা,

ব্রাহ্মণে করিতে দান সালঙ্কারা অঙ্কলক্ষ্মী ।

দুর্য্যোধন । পিতা, পিতা কেবা লক্ষ্মী ! দান বা কিসের ?

হতমান বত ক্ষত্রছত্রপতি,
সম্পদ করিতে ধনু হইয়া অক্ষম ।
ববাহৃত ভিখারী যে-জন বিপ্র ব'লে পরিচয়,
কবিয়াছে লক্ষ্যভেদ ;
সেই অন্নহীনে কল্যাদান করিল দ্রুপদ ।

প্রতি । সজয় সজয় !
বিভুর বিজয় মোবে করিবে কখনো —

বিহব । ক্ষম নরনাথ, চিবপৃষ্ঠা আর্ঘ্য,
ক্ষমা কব দাসে : যতপি ভাষাব দোষে,—

প্রতি । দোষ ? দোষ ? পরিষ্কার বলেছ আশ্রয়
কোনবের জয় হইয়াছে স্বয়ংস্বরে ।

‘বহব । পাণ্ডব কি দাণ্ডবাহু,
কোরব বলিয়া বাই উভয়েব পরিচয় ।

দ্রোণ । পাণ্ডব, পাণ্ডব !
পুরাতন ইতিহাস রাখ গুল্লতাত ।

বিভুর । লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় জয়ী ধনজয় ।

দ্রোণ । ধনজয় !
হবে—ভিখারীর নাম ধনজয় ।

প্রতি । সজয়, সজয় !
বিভুর । গুরবীর, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহোদয়,

প্রজ্ঞাচক্ষু আর্ঘ্য ধৃতবাহু,
তুমি দ্রোণাধন কুরুসিংহাসনশোভা,
কবচ শ্রবণ ;---

জীবিত যে যধিষ্ঠির সহ ভাই চারিজন,
জীবিত সবাই কুন্তীমাতা মনে ।

দ্রুপদেব পণে করেছে পাঞ্চালীলাভ

যেই সদাশয়, ব্রাহ্মণ সে নয় :

পাণ্ডব তৃতীয় পুত্র : পাণ, বনজয়,

অৰ্জুন আপনি মের্ত্ত ।

ভীষ্মাদি । জীবিত ! জীবিত ! পাণ্ডব জীবিত !

দুর্য্যো । নিথায় এ বটন, কুটিয়া কুটক্রী চক
বক্রপথে অক্রমণ করিতে আশায় ।
জতুগৃহে দগ্ধদেহ অগ্নিদাহে,
প্রত্যক্ষ দিয়াছে মাহাত্ম্য পাণ্ডব পঞ্চদ্ব্যপ্রাপ্তি ।

ভীষ্ম । তোমার অশ্রু বৎস তুঙ্গ স্তম্ভিশিখর,
শুনি অপ্রত্যাশিত এ শুভসমসার ?

ধৃত । পাণ্ডব জীবিত
পাঞ্চালজানাতা অর্থাৎ অৰ্জুন জ্ঞানাপ ।
কিন্তু তাত, অকস্মাৎ বড় অকস্মাৎ !
হে বিজুব কেন তুলেছিলে এতদূর ?
কেন বলে নাট্য স্পষ্টে ক'লে নহে দুর্য্যোজন.
অৰ্জুন জিনেছে পণ ।

দুর্য্যো । কেন এ বিশ্বাস, কেন এ বিশ্বাস !
নিঃশ্বাসেব হাব নাতি সহ্য এ-সংবাদ ।
সত্য হ'লে অবশ্য চিনিত কেহ
সভায় বা নিবাসেব স্থলে ।
ভিখারীর আশা করু নাতি মেটে,
পাশায় পড়িলে দান,
অঙ্গে জিনে অদক্ষ ক্রীড়ক ।
লক্ষ্য বিধি অতিসন্ধি লাগিয়াছে চিত্তে.

নিতে পরধন বঞ্চনার জাল করি
কোশলে বিস্তার। ছদ্মবেশে বিশেষজ্ঞ
যজ্ঞসুত্রধারী এই দ্বিজদল ;
চর-কর্ণে জন্মগত অধিকার।
অসম্ভব নয়, অর্থলোভী কোনো পাপাশয়,
লিপ্স আছে এ-গুপ্ত চক্রান্তে।

বিহুব। চক্রপাণি চিনেছেন আপনি পাণ্ডবে।

দুর্যো। কে ?

বিহুব। চক্রসুদর্শন আকর্ষণ কেবা করে আর
বাত্তদেব বিদ্যা ?

দুর্যো। সত্য।

বাল্যের অভ্যাস নবনীনিষ্কাশ চক্র হ'তে।

বিহুব। গালিতে পড়ে কি কালি ক্রমশঃ বস ?

ভীষ্ম। তাত ধৃতরাষ্ট্র সাবধান,
রাষ্ট্র নাহি হয় জনপ্রবে,
পষ্ট নহি আমি তবে শূনি পাণ্ডব জীবিত।
বচনা কোশল আছে পুরোচন-গগ্নে,
কিছু গল্প সত্য বলে মানি অল্পলোকে।

দুর্যো। পিতামহ আর গুল্লতাত,
বারেবারে আঘাত আমারে দেন,
পাণ্ডবের কথা করি উত্থাপন।

ভীষ্ম। তা'রা যে তোমা'র মত
দুর্যোধন, আমার বন্ধের ধন ;
বিশেষতঃ তা'রা পিতৃহীন ;
পুত্রশোক ভোলে পিতা, পোহ্রেরে জড়িয়ে বুকে।

মৃত । তাত—তাত !

অনিষ্ট অতীষ্ট নাই দুর্ঘোষন-প্রাণে ।

জননী অন্তঃ সহ পরিত্রাণ পেয়ে যদি থাকে

বুধিষ্ঠির জলন্ত অনল হ'তে,

কোরব ভবন হ'বে উৎসবোতে পূর্ণ-

দুর্ঘোষ । উৎসব !

মৃত । শাতপুত্র মোর, পুত্র সোদরের ।

মৃত ! এক মাতৃগতে জন্ম পাণ্ডুর আমার,

ত'জনে দেছেন স্তন দেবী অস্থালিকা ।

কখনো কি দুর্ঘোষন পর ভাবো দুঃশাসনে ?

লক্ষণে কি শ্লেহচক্ষে নাহি হেরে দুঃশাসন ?

ঈশ সজয়—

তবে অজ্জুন জিনেছে পণ,

মুনে কেন আমি নাহি হব পুলকিত ?

দুর্ঘোষ । (শ্লেষসহ) আলোকিত হবে দশদিক,

অগ্নিবর্ণ-ববিষণে ববে অ্রপদের সনে,

পঞ্চজনে প্রবেশিবে হস্তিনার পুরী-আক্রমণে ।

মৃত । আশ্বস্ত, আশ্বস্ত পুত্র ।

এ হেন দৃষ্টতা জ্যেষ্ঠতাত সনে,

বুধিষ্ঠির কভু না করিবে ।

শকুনি । হে রাজেন্দ্র ! কাঞ্চন কুটুস্থশ্রেষ্ঠ বিষয়ীর চক্ষে !

জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, আপনি জনক কিবা,

কাঞ্চনের কাছে কেহ না আপন ।

স্বশুরে পশুর সম নেহারে জামাতা,

কঙ্গাদান সনে রজতের বজ্রা যদি

নাহি আসে ঘরে । কেহ কেহ
মাতুলে অর্পণ করে বাতুল বৈষ্ণবের করে ।

বিহুব । বৃথা বাক্যব্যয় এ-সময় বিজ্ঞজনে নাহি করে ।

হে পূজা অগ্রজ,
নম পরামর্শ যদি করেন গ্রহণ ;
সম্ভ্রান্ত স্তম্ভিত্ত অরা করি নির্ধাচন,
দাসদাসী অলুচরসহ, বসনভূষণ বহু,
গজঅশ্বশিবিকাবাহন, ককন প্রেবণ
পাঞ্চাল প্রদেশে, বিবাহের উপহার ।

দ্রুঘোদনাদি । বা-আ-আ-আঃ (শ্লেষ)

চায়াদি । সাধু সাধু—সাধু বিহুর !

বিহুর । বদ্ববে পুরীতে আদরে আনি—

দ্রুঘো । বসাইয়ে বৃধিষ্ঠিরে হস্তিনার সিংহাসনে,
শতপুত্রে সঙ্গে করি অরণ্যে আপনি
করুন প্রস্থান । কেমন গুল্লতাত মহাশয়
আশাপূর্ণ হয় তাহলে তোমার ?

বিহুব । কোরবের কুলোজ্জ্বল রাজা দ্রুঘোদন !
শূদ্রানীর গর্ভজাত দ্বারের ভিখারী আমি ;
হেন অন্নদাসে গুল্লতাত ভাষে
করিলে সম্ভাষ প্রকাশ্য সভায়,
মান যায় তব ।

মহারাজ, বিদায় বিহুর ।

[গমনোচ্ছত]

দ্রুঘো । দূর হই আপদ আমরা ;

এস কর্ণ, এস দুঃশাসন ।

[দ্রুঘোদন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির প্রস্থান]

ধৃত । অ—সঞ্জয়, অ—সঞ্জয়—

বিহুর—বিহুর—

ভীষ্ম । বিহুর,

মহারাজ করেন স্মরণ ।

[বিহুরের পুনঃপ্রবেশ]

বিহুর । আজ্ঞাবাহী আমি দেব প্রজ্ঞাচক্ষু,

মান-অপমান নাহি তোমার সমক্ষে ।

ধৃত । বালক—বালক ! কত করিয়াছ কোলে ।

হ্যা—সঞ্জয় !

ওর বোলে অভিমান সাজে কি তোমাব,

হ্যা - ভাই বিহুর ?

চিরশিষ্টাচারী বৈষ্ণবস্বাচারী তুমি,

পরামর্শ তব চিরাদশ মোব ।

অ—সঞ্জয়, সূধাও বিহুরে,

কিবা স্মরণ্য করিয়াছে স্থির ।

কথা না হইতে শেষ শকুনি বকুনি সুর—

কি—বল সঞ্জয় !

বিহুর । উপস্থিত সত্যব্রত ভীষ্মমহাশয়,

গুরু দ্রোণাচার্য্য, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত

আছেন মণ্ডপে, সম্মুখে সঞ্জয়

সর্বজ্ঞাতা পরিচয়, আপনি মহাস্বা

রাজনীতিবেত্তা : অজ্ঞাত কাহারো নয়

দায়াদ-নির্ণয়তত্ত্ব এই মন্ত্রণা-আগার মাঝে ।

বিচিত্রবীৰ্য্যের রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বলি

জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পূজার সন্মান, '

পাণ্ডু চক্ষুস্নান সিংহাসন করেন গ্রহণ ;
জ্যেষ্ঠপুত্র বলি যুধিষ্ঠির পিতৃরাজ্যে জায়া-অধিকারী ।
জায়া-অধিকারী তিনি পুনর্বার,
চুইকূলে কুমানগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বলি ।

পত । তাই—তাই—না সঞ্জয় ?
কুন্তীমাতাগতজাত যুধিষ্ঠির, অগ্রে অগ্রে ;
মহাদেবী গান্ধারী আমার বেন—তখন-ও, না সঞ্জয়—
দুর্যোধন ছিল গভবাসে ।
সামান্য—সামান্য ভেদ—বর্ষগণনার,
নহে বর্ষ, পক্ষ—কয়পক্ষমাত্র ।

ভীষ্ম । যমজ জন্মিলে কিম্ব রাজার ঔরসে,
পল ধরি' জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ হয় নিরূপণ ।
বিভর । এ-ক্ষেত্রে সে-তর্কে নাহি প্রয়োজন ।
নরনাথ, কহিলাম সংহিতাবিধান ।
কিন্তু পাণ্ডবপ্রধান সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ল'য়ে,
স্বার্থভাবে কত নাতি কপে বদন-বাদান ।
পিতার অধিক পূজ্য প্রতরাষ্ট্রে জানে যুধিষ্ঠির ।
দান বলি' করিবে গ্রহণ পেলে অর্ধরাজ্য
ভাজ্য ভাবে, ভ্রাতৃগণ সহ বসতির হেতু ।

ধৃত । তা—তা—তা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সঞ্জয়,
দুর্যোধন—কোথা গেল দুর্যোধন ।

বিহর । প্রণাম চরণে, বিদায় এখন । [প্রস্থান ।]

ধৃত । তাত ভীষ্মদেব ছিলেন এখানে—
ভীষ্ম । বিহরের উক্তি শুধু যুক্তিপূর্ণ নহে বৎস,
ঈশ্বর পক্ষে কোরব-ভক্তির অতি প্রকট প্রমাণ ।

গ্রাহ শাস্ত্রব্যাখ্যা মতে, মহাশ্বে গ্রহণ দান আখ্যা দিয়া ।

মৃত । দুর্ঘোষনে রক্ষা—দুর্ঘোষনে রক্ষা—
একমাত্র লক্ষ্য এ-অন্ধের ।

[দুর্ঘোষনাদির প্রবেশ]

দুর্ঘোষ । তবে কেন অন্ধ পুত্রের মঙ্গলে,

ছন্দভাষী দাসী পুত্র ভাষে ?

ভীষ্ম । উদ্ভম—উদ্ভন গান্ধারদোষিত্র !

দাসীপুত্র ক্ষত্বা ; তবে কৃপাবশে পোষ্য অবশ্য এ-ভীষ্ম ?

শকুনি । কৌরবপ্রসাদভোজী হয়েছে শকুনি,

গান্ধারতনয়, ভাগিনাব ভদ্রতায় ।

দুর্ঘোষ । কোথা একদিন কি হয়েছে কথা,

মাতুলের মনোবাথা থেকে থেকে ফোটে ।

শকুনি । তা ফোটে !

স্নেহের তৃফানে ওঠে স্মৃতির কঙ্কাল ভেসে ।

শুধাও এ অঙ্গরাজে, অর্জুনের ব্যঙ্গ

সেই হৃদ্র অতীতে অস্ত্রশিক্ষা রঙ্গভিতে ;

বলো—দাতাকর্ণ রূপণের স্বর্ণ সম

পুঁতেতো রেখেছ চিতে সেই বালাশ্লেষ !

কর্ণ । তোমায় আমায় হবে অগ্রা আলাপ ।

মৃত । শাস্ত হয়ে শোনো দুর্ঘোষন :

তোমার মঙ্গল চাছে ক্ষত্বা চিরদিন ;

স্বার্থশূন্য অর্থশাস্ত্রবেত্তা এই পুরে ।

যবে হইল রটনা দৈবদুর্ঘটনা,

পাণ্ডুপুত্রে করেছে নিহত অগ্নির উৎপাতে ;

করেছিল সন্দ কোনো-কোনো জন—

দুর্যো । পুরোচন, চীনাচারী মায়ারী অনার্য্য,
চৌর্য্যবন্তি করিতে কৃতার্থ,
অর্থলোভে অগ্নি দেছে কুস্তীপুত্র-গৃহে ।

জীষ্ম । ভৃত্যকর্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভুরে পবশে ।
দুর্যোধন, দুর্যোধন !
শিরেয় ভ্রমণ নয় রাজার মুকুট ;
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শুদ্ধ-শক্তিখাদে
গঠিত সে রাজ-অলঙ্কার ;
অহঙ্কারে কলঙ্কের চিহ্ন ধরে সেই স্বর্ণে ।
'আমি' শব্দ ভ্রম্যমী না কবে ব্যবহার ।
সংখ্যার সমর্প্ত করি সমস্ত প্রজার,
হয় বেই যোগফল, নাম তার রাজবল ।
বৃত্তিভোগী ভৃত্য, সৈন্ত-নামধারী,
বারনারী প্রায় নারকে জানায় প্রেম ।
রাজ্যের প্রকৃতি প্রজা, সতি-সম পতি সনে
চিঁতা পরে কবে আরোহণ ।
কিন্তু আছে কি স্মরণ, দুর্যোধন,
সেই সতীশাপে ছাগন্ম ও দক্ষ-প্রজাপতি ।
শক্তি ঋণে ঋণী রাজা প্রজার দুয়ারে,
দীপের আলোক যথা অগ্নিকণা পাশে ।
ফুংকারে প্রদীপ নিভে,
বহ্নির বর্দ্ধিত বল অনিল-সহায়ে ।

দুর্যো । উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব দেখি
পিতামহদত্ত বচনমালায় ;
কিন্তু গুণবস্ত্র নহে এ-সস্তান,
সঙ্কেত বুঝতে কিছু ।

ভীষ্ম । ইঙ্গিত গ্রহণে যদি বথার্থ অক্ষম,
স্পষ্ট করে কহি তবে,
জতুগৃহ দৈবত্বকিপাক কেহ না বিশ্বাস করে ।

দ্রুপদ । কেহ কে ? কেহ কে ? আপনি স্বয়ং ?

ভীষ্ম । তত্বপরে পাণ্ডব-প্রকাশে হতাশাস
হঠয়াছে দ্রুপদধন, শুনে যদি জনগণ—
জিজ্ঞাস জনকে তব ফলিবে কি ফল ।

[একজন রাজ-অন্তচরের প্রবেশ]

দ্রুপদ । বিনা অচ্যুতি—

অন্তচর । অতি শুভ সমাচার দেব,
তাই করেছি নিয়ম ভঙ্গ ।

দ্রুপদ । কর নিবেদন ।

অন্তচর । নরনাথ, হে বাজন্, ভীষ্ম মহাশয় !
এইমাত্র ছত্রাবতী হ'তে বান্ধা লয়ে
ফিরিয়াছে বাত্রী কয়জন ;
বাজা বধিটির আর চারি বীর জননীর সনে
পরায়নে অগ্নির অনিষ্ট হতে পেয়েছেন রক্ষা ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ আজি সবারাব !
দুর্জয় অর্জুন—

দুঃশাসন । রাপ তব বিশেষণ ; সাক্ষ কর সমাচার ।

অন্তচর । লক্ষ্য ভেদে জরী—

দ্রুপদ । ব্রাহ্মণ ভিখারী এক, বাণ্ড ।

অন্তচর । নাহি ভেরীর ঘোষণা, ভট্টের রসন,
বাজে নাই রাজডঙ্কা তোরণশিখরে ;
শিহরে নগরী যেন উঠেছে আনন্দে ।

শরণি বিপণি গোচর চত্বর মন্দির কি মঠ,

পাণ্ডব-পাণ্ডব রবে মুখরিত সব ।

গাহিছে গায়িকা নাচে নাগরিকা—

দুর্যোধন । দুঃশাসন, নীতল বাতাসে মর্ষবহাসনে,

শয়ন করায় দাও সম্ভ্রান্ত একত্রস্থতে ।

[অত্চরকে সঙ্গে লইয়া দুঃশাসনের প্রস্থান ।]

ভীষ্ম । প্রজ্ঞাচক্ষু তুমি, দেখিলে কি

প্রজার মানসচিত্র বচনের বর্ণপাতে ।

সুপাত্র বলিয়া খ্যাত ওই অত্চর,

সভাজনযোগ্য শিষ্টাচারে অভ্যস্ত সতত ;

আনন্দে আপনহারা ।

শ্রুতবান্ধব । আনন্দিত—আনন্দিত—দুর্যোধন !

কি বলো সঞ্জয় ?

দুর্যোধন । অদ্ভুত, অদ্ভুত ! অদ্ভুতের নামে

ভূতগ্রস্তপ্রায় উত্তেজিত হয় জনসম্ময় ।

ইতর যে নারীনর,

সতত কাতর অদ্ভুত ঘটনা লোভে ।

এ-নয় পাণ্ডব ভক্তি, পার্শ্বণের অবসর মাত্র ।

শ্রুতবান্ধব । দুর্যোধন, প্রজাতন্ত্রজন কর্তব্য রাজার জেনো ।

দুর্যোধন । প্রকৃতি, বিরুতির নামাস্তর মাত্র ।

কোন রাজা কোন যুগে হয়েছে সক্ষম,

ভূষিতে প্রজার মন, মিটাইতে সীমাহীন আশা তার ?

আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বার বন্ধার,

রাজনিকা-সন্ধানের অভিসন্ধি

সদা জাগে প্রজামনে । শ্রীরাম আপনি,

প্রজাতরে পদে পদে দিয়ে আশ্রয়-বলিদান.

বিস্ময়কারী রুত্নের পূতগন্ধপ্রাণ

করিতে নিশ্চল, হয়েছেন শক্তিহীন ।

জানকীর অপবাদ প্রজাগণ কবিল রটনা ।

ধৃত । প্রজামধ্যে বিদ্রোহ উৎপাত—

দুর্যো । বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে হবে দূর !

ভয় বিনা ভক্তি, যুক্তিহীন উক্তি ।

বিদ্রোহ দমন হয় লোহ-হস্ত করিলে বিস্তার ।

প্রভু হারায় সমস্ত পাঁড়ালে দুর্বল পদে ।

ধৃত । বৎস দুর্যোধন, একটু স্থিরচিন্তে কর বিবেচনা ;

রাজগুণে মগ্নিত তোমার মন ;

স্নেহ পাত্র সকলের, বক্ষের পঙ্কজ মম ;

বিভূরের অভিপ্রায় শ্রেয় বাল

স্বীকার করেন ভীষ্ম,

কুরুকূলে অমঙ্গল বারণের তবে

জীবন ধারণ ধীর ।

দুঃশাসন । পূজনীয় পিতামহ চিস্তিত যে অহরহ,

হাস্তনার সিংহাসন রাখিবারে অক্ষয় অটল ক’রে ।

“হস্তিনার সিংহাসন”—

এই অষ্টাঙ্গর ত্যাগযোগে বীজমন্ত্র তাঁর ।

আজন্ম কোমার-ব্রত সিংহাসন রাখিতে কুশলে ।

কোরব পাণ্ডব কিংবা নিকট বান্ধব অস্ত্র,

তার জন্ত ভীষ্মদেব ভাবিত অধিক নন ,

পাছে সিংহাসন শূন্য হয়, এই ভয়ে,

এই ভয়ে শুধু পিতামহ ভীষ্ম—

ভীষ্ম । পোজের দোঁরাছো করে মাত্র হাশ্য !

ধৃত । তবে কি জানো সঞ্জয়,
পাঞ্চাল সহায়,—পাঞ্চাল সহায়—সর্বাক্ষবে ।
দ্বন্দ্ব-গন্ধে মেতে ওঠে প্রজাবৃন্দ ;
কি বল সঞ্জয়, এই মন্দমতি যারা ;
তাই ভাবি, তাই ভাবি, বুঝেছ সঞ্জয়—
ঐ যে কি বলে, বলে—সর্বনাশে সর্বনাশে,
বলোনা সঞ্জয়' ।

শকুনি । সর্বনাশ স্তূত্রপাত দেগিলে সম্মুখে,
অর্ধেক করিবে ত্যাগ পণ্ডিতের যুক্তি ।

ধৃত । ঠিক ঠিক— কি বলো সঞ্জয়, অর্ধেক করিবে ত্যাগ
পণ্ডিতের যুক্তি ; এই—ঠিক ঠিক ।

দুঃশাসন । বাগ্‌জীবী অক্ষরলেখক ব্রাহ্মণপণ্ডিত,
কুটীরে জটিল প্রশ্ন করুন মীমাংসা ;
রাজকোষ নচে শব্দকোষ,—সিংহাসন নচে ব্যাকরণ !

ধৃত । ভাল শুনি তোমার কি ইচ্ছা ?

দুর্যো । প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য আমার—
কোন্ শাস্ত্রমতে, কোন্ সম্বন্ধের স্তূত্রে,
কুলীপুত্রে দারাদ সুবাদে কুর করিবে স্বীকার ?
নাঁম-গোত্রহীন ক্ষুধায় কাতর বনচর বালক গুলারে,
পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে,
পোস্ত্য বলি পিতামাতা করেন গ্রহণ ।

ধৃত । কুতর্ক ! কুতর্ক !

সতর্ক হইয়া কথা कह দুর্যোধন !

কি বল সঞ্জয় ; আছে কুলাচার,

আছে কুলাচার—পাণ্ডব নামের যোগ্য,
পাণ্ডুর কুমার এরা, মম ভ্রাতার তনয় ।

দুর্যো । তাও যদি হয়, রাজার তনয় নয় ।
জ্যেষ্ঠ পুত্ররাষ্ট্র মহারাজ, জনক আমার !

পুত্ররাষ্ট্র । শিষ্টাচার, দুর্যোধন—শিষ্টাচার !
সিংহাসনে অধিকার নাহিক আমার,
কেমন সজ্জয়—না, চক্ষুহীন ব'লে ? [বিহ্বলের প্রবেশ]

বিহ্বর । ক'রে দিলে দূর আর যাবেনা বিহ্বর,
কল্যাণভাজন বংশ দুর্যোধন ;
এসেছেন ইষ্ট মোর শ্রীকৃষ্ণ এ-পুবে ;
করি চরণ-দর্শন ভাগ্য যতক্ষণ ।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

(দুর্যোধন ব্যতীত সকলের উত্থান । শ্রীকৃষ্ণের প্রথমে ভীষ্ম
পরে পুত্ররাষ্ট্রকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম, দুর্যোধন ও কর্ণকে অলিঙ্গন
ইত্যাদি)

পুত্ররাষ্ট্র । কেশব. কেশব, আসিয়াছ বাসুদেব !
অ-সজ্জয়, সজ্জয় - -
কৃষ্ণগন্ধ নাসারন্ধ্রে পশেছে আমার ;
কোনো বনফুলে নাই এমন মধুর গন্ধ ।
অন্ধ আমি যত্মগণি :
গন্ধে মাত্র, রবে আব্রাণে মাত্র পরিচয় অতুভব ।
কও কথা, তাত-তুল্য তব আমি ;
কও কথা ;—করেছি শ্রবণ,
বাশরীর রব যেন তোমার বচন ।

শ্রীকৃষ্ণ । হউক শান্তির রাজ্য এই আশীর্বাদ,
যাচি বর চরণে তোমার ;
কব আশীর্বাদ, বিবাদ বিদায় হোক
দম্যক্ষেত্র ভারত হইতে ।

ধৃতরাষ্ট্র । অ—সঞ্জয়, বোসেছে কেশব ? কেউ দিয়েছে আসন ?
দুর্গোধন ! কুটুম্ব, কুলীন, রাজা, অতিথি তোমার,
কুলের তিতৈষী সদা ।

দুর্গোধন । পিতা, কোরব-গোবব রক্ষা নাস্তি যার করে,
সে জানে অর্ঘ্যের যোগ্য বলভদ্রদ্রোহিতা ।
বাদপ-পাদপ-শাখা হলে-ও পাণ্ডবসখা—

শ্রীকৃষ্ণ । সখ্যেব আশায় আসে কোরব-সকাশে ।
কোরবেব পতি !
বৃকিলাম প্রীত তুমি অতিশয়,
শুনি ভ্রাতার তনয় মৃত্যুমুখ হ'তে পাউয়াছে রক্ষা—

ধৃতরাষ্ট্র । দৈবের রূপায়, দৈবের রূপায় ;
কি বলো সঞ্জয় ?

শ্রীকৃষ্ণ । লক্ষ্যভেদি ধনঞ্জয় করেছে দ্রোপদী-লাভ ;
কোরবেব গোরবের এ-শুভ সংবাদ,
আনন্দ-হিল্লোলে উছলিত করিয়াছে
তব সভাঙ্গুল, হৃদয়ের তল হতে আমার বিশ্বাস ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয়, সঞ্জয়—আমি বলিনা—
আমি বলি—কত মিষ্ট, কত শিষ্ট কৃষ্ণের বচন ।

শ্রীকৃষ্ণ । একে সোদরের স্নেহ, তা'র পিতৃহারা ;
কোলে ক'রে পালনের ভার অপার মেহের বশে,
কোরব-ঈশ্বর করেন গ্রহণ আনন্দে আপন স্বক্ষে,
সে যশে ভাস্কর আজো ধার্ত্তরাষ্ট্র গোষ্ঠী ।

ধৃতরাষ্ট্র । শোনো দুৰ্য্যোধন,

শোনো কৃষ্ণমুখে তোমার বশের কথা !

শ্রীকৃষ্ণ । ভীষ্মমহাশয় অবিদিত ন'ন,

শুনি পাণ্ডবের মৃত্যুবার্তা,

শোকের কি আঁঠুনাড় উঠেছিল হস্তিনাব অন্তঃপুরে ।

দূরে দ্বারকায় বাদবসভায়,

ধন্য ধন্য পড়েছিল, শোকধ্বনি সনে

শুনে সেই মনতাব সমাচার ।

দুঃশাসন । অতি-শিষ্টাচার অত্যাচারে হয় পবিত্রত

সময়-বিশেষে ; রাজার কুমার মোর,

সুশিক্ষিত রাজ-আচরণে । প্রজার শাসন

নহে গোচারণ বাশরী বাজায় রজে ।

শ্রীকৃষ্ণ । শুনেছিত্ত, দুঃশাসন প্রাণে কবেনা পোষণ,

রোষ বই অস্ত্র কিছু দুৰ্জলের দোষ ;

তীর মুখে শুনে রসাভাষ, হতেছে বিশ্বাস,

লুকায়ে নিঃশ্বাস ফেলে কত কুলবালা,

মালা দিতে হেন অনুরাগী পাগলের গলে !

দুৰ্য্যো । অতিথি ক্রমেতে নান্ন হেথা আগমন,

কথার রীতিতে না হয় প্রতীতি তা'তে ।

শুনি বহু নামে বহুস্থানে তব পরিচয় ;

কহ কি-নাম ধরিয়া এবে করি সন্মোদন ?

শ্রীকৃষ্ণ । 'সখা'-সন্মোদন প্রিয় মম অতি ;

বাজসখা ব'লে যদি গৌরব বাড়াতে

না থাকে বাসনা, 'দীনবন্ধু' ব'লে

ডাকো মোরে রাজা দুৰ্য্যোধন ।

বিচূর । দীনবন্ধো—দীনবন্ধো !

দুর্যো । দ্রবীভূত খল্লতাত যাহার কথায়,
পাণ্ডব-সহায় তিনি নাহিক সংশয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । যতক্ষণ অসহায় ;—অসহায় যতক্ষণ,
পায়-পায় ফিরি তার । যখনি আপনি চলে
ছাটি-ছাটি-ছাটি,—অমনি আমার ছুটি ।

দ্রুতবাহু । ছুটি ! না—না—কৃষ্ণ, তিত্ত ক্ষণকাল ।
সঞ্জয়—সঞ্জয় !

কৃষ্ণের বিদায় দিতে প্রাণ নাহি চায় !

শ্রীকৃষ্ণ । বেধে রাখ কৃষ্ণে তবে আপন প্রাসাদে,
প্রসন্ন নয়নে চেয়ে পাণ্ডবের পানে
হে রাজন !

দুর্যো । প্রজা মাত্র রূপাপাত্র কোরবের দ্বারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । রূপা ভিখারীর প্রাপ্য ।
স্নেহের ভিখারী পঞ্চভ্রাতা দ্রুতবাহুপদে ;
জ্যেষ্ঠ বলি যুধিষ্ঠির তব সম্মানের অধিকারী ।

দুর্যো । দুর্যোধন কোরব রাজন !
বাজদৃষ্টিপাতে শ্রেষ্ঠ নহে কোনো জন ।

শ্রীকৃষ্ণ । যুধিষ্ঠির বিগ্ধমানে,
সিংহাসন-সম্মিথানে স্থান তব দুর্যোধন ।
(কর্ণ শকুনি ও দূঃশাসনের একত্র প্রতিবাদ)
বিদ্রোহ ! বিদ্রোহ !! বিদ্রোহ !!!

দুর্যো । কিবা অধিকার যাদবের,
কোরবের গার্হস্থ্যবিধানে করে হস্তক্ষেপ ।

শ্রীকৃষ্ণ । বিস্তীর্ণ এ আব'গাবর্তে জন্মিয়াছে যাদব কোরব,
 সনাতনধর্ম্মপন্থী যাতক মানব আর ।
 বিবাদের ঘূর্ণাবর্ত সম্মুখিত হ'লে কোনো-কূলে,
 ভুলে যাবে ভারত ভূখণ্ড ।
 স্থান-ভ্রষ্ট একটি ঈষ্টক হ'লে,
 বিশাল দেউল হয় দৃঢ়তা-বিহীন ।
 তুমি আমি ভাই নই
 বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে নাত্র ;
 যেই জন্মভূমি জননী তোমাব,
 অকলঙ্ক অঙ্গে তাঁর আমি-ও পেরেছি স্থান ।

ভীম । গাইস্তা ! গাইস্তা কথা সত্য দ্রযোদন ।
 কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব কোথা বহিরে কাঠাব,
 বিপক্ষেব হস্তগত হইলে ভাবত
 গৃহ-বিবাদের সূত্রে ।
 বথা গর্ভ অস্ত্রবল রণের কোশল ,
 মেঘের আড়ালে বসি শুল্বে বোমবাজো,
 অসহ্ আশ্রয়ে বাণ করিত বর্ষণ,
 দেবেশ-পর্ষণ সেই বাক্ষস-নন্দন ;
 কোথা' গেল বল তার, কোথা' বা কোশল ;
 সবংশে রাবণ ধ্বংস বিভীষণ-অপমানে ।

শ্রুতরাষ্ট্র । গৃহভেদ—গৃহভেদ,
 আত্মীয়বিচ্ছেদ—সাংঘাতিক ব্যাধি ;
 কি বলো—কি বলো—সঞ্জয় ?

শ্রীকৃষ্ণ । সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রজাগণ মাঝে বাধিলে বিবাদ,
 রাজদ্বারে আসে তারা সুবিচার আশে ।

সিংহাসন ল'য়ে কিঙ্ক হইলে কলহ,
 বণ বিনা নাহি তার অপর মীমাংসা ।
 সহজে না যুঁকে যায় বুদ্ধিমান রাজা ;
 জনক্ষয়, ধনক্ষয়, সতত সংশয় ;
 এষ্ট জয়োল্লাসে অগ্রসব,
 ধব-ধব বব পবক্ষণে পশ্চাৎ হইতে ।
 ধবে-ধবে হাহাকাব্য !
 অনাথ অনাথা পতিহারা কবে আর্ন্তনাদ ;
 তলিঙ্ক বৃত্ত-গ্রাসে উদবে উপাসী ভবে -
 আশানে সংকাব-ধুম সতত উথিত ;
 যমের বাজ হু চলে বাজা গেলে বণতলে !

দ্রুপদা । করেছে শ্রবণ, স্মৃতিত্ব কোনজন,
 স্বপনে দেখিয়া বণ,
 ঘুচায়ে মণ্ডরাবাস, সিন্ধু মধ্যে দ্বীপে বসি,
 শাস্তিতে শ্রামল-কান্তি কবেন চিকণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্য কথা বলিয়াছ রাজাচর্য্যোদধন ;
 ধনুর্ব সুবাদে ছিল জরাসন্ধ সনে
 কংসপুরে দ্বন্দ্ব অধিকার ।
 জগতে শান্তির তরে হ'লে প্রয়োজন,
 দ্বারকা ডুবাতে পারি সাগরের জলে ।
 শান্তি শান্তি—শান্তি মম জীবনের মূল মন্ত্র ।
 যাচি জীবন করিতে ধন্ত,
 ত্রিংশতী মানব-মানস হেরি ।
 শান্তি-ভিক্ষা তরে তোমার দুয়ারে কুরু,
 কৃষ্ণ আজি দৃষ্ট কথা শুনিছে দাঁড়ায়ে ।

প্রতরাষ্ট্র। না—না-বান্ধদেব ;

দুষ্ট কথা তোমারে কে কহে !

ব্যঙ্গ-প্রিয় যুবাজন, তাই দুর্বোধ্যন—

কি বলো সজ্জয় ?

দুর্বোধ্য। বাণ-মুখে ব্যঙ্গ রাখে চতুরঙ্গপতি দুর্বোধ্যন ।

প্রতরাষ্ট্র। সজ্জয়—সজ্জয়—

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো মনে, পঞ্চভাই নহে হীনবল ।

ধন্যবীর গুণিষ্ঠির, কস্মকালে করে

বন্দ্য পরিধান ; নিহিত অসীম শক্তি

ভীমের বাহতে ; অর্জুনের ধনুর্গুণে

আগুন ঠিকরে ; প্রকুল নকুলবীর,

সহদেব সহ সমরে অটল ; তত্পরি

কোরবের চির অরি সমগ্র পাঞ্চাল শক্তি

হইলে মিলিত, যে দুইদেব ঘটন সম্ভব,

মনে হ'লে শিহরে শিহরে উঠে প্রাণ ।

দুর্বোধ্য। শিহরে আত্মিরী কোণে লালিত যে-জন ;

গান্ধারীর দুপ্পে পুষ্ট অস্তিপেশী মোর ।

শকুনি। মাতুল শকুনি নিজে দক্ষ দুর্বলক্ষে,

মঙ্গলার কক্ষে,—আর—আর অক্ষে ।

প্রতরাষ্ট্র। সজ্জয়,—সজ্জয়,

করোনা নিরস্ত শকুনি-বাতুলে ।

শকুনি। মাতুলে বাতুল বলেছিল একদিন—

প্রতরাষ্ট্র। আ—।—।—।—ঃ

শ্রীকৃষ্ণ। অনিষ্টের সৃষ্টি হবে তিষ্ঠিলে এ-স্থানে ।

বিদায় চরণে, নমি' ভারত-গৌরব কোরবপ্রধান ;

উদ্বোধিত ক'রে নিজ বুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি,
বিবেকের বল,

অটল বিশ্বাস জগত-জনক নামে,
ধর্ম-বর্ষ্যে করি নিজ কর্ম-শক্তি আচ্ছাদন,
সোদর-তনয়ে করুন আশ্রয়-দান
অর্ধরাজ্যে দিয়ে অধিকাব ।

হইবে কল্যাণ—কল্যাণ—কল্যাণ ! নহে—

তথোঁ । নহে ?

শ্রীকৃষ্ণ । বহু কৃষ্ণ দুর্বলের ভার ।

দুর্যোগ্য । (ঈষৎ হাস্যে) দশি-দুগ্ধ ভার !

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যা, যশোদার দুগ্ধ ;
একে গোয়ালিনী, তা'য় জননী আমার ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের প্রস্থান ।]

পতরাষ্ট্র । সঞ্জয়—সঞ্জয় !

ভীষ্ম । করো আপনা'রে জয়—আপনা'রে জয় ;
শোনো কৃষ্ণবাক্য-প্রতিধ্বনি সঞ্জয়ের খাসে ।
উপাসী কেশব বুঝি ত্যজিবে হস্তিনা ;
ভদ্রতা আমা'রে দ্বারে করে আবাহন । [ভীষ্মের প্রস্থান]

তথোঁ । ক্ষুদ্র আছে বিহুরের ঘরে !

পতরাষ্ট্র । সঞ্জয়, সঞ্জয়—

সুরায় হারায় জ্ঞান ঈতর মাতাল ;
মদিরা অধিক উগ্র রোষের গরল ;
মহামানী জন ভুলে যায়
অপযশ-ভয়, রোষের নেশায় ।

হৃষ্যো । আমার মৰ্যাদাহানি অভিশ্রুত যাহার,

তাঁর সনে শিষ্টাচার—

ধৃতরাষ্ট্র । মৰ্যাদাহানি !

হৃঃশাসন । নিশ্চয়, নিশ্চয় !

কৌরবে করিতে ইচ্ছা পাওব-অধীন ।

ধৃতরাষ্ট্র । অধীন ? ই্যা সঞ্জয়,

কে বলেছে অধীনতা করিতে স্বীকার !

হৃষ্যো । দিয়ে অর্দ্ধরাজ্য-উপায়ন,

সম্বোধন সমান বলিয়া,

এ-হ'তে হীনতা কিবা আছে আর ?

ধৃতরাষ্ট্র । কর্ণের কণ্ঠের স্বর যেন শুনেছি শ্রবণে ।

কর্ণ । আজ্ঞাধীন উপস্থিত সিংহাসন তলে নরনাথ ।

ধৃতরাষ্ট্র । কৌরবের হিতচিন্তা অন্তরে তোমার চিরদিন ।

কর্ণ । রাজা, হৃষ্যোধন ভারতের ছত্রতলে ;

রাজা, এই গোত্রহারা অভাগার অন্তঃস্থলে ।

অমানীয়ে দিয়া মান, সখা বলি করি সম্বোধন,

মহর্ষের উচ্চতম শিখরে আরোহি,

কর্ণে যে স্ববর্ণ বলি প্রেমে দেছে আলিঙ্গন,

তাহার কারণ এ জীবন ;

ধর্ম ভিন্ন জীবনের অন্ত সব কস্ম

মনে-মনে করেছি উৎসর্গ ।

ধৃতরাষ্ট্র । সাধু—সাধু—কর্ণ !

দেবতার যোগ্য তব এই কৃতজ্ঞতা ;

বর্ণাশ্রম হ'তে অতি উচ্চে তব স্থান ।

শোন মতিমান—ইন্দ্রপ্রস্থ দানে,
পাণ্ডুপুত্রে আশ্রয়িতা সূত্রে করিব বন্ধন.
করিয়াছি স্থির। তুষ্ট হবে যতুবীর ;
তাহে তুষ্ট অধীর প্রজার মন ;
শিষ্টতা করিবে লক্ষ্য,
সখ্যভাবে পাণ্ডবেবে ভাবে যত রাজগণ।

দুঃশাসন। ইন্দ্রপ্রস্থ ! বিস্মৃত সে পতিত প্রাস্তর !
ধৃতরাষ্ট্র ! ঠাঁ—পতিত প্রাস্তর।

নাহি লোকারণ্য, বন বনাচ্ছন্ন,
ভয়াল ভীষণ পশুর আবাস,
নাগের নিঃশ্বাসে দন্ধ দশদিক,
শাদ্দুল-ভল্লুক-শূকর-শল্যাকী
মহিষ-গণ্ডার সাহসে দিবসে করে বিচরণ।
প্রবোধের জ্ঞান ছেন থাণ্ডব-অরণ্য,
পাণ্ডবে করিতে দান অপমান কোথা ?

দুঃশাসন। অপমান—অধিকার করিতে স্বীকার।

অপমান—স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা প্রস্তাব তাহার।
অপমান—ত্যাগপত্র করিতে অস্বীকৃত,
রাজহস্ত কলঙ্কিত করি। রাজধর্ম্মে,
শত্রুর শাসন তরে অসি নহে একমাত্র অস্ত্র ;
অসির আঘাতে হ'লে অস্ত্রভেদ,
আয়ুর্কর্মে আছে যোগ্যবিধি আরোগ্য করিতে ক্ষত।
কিন্তু,

ভেদমন্ত্র নামে আছে এক যন্ত্র, মন্ত্রণা-আগারে ;
শলাকার ফরা বা'র সিন্ধু তীব্র বিষে :

রিষের আকারে বিষ পশিলে হৃদয়-রক্তে,
 মুক্তি নাই মানবের জীবন থাকিতে ।
 শকুনি । এতক্ষণে,—এতক্ষণে ভাগিনা আমার,
 মানব-চবিত্র-চিত্র ক'রেছে বিকাশ ।
 ভুজবল—ভুজবল !
 এবে ভুজে-ভুজে যুঝে কয়জন ?
 মানবের আদিত্যে সন্মল ছিল ভুজবল ;
 পরে দেখি বহুজন্তু,—শৃঙ্গী নথী দন্তী,
 অন্তরুতি-ছলে দারুতে প্রস্তুত লোহ-অস্ত্রে
 প্রস্তুত কবিল শক্তি,
 ভাতৃহত্যা হ'য়ে পেতে বীরের উপাধি ।
 পিশাচ শিখালে শেষে নিক্ষেপ করিতে বাণ,
 অলক্ষ্য অন্তরে রহি । অস্ত্রাগার হ'তে শ্রেষ্ঠ
 মন্ত্রণা-আগার । কিন্তু, রাজতন্ত্র-চক্রান্তের যন্ত্রে,
 বিধাতা দেছেন বৃদ্ধি মানব-মন্তকে,
 করিবাবে আবিষ্কার অস্ত্র চমৎকার ;
 লৌহ, হতাশন, রসায়ন, যন্ত্রের কৌশল,
 হয় হীনবল, ছল কপটতা চাতুরীর যাতুমন্ত্রপাশে
 ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয়—সঞ্জয় !
 কপটতা-চাতুরীর ছল পুঙ্কর পুরীতে !
 সত্যব্রত ভীষ্মের সংসারে !
 বিচিত্রবীৰ্য্যের কাৰ্য্যক্ষেত্র কুরুসভাতলে !
 দুৰ্য্যোধন, হস্তিনা তোমার, রাখ পূর্ণ অধিকার ।
 গৌরবে কোরব নাম ধরিবে তোমার বংশ ।
 অর্দ্ধ-অংশ ব'লে খাণ্ডব-অরণ্য

পাণ্ডবে দিলাম দান ; যশের বাখান ইথে
জগতে ঘোষিবে তব ।

কুশলে উভয় শাখা হ'লে সমধিক বলবান,
দিকে-দিকে বিজয়-নিশান উড়াইবে কালে ।
(শকুনির প্রতি)

তব সোদর্য্য শ্রেষ্ঠ পুত্র কুরুরাজপুত্র,
রাখিও স্বৰ্ণ ভাই ।

কোথা অঙ্গরাজ দান্ত কর্ণবীর ?
একান্ত তোমার প্রিয় কুমার আমার,
সোদর-সমান স্নেহে শান্ত কোরো তাঁরে ।
সন্নিধক !

[সঞ্জয়ের হস্তধারণ]

ও:—সঞ্জয়—সঞ্জয়—

[সঞ্জয় কড়ক ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে নীত]

দুর্য্যোধন । সপিণ্ডে সম্পত্তি দিতে আছে তব অধিকার পিতা ;

অন্তর আমার কিন্তু নহে কারো আজ্ঞাধীন ।

প্রীতিতে পাণ্ডবে কভু না দেখিবে চক্ষুদ্বয় ।

ভীমে ভালোবাসাবে আশ্রয় !

বিরাগ-বর্জিত হবো অজ্ঞানের প্রতি !

ভূমিষ্ঠ হইব আমি যুধিষ্ঠির পায় ।

সৃষ্ট নয় দুর্য্যোধন

গোষ্ঠপাল কৃষ্ণ-অঙ্গে বিষ্ণুতেজ করিতে দর্শন ।

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।]

শকুনি । যুদ্ধ করে বুদ্ধিহীন জন,

পেশীবল পশুর সম্বল ।

রাজনীতি বক্রপথে চক্র প্রয়োজন ;
 চক্র অতি যন্ত্র চমৎকার ;
 চক্রের ঘূর্ণনে দুষ্ক তক্রে পরিণত ;
 যেন ননীসার করে অধিকার
 চক্র যে চালাতে জানে ।
 চক্র বক্রপথে চালাইব হৃষ্যোধনে ।
 নিধনের পথে প্রাপ্তাতের বেগে পাঠাব তোমায় ;
 শাপায় দেখায়ে জয় মূলক্ষয় করিব অচিবে ।
 উপজীবী কোরব-রূপার আমি ?
 আমি ? আমি ! গান্ধারকুমার !
 আমি শকুনি সর্বগুণে গুণী,
 পাপের পাথারে নামিবার প্রথম ধাপেতে
 দাঁড়াইবে তুমি পাশাব সহায়ে ।

পটক্ষেপ

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইন্দ্রপ্রস্থ নগরোপকণ্ঠ, গিরিমালা বনরাজিশোভিত প্রাকৃতিক দৃশ্য]
 [ব্যাস । সহজ-সৌন্দর্য্য তব প্রকৃতি সুন্দরী,
 লজ্জা আনে সুসভ্য নয়নে ।
 উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মেদিনীর রঙ্গ,
 পাষণ্ড-তরঙ্গ-লীলা গিরিমালা তা'র ;
 মর্পেতে উন্নত-শির পাদপ আতপ-হর ;

ঝর-ঝর নির্ঝরের বারির কল্লোল ;
 উল্লোল লতায় তোলে শ্রামল হিল্লোল ;
 অরণ্যে অগণ্য বন্যজন্তুর উল্লাস ;
 নাগের নিঃশ্বাস ; আকাশেতে ভাসমান
 বিহঙ্গ-বিহার ; সমাজ-মজ্জিত চক্ষে
 পল মাত্র লাগে ভাল পর্যটন কালে ।
 কিন্তু আবাসের অনাটন, অর্থার্জ্জন প্রলোভন,
 কুঠাবের প্ররোজন জাগায় অন্তরে তা'র ।
 আশ্রয় মাৎস্য্য এই মানব-মনেতে ;
 প্রকৃতি সেবিকা তার শক্তির প্রভাবে ;
 পরাজিতা শক্তিমাতা নরবুদ্ধি বলে ।
 আরে ভ্রান্ত মানবক !
 ধরণীর তলুশিহরণে অচূপণে
 রসাতলে যেতে পারে, পাথরে নির্মিত তোর
 লৌহ-সংযোজিত দস্তদীপ্ত স্তম্ভযুক্ত সৌধের শিখর ।
 একটি হিক্কার মাত্র অভাব কেবল,
 হৃদয়-স্পন্দন তোর করে দিতে রোধ ।
 শ্রীকৃষ্ণ । (একান্তে প্রবেশ) অহো শুভ দরশন ;
 মহাকবি ঋষিবর ব্যাস !
 কাশ-কুসুমোত্তম কম-কেশরাশি
 স্তম্ভ অংসোপরে ;
 ঘোবন-বাঞ্ছিত প্রাচীন নয়নোজ্জল ;
 নহে লোল গণ্ডস্থল বরষ-পরশে ;
 দীর্ঘ আয়তন ছাদিত যতনে কোষের বসনে ;
 হস্তাধরে ঝরে প্রতিভার ভাতি ;

কটিবন্ধে মসীপাত্র লিপি-শর ছন্দ,
 সরস্বতী-সেবা প্রবন্ধ-প্রকাশে ।
 কবিতা—জ্যোতির ধনি ভারতের বাস-
 উদ্দেশে শ্রীপদে তব প্রণমে শ্রীবাস ।

বাস । (দর্পনাস্ত্রে) নমো শ্রীকৃষ্ণায়—

শ্রীকৃষ্ণ । তিষ্ঠ তিষ্ঠ দ্বৈপায়ন;
 কবির প্রণাম যাগ সর্বস্বন্দরের পায় ।
 কবি কবি—বিশ্বকবি-প্রতিভু ধরায় !
 অহো ! ভাবের আরাব-চিত্র অঙ্কিত অক্ষরে
 প্রকৃতির অলঙ্কৃত পটে ;
 ধ্বনিত বীণার রবে ভারতের কণ্ঠস্বর
 বান্ধীকি ও দ্বৈপায়ন মুখে ।
 বর্তমান এই আর্য্যাবর্ত বিবর্তনে,
 ভৌতিক উৎপাতে, বিপ্লবে বিবাদে,
 হবে পূর্ণ পরিবর্ত কালের প্রভাবে ।
 ভৌগোলিক দৃশ্যপটে ঘটিবে ঘূর্ণন বহু !
 ভাবার ভাষণে, রাজার আসনে,
 শাসনে, পোষণে, হবে নব নব অধিষ্ঠান ।
 কিন্তু মহাকবি !
 যথা রবি শশী সমভাবে হইবে উদয়,
 কবিত্ব-কিরণ-জ্যোতি তব প্রতিভার,
 নাহি যাবে অন্ত কভু ।
 আর্য্যের নিজস্ব শস্ত্র রবে চির অবস্থিত,
 অক্ষরে তোমার, সাক্ষ্য দিতে নিত্য নিত্য,
 নবীন নবীন চক্ষে ভারতের দৈবভাব,

পুণ্যকীর্তি ভারত-গৌরব ;

বীরত্ব মহত্ত্ব জ্ঞানসমৃদ্ধি বিজ্ঞাবত্তা.

বেদান্ত দর্শন । অমৃত সমান জ্ঞানে

শুনিবে তোমার গান যত পুণ্যবান ।

ব্যাস । নিশ্বাস আমার রোধ,

বন্দীবাস-বোধ ইষ্টকবেষ্টনী মাঝে;

তাই খুঁজে খুঁজে ---

কিঞ্চিৎ হরিংভূমি মাত্র পেয়েছি হেথায় ।

কত ইন্দ্রজাল দেখাইল কাল ভাবিতেছিলাম তাই ।

ভারত ! ভারত !

ব্যাসের সাধের এই মহান্ ভারত ।

ভাবি এই ভারতের ভাবী-ভবিতব্য ।

কিরূপে বর্ণিব কাব্যে বক্তের অক্ষরে !

শ্রীকৃষ্ণ । মসীতে প্রকাশে লিপি রূপসী-লাবণ্য ;

বরুসিক্ত মৃত্তিকায় বাড়ে দ্রাক্ষালতা ;

শান্তির শীতল কুঞ্জ অগ্নিকণাবর্ষী মরুঘূর্ণবাতে ।

ব্যাস । শান্তিপথপাশ্চ ভূমি, দূরদৃষ্টিধর

গ্রামকলেবর পুরুষ-উত্তম !

কি-উত্তম করিয়াছ কার্য্য,

যাদবে-পাগুবে বাধি বৈবাহিকমুদ্রে ।

শ্রীকৃষ্ণ । সুভদ্রা ভগিনী মম বড় আদরের,

ভাগ্যবতী—

ব্যাস । (ধ্রুং হাস্তে) পার্শ্বতী-সতিনী !

শ্রীকৃষ্ণ । প্রকৃতির ধারাবাহ উৎস এক আছে কিছু দূরে ;

চলিতে চলিতে,

আলাপের সাথে করি কবিত্বের চিত্র দরশন ।

(অন্তরালে অপসরণ)]

[দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি সহ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির । অনূতবচন কভু নাহি করে উচ্চারণ
রসনা আমার, জানো তুমি ভালমতে
ভাই দুর্যোধন । এই রাজস্বয়যজ্ঞে,
ভাগ্যবান-ভোগ্য উপহার, রাজক-অরণ্য-শোভা ;
উৎসবে কোতৃকে, নৃত্যগীতসঙ্গে নাট্যলীলারঙ্গে,
আনন্দ আমারে দেছে যতোধিক ;
ততোধিক আনন্দ আমার,
বন্দনীয় জ্যোতিতাত-নন্দনগণের সাথে
একত্রে ভোজনপাশ্রে করিয়া আহার ।
আলাপ আরাম রঙ্গদরশন একসঙ্গে,
শ্রবণ করায় পুনঃ,
সরল সে-বাল্যখেলা সুদূর অতীতে ।

দুর্যোধন । পিতার আদেশে আসি তব নিমন্ত্রণে ।

যুধিষ্ঠির । নিমন্ত্রণ ! কেবা কাহ্নে করে নিমন্ত্রণ ?
নিমন্ত্রণ-কর্তা তুমি ;
গৃহস্বামী ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি, হস্তিনায় যথা ।
জিজ্ঞাসিত যজ্ঞেত্বরে,
অষ্ট আসেন ব্যাসের সনে তোমাতে হেরিয়া ;
জিজ্ঞাস বাদবে কাহার এ রাজস্বয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভূয়সী প্রশংসা তব কৌরবরাজন,
জনমুখে হ'য়েছে রটনা ।

সুন্দর ভাণ্ডার হেন দেখে নাই কেহ ;

অদাক্ততা সাক্ষ্য দেয় রুচির দক্ষতা ।

হৃষ্যোদন । প্রাপ্য যদি কিছু থাকে সুমুখ আমার,

তোমাতে কেশব করি তাহা সমর্পণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । প্রেমের ভিত্তারী আমি, হস্তিনার স্বামী ;

যশোমান দান ল'য়ে করিবে কি ব্রজের রাপাল !

হৃষ্যোদন । (শ্লেষ-ভাষ্য)

রাখাল, পুতনাবধে, রক্তহৃদে ভাষায় মধুরা !

অকালে বাদল আনে গোকুল ব্যাকুল করি ;

আরো কত চতুরালী

শিখায়েছে চতুরা গোপের বাল্য ।

শকুনি । হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

সুভদ্রা ভগিনী তব এবে কোরবের বধ ;

মধুব সম্বন্ধ বোধে ব্যঙ্গ করে হৃষ্যোদন,

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

শ্রীকৃষ্ণ । অতুল শিষ্টতা মাতুল তোমার ।

সুমন্ত্রণা দিও ধর্ম্মরাজে,

ক্রিয়াতে ক্রটির কিছু দেখিলে লক্ষণ ।

শকুনি । ক্রটি ? অবাক ! অবাক ! শকুনি অবাক !

গান্ধারে কি হস্তিনায় ,

হেন সুখের অস্বস্তি-ভোগ করিনি কোথাও !

শ্রীকৃষ্ণ । মহাবীৰ অঙ্গপতি,

সবে পুলকিত অতি তব সমাগমে ।

যুধিষ্ঠির । যশোজ্যোতিঃ ধীর বিক্ষিপ্ত ভারতে ;

পথের পথিকে ধীর দান করে গান ;

সম্মানে আরতি তাঁর করি সভাসনে,
 সন্তোষে হ'য়েছি ধন্য ;
 মান্নবোধে আমোদিত শ্রাতাগণ ;
 সন্তোষে জননী কুন্তী শাস্তি শাস্তি ব'লে
 কর্ণে ক'রেছেন আশীর্বাদ ।

কর্ণ । রাজরাণী মহাদেবী মাতার চরণে
 করি সহস্র প্রণাম । আশ্রম্য কার্যেয় শক্তি
 বাক্ত করে এই নগর-নির্মাণ ।

[ছর্যোধন । হস্তিনার জনসংখ্যা-হ্রাস নাহি বুঝা যায়,
 নবীন নগরী, তবু পূর্ণ প্রজাবাসে ।
 হর্ম্য সোধ কুটুম কুটীর বীথি বর্ষা ;
 পণ্যপূর্ণ বিপণির শ্রেণী, হট্ট পাঠাগার,
 আরাম সরসী কূপ, গোচর চত্বর,
 অতিথি-আশ্রম, সুন্দর মন্দির-রাজি
 যেন রাতারাতি সাজায়েছে কেহ যাহুমন্ত্র বলে ;
 পূর্বে অপূর্ব-কীর্তি প্রশস্ত প্রাসাদ ।]

যুধিষ্ঠির । সুন্দরী-প্রসূতা শিশু রূপসীকুমারী,
 হস্তিনামাতার পুত্রী এই ইন্দ্রপ্রস্থ ।
 হস্তিনা-স্থাপত্যে বিস্তৃত আর্ঘ্যের হস্তে প্রত্যেক প্রস্তর ,
 খোদিত ভাস্কর কার্যে আর্ঘ্যের গৌরব,
 পুষ্ট দেহ তুষ্ট দৃষ্টি নরনারী-প্রতিমায় ।
 [খচিত গজের দন্তে, চন্দনের দ্বার বাতায়ন,
 নয়নে দেখায়ে দেয় ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি ।
 কেশরী কুরঙ্গ দ্বীপী, নিজ নিজ চর্ম দেছে
 হর্ম্য-শোভা বর্জনের তরে ।

সুরঙ্গ বিহঙ্গপুচ্ছ বিচিত্র বরণ ;
 চামরীচামরচয় নিদাঘ-তারণ,
 ললিত লম্বন তুল্য প্রাচীরে দোহুল্য ।
 মৃত্যুহীন প্রাচ্য-ইতিবৃত্ত, অক্ষয় অক্ষরে,
 অঙ্কিত ভিত্তির গাত্রে, বিজিত জাতির দত্ত
 অসিপত্রে, পাবাণ-পরশু শাণে,
 চীনজ অয়স ভল্লৈ, মল্লভূমিজাত দারুণ গদায় ।
 সিদ্ধজ শঙ্খক শঙ্খ প্রবালে প্রকাশে
 বাণিজ্য-বিস্তার হস্তরসাগরে ।
 বঙ্গের অঙ্গনা-শিল্প অঙ্গুলী-কোশলে
 কড়িতে জড়িত ঝাঁপি, নানারূপে অন্ত শোভাধার
 নয়ন-দর্পণে ধরে আর্ধ্যনারী
 কারুকাৰ্য্যে সহজ ঐশ্বর্য্য । ।

শ্রীকৃষ্ণ । পৌরুষের পরমায়ু আসিছে ফুরায়ে ;
 লালসা কলার বেশে হাসে খল-খল ।
 অদূবে উদিছে কলি বিলাস-বাহনে ।
 [শক্তিশারা ক্রমে ব্যক্তি শরীরের শৌৰ্য্যে ;
 খর্ব্বকায়্য গর্বে না দেখাবে আর,
 ভীম ভুজধ্বজ, সুবিশাল বক্ষুস্তল,
 মোহ-নিন্দি দৃঢ়সন্ধি চরণ যুগল,
 ব্রজনে যোজন পথ দণ্ডেকে সক্ষম ।
 কুশ শরীরের লজ্জা আবরণ করিতে সজ্জায় ;
 স্বদেশী সস্তার জঙ্ঘর অস্থর,
 একে একে হ'বে পরিত্যজ্য ;]
 আলস্ত কল্পিবে দাস্তে বরণীয় ভাষ্য ;

অনার্য্য-সাহায্য ক্রমে হবে লোকপূজা ।

এই রাজসূয়বজ্রস্থলে,

দৃশ্যশোভা ছলে জলে দানব-গৌরব ।

কৌরব-আশ্রয়ে ‘ময়’ লভিয়া জীবন,

বিচিত্র ভবন এই করিল নির্মাণ,

দম্ভজ-কল্পনাজাত শিল্পের কোশলে ।

[কান্ত শান্তির নগর ; স্ফটিক-ঝমক চমকে নয়ন .

রচিত মন্মারে বিপিনের বিভা ;

চারদারু কারুর আধার মাত্র ।]

নহে ক্ষত্রিয়প্রাসাদ দড় দুর্গপুর ।

শকুনি । না, না ।

যোদ্ধা-চক্ষে আঁম করেছি বিশেষ লক্ষ্য,

অমরা-আলেখ্য এই প্রোজ্জ্বল প্রাসাদ,

যক্ষপুর-দর্পচূর রতনকেতনচয়,

সমর-সন্ধান-দক্ষ স্থপতির দেয় পরিচয় ।

কোমল রোমজ সাজে যথা ভীম মহাশয়,

প্রফুল্ল প্রচ্ছদে তথা এই বীরাশ্রম ;

দ্রুম হয় অবল বলিয়া দানবী-কোশলে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ঈন্দ্রজাল—ঈন্দ্রজাল—

রাজসূয়-বজ্র-যোগ্য উৎসবভবন ।

[হস্তিনা-আদর্শে গড়া দ্বারকা দেউল

নির্দেশে আমার । কৌরবের বাস্তু হস্তিনায় ;

ইন্দ্রপ্রস্থ তন্ত্রার আবাস,

ইন্দ্রিয়ের আরাম-মন্দির ।]

শকুনি । (আহুগত) বটে ! বটে !

হে কৃষ্ণ তোমারে চিনেছি আমি,

আর যত থাকুক ছুটিমি ।

তীম । হুর্ভেদ্য দেউলে আছে কিবা প্রয়োজন ;
অর্গল-আবদ্ধ পুরে রবে না পাণ্ডব,
বৈরী-মুণ্ডপাত অকস্মাৎ আবশ্যক হ'লে ।

[ছিল দিন পৃথিবীতে সুপ্রাচীন যুগে,

স্ববাটে বিরাটপ্রাপ্ত মানবমানস ;

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল স্বাকার ।

ভৃগু কোটা স্বাক্ষাবার হয়নি গঠিত ;

কঠোর কুঠার করে রক্ষিত প্রত্যেক নবে

নিজ নিজ কুটীবের দ্বার ।

রাজসিংহাসন, শাস্ত্রের সৃজন,

শাস্ত্রের মর্যাদা যবে করেনি ভরণ ।

বিধি-বাধা বস্ত্রের বন্ধ বন্দী প্রায়,

সে-বীরসমাজ চলিত না সংহিতা-শাসনে ।

বারিবারে নিন্দা অত্যাচার, হাতে-ভল্ল বীরমল্ল

গৌরব অর্জন তরে প্রদেশে প্রদেশে কবিত ভ্রমণ ।]

ভ্রম বিধাতার ভীমের সৃজন,

এই শয়ন ভোজন ব্যজনের দিনে ।

[অর্জুন । তুমি-আমি দেব, বর্ষের যুগের সেই
গরবেব শিক্ষা দৈববশে করিয়াছি লাভ ।

জন্ম বনভূমে, বালাথেলা—

পশুরে অশুরে করি অরণ্যে তাড়না ;

শিখরে শিখরে লক্ষ পর্বতপ্রদেশে ;

গগন-পরশি ভরু আরোহণ কৌতুক রহস্ত্রে ।

দ্বাদশ বরষে আমি দেখেছি তোমায়,
পাড়িতে পাহাড়, উপাড়িতে ক্রমদল ।

যুধিষ্ঠির । সত্য সত্য ;

প্রস্তর-আস্তরে ছায় করিয়া শয়ন,
স্বাস্থ্যের আবাস হয়ে গেছে অস্তিপেশী সবাকার ;
নঃক্লা ঋটিকায় উপাসে না বাসি ভয় অভ্যাসের বশে ।]

শকুনি । হইল স্মরণ ;

দুর্যোধন, প্রতিনিমন্ত্রণ নিবেদন
শ্রেষ্টঃ তব রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
যেই ব্রহ্মহস্ত করিয়া বিস্তার,
সাদরে সোদরসহ উজ্জ্বলপ্রসূ
তোমাতে গ্রহণ করেছেন ধর্মরাজ,
সেই মত যজ্ঞশেষে যাজ্ঞসেনী সনে
পাণ্ডব-গমনে কেন না হস্তিনা ভুক্তিবে সৌভাগ্য ?

দুর্যোধন । অবশ্য অবশ্য ;

রাজ্যে প্রত্যাবর্তে কর্তব্য আমার ।

যুধিষ্ঠির । না করিলে প্রণিপাত শ্রেষ্ঠ গুরু জ্যেষ্ঠতাত পদে,

যজ্ঞসিদ্ধি না হবে আমার ।

ভীম । মন্ত্রণা শব্দের সনে বিবাদ আমার ;

মন্ত্রণার গন্ধ ঘেন বহে নিমন্ত্রণ ।

শকুনি । বিষম এ-শ্রম-অবসানে বিরামের প্রয়োজন

রুকোনার ; পূর্বপুরুষের প্রাচীন আবাসে

নিশ্বাস ফেলিবে দুইদিন,

কৌতুকে বা রহস্তে আলস্তে ।

ভীম ।

আলস্ত—আলস্ত !

আলস্ত্র কুপোষ্য সম দেহ-গৃহকার্যো ।

ক্লাস্তিবোধ ব্যাধিসম গণে ভীম ।

শ্রীকৃষ্ণ । বিদ্রোহীদেহের দান্ত্র আলস্ত্র-আশ্রয় ;
বিশ্রাম তা নয় । ক্রমাগত একরূপ শ্রমে,
মনে আনে অবসাদ ; তাই বিশ্রামের নামে,
অঙ্গ ভিন্নরঙ্গে হয় সচঞ্চল ।

দন্দ-যুদ্ধ হ'তে স্বপ্ন নয় শ্রম কিম্বা শঙ্কা,

মৃগয়ায় শার্দূলশিকারে ।]

শান্তিতে-ও আছে বহু উত্তমের কাজ,

জানতো মধ্যম ।

ভীম । “উত্তম-মধ্যম” ভিন্ন

সামান্য উত্তম শেখে নাই ভীম ।

দহিয়া খাণ্ডববন রাখেনি অর্জুন,

পৃষ্ঠে দিতে মৃষ্ট্যাঘাত,

একটা গুণ্ডার দস্তী বরা বা শার্দূল ।

শ্রীকৃষ্ণ । আর্য্য ভীমে কার্য্য আমি দিব আপাততঃ,

ল'য়ে যেতে এই অভ্যাগত জনে আপন ভবনমাঝে ।

বৃথিষ্ঠির । এস ভাই ছুঁয়োঁধন ।

[সকলে নিষ্কান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সম্রাজী বাজসেনীর কক্ষ]

কৃষ্ণার গীত

জটায় গোপনে ফেপা লুকায়েছ কারে ।

ভুলিলে কি ভোলা গিরিবালা একাকী আগারে ॥

যার তরে কোরে কামেরে শাসন,

গৃহী হ'লে হর ত্যজি যোগাসন,

পাষাণী বলিয়া ঈশান কি পাসরিলে তারে ॥

দেখায়ে বুঝি বা তরল তরঙ্গ,

ভুজঙ্গ-ভূষণে মোহিল অনঙ্গ,

তাই আজিগো গঙ্গা-ছটা-ঘটা জটাভারে,

ভাল ভাল ভালবাসা মেশা ভাল হাড়-হারে ॥

[মিত্রার প্রবেশ]

মিত্রা । মহাদেবী ! অভিবাদন করি ।

কৃষ্ণা । কিছু বলবে ?

মিত্রা । একটা সংবাদ দেব কি ?

কৃষ্ণা । ইতস্ততঃ করছ কেন ?

মিত্রা । অপরাধ ক্ষমা করবেন, সংবাদটা কিন্তু তত—

কৃষ্ণা । সংবাদ আনাই তোমার ভার, ‘কিন্তু-পরন্তু’ বলা ত’ তোমার কাজ নয় ।

মিত্রা । অস্থায় করেছি, ক্ষমা করুন ।

কৃষ্ণা । কি বলবার আছে ?

মিত্রা । সুভদ্রাদেবী ইঙ্গপ্রস্থে শুভাগমন করেছেন ।

কৃষ্ণা । এইবার বেশ বলেছ, শুভাগমন করেছেন । তুমি এস, ভবিষ্যতে যখন সংবাদ আনবে তা’র উপর নিজ মতামত প্রকাশ করোনা ।

মিত্রা । যে আজ্ঞে ।

[প্রস্থানোচ্ছতা]

কৃষ্ণা । শোন মিহা, ইনি কৃষ্ণের ভগিনী না ? কি নাম বল্লে—সুভদ্রা !

মিত্রা । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

কৃষ্ণা । খুব রূপবতী ?

মিত্রা । আজ্ঞে, আমি—আমি—

কৃষ্ণা । তুমি রূপবতী তা' আমি জানি । আমি নূতন রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করছি ।

মিত্রা । (সলজ্জে) আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে—আপনার মত সুন্দরী—

কৃষ্ণা । জগতে আর নেই ; দর্পণ সাক্ষী ।

মিত্রা । না আমরা সাক্ষী, সবাই সাক্ষী । রাজহুয়সভায় পৃথিবী এর সাক্ষ্য দিয়ে গেছে । ঘৃষ্টতা কোরে অপরাধী হয়ে থাকি শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি ।

কৃষ্ণা । অপরাধীকে শাস্তি না দিলে মহারাণীর মৰ্যাদা হানি হয় ;
আয় এদিকে কাছে আয়—

(সম্মিত মুখে মিত্রার কৃষ্ণার নিকটে গমন কৃষ্ণার কর্তৃত্বের উন্মো-
চন ও তাহা দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে)

এক—দুই—তিন—চার,—আর আমার সুন্দরী বলবি ?

মিত্রা । তা বলবো, সত্য কথা বলবো, যতদিন বাঁচব ।

কৃষ্ণা । এঃ, মারে-ও শোধরাগিনি ; তবে গলায় শিকলি করে পর ;
যতদিন না অনুমতি পাবি খুলবি-নি । এস ; হ্যাঁ শোন, সতর্ক
করে দিও যেন বাদবেরা পাণ্ডবের গৃহস্থধর্মের নিন্দা না করতে
পারে ।

[মিত্রার প্রস্থান]

কৃষ্ণা । নারী—নারী—নারী !

সরে যাও নারী, রাণীর হৃদয় হ'তে ।

মহারাণী-মান, প্রেম-অভিমান,

একসঙ্গে নাহি পায় স্থান রমণী-অস্তরে ।

ভালবাসা চায় আত্মবিসর্জন প্রণয়ীর তরে ।

সিংহাসনে প্রয়োজন আত্মবিসর্জন

সাম্রাজ্যের হিতের কারণ ।

এ-দূরের সম্ভাষণ একত্রে না হয় কভু ।

কর্তব্যের বশে রাজত্ব চালিত ;

হিতাহিত নাহি জানে ভালবাসা ।

ভালবাসা ! ভালবাসা

মাথান মায়ের কোলে, বাবার আদরে ;

পুকান খেলার বাণী ভাই-বোনে কাণাকাণি,

শৈশবের ভালবাসা গোপনে প্রকাশ ।

অলক্ষ্যেতে ভালবাসা শিক্ষার শাসনে বসে ।

বোবনের আগমন, ত্যাগ তুষা জাগরণ,

উন্নত অন্তর-আত্মা

“আমি” দিতে বিসর্জন পরের কারণ ।

না না না ! কেন এ-ভাবনা আবার ?

আমি মহাদেবী, পঞ্চপতি-সেবী,

কুরুকুল করিবারে ক্ষয় উদয় ধরায়,

ঋপদ-দুহিতা রূপে ।

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন । এতদিন পর, ক্ষণ পেয়ে অবসর,

বিশ্রান্ত-সম্ভাষে দেবী—

কৃষ্ণা । ইন্দ্রপ্রস্থে “মহাদেবী” উপাধি আমার ।

অর্জুন । যজ্ঞশ্রমে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের ভার

কেশবের সনে—

কৃষ্ণা । ভদ্রা-আলাপনে !

অৰ্জুন । দৃষ্টিতে তুষার বর্ষে,

স্পন্দহীন হৃদি ভেদি ছুরিকায় !

কৃষ্ণ । দ্বারকায় ফোটে শতদল, হৃদয় জুড়ায় যা'তে ।

অৰ্জুন । করুণা-ভিখারী কিসে পরিত্যজ্য আজি,
ভুজাশ্রয় হ'তে ?

কৃষ্ণ । প্রিয়তমা ভার্য্যা কাছে-কাছে ধাব পরিচর্যা-তরে ;—

কার্য্য মম আছে গৃহান্তরে ।

[গমনোচ্ছতা]

[সাগ্রহে পথরোধান্তর]

অৰ্জুন । তুমি মহাদেবী—রাজরাজ্যেশ্বরী !

শাসন-আসনে সম অধিকার ধর্ম্মরাজ সনে ;

দীন প্রজা আমি দৌহাকার ।

রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, মহাযজ্ঞে

রাজনবর্গের সেবাকার্য্যে ছিন্ন নিয়োজিত,

চিন্তে নিত্য করিয়া প্রতিষ্ঠা,

এচিওহারিণী এক রমণী-মুরতি ।

[নতজাহ্নু] অৰ্জুন-বিজয়ী মম মনোবনা,

সেই নারীকুলোত্তমা-পায়,

দণ্ডের আদেশ মাগে অভাগা ফাল্গুনী ।

আজ্ঞা কর রাজ্ঞী পুনঃ যাই বনবাসে ;

যদি প্রাণনাশে হয় পরিতোষ,

যার প্রাণ সেই লবে, দাসের কি দায় তায় ।

রাজ্ঞীর দণ্ডাজ্ঞা পারি সহজে সহিতে ;

প্রেমের অবজ্ঞা কিংবা যণার আশ্রাণ

প্রেমসী-নিঃস্বাসে, স্বাসরোধ করে মোর !

কৃষ্ণ । আগ্রহের ভূজপাশ গলায় লীলায় পরে
যেই দ্বারকার, শোভা নাচি পায় তার,
হ'য়ে নতজানু চাপাঠিতে অকল্যাণ
ভিত্তিখরিণী শিরে । ওঠ সুভদ্রারঞ্জন—

অর্জুন । (উঠিয়া) আবার আবার তুমি কর তিরস্কার,
কাদদিনী সম ওঠ গজিয়া আবার !
উন্মত্ত এ-চিন্তে যদি থাকে মলিনতা,
পরিত্রুত হয়ে যাক গজনা-মার্জনে ।
কেশব আদেশে আমি স্বসারে সপার—

কৃষ্ণ । সথা ! সথা !
আমারে-ও সখি তিনি বলেন কৃপায় ।
কি অভিবাদন সে-বংশীবাদন-চরণে জানাব আমি,
স্বামী-সেবা-ব্রত-ঘরে,
সুধাংশু-আননী-অংশী প্রদান কাবণ ;
অজ্ঞ নারী আমি,
নাহি জানি কি ভাবে প্রকাশি রুতজ্ঞতা,
সতিনী-দাতার পায় ।

অর্জুন । সতিনী ! সতিনী-বা কে ! কাহার সতিনী !
বিশ্বের অপূর্ব সৃষ্টি এক নারীমুত্তি,
ঈশ্বর-নিঃখসে তা'তে সঞ্চারিত প্রান ;
হয় নাই কোন যুগে, নাহি হবে কোন যুগ-যুগান্তরে,
ভুলোকে ছালোকে স্বতন্ত্র সৃজিত যার দ্বিতীয়া প্রতিমা ;
তাহার সতিনী কেবা !
সৌন্দর্যের জ্যোতিঃ যার মহিমা উজ্জলি,
রাজস্বয়-যজ্ঞস্থলে ভারতের রাজরাজেশ্বরীরূপে,

পৃথিবীর ভূপে করায়েছে নতশির ;

সেই চিরারাম্য অৰ্জুনের,—

কহ আছে কেবা হেন ভাগ্যবতী

সতিনীর যোগ্যা তার !

কৃষ্ণ । ভূজ-মুক্ত শক্তি বুঝি উক্তিভে প্রকাশ আজি ;

সরস্বতী নৃত্য করে দেখি রসনায় ।

অৰ্জুন । শুধাও হৃদয়ে তব সুধার আকর,
অন্তরে উলঙ্গ সত্য দেখে কিনা মোর ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশে গিয়েছিহু স্বয়ম্বরে ;

করি লক্ষ্যভেদ, লক্ষ্মীরে লভিহু ভিক্ষা কৃষ্ণের কৃপায় ।

সেইদিন ; মাত্র একদিন ; ভেবেছিহু মনে,

তম্বী শ্যামা শিখরীদশনা পকবিধাধরোষ্ঠী কৃষ্ণ

অধিষ্ঠা ধরায়,

মিটাইতে অৰ্জুনের জীবনের তৃষা ।

কৃষ্ণ । (বিহ্বলা) একদিন ! মাত্র একদিন !

অৰ্জুন । একদিন ;—অষ্ট প্রহরের তরে

ভুলেছিহু জননীর কষ্ট,

জ্যোত্বায় অদৃষ্টে নষ্টগ্রহের সঞ্চার ।

ভুলেছিহু পিতৃরাজ্য, জন্মভূমি,

জাতিকুল, ক্ষত্রিয় কর্তব্য ।

ভার্গবকুলালগৃহ ভেবেছিহু হার কৈলাসআলয় !

অঙ্গপূর্ণি দ্বারে আপনারে ভিখারী ভাবিয়া,

তুচ্ছজ্ঞান করেছিহু ইন্দ্রের আসন !

কৃষ্ণ । হায় হেই—সেই কুলাগ-কুটীর !

স্থানভ্রষ্টা নারী—না-দুহিতা না-বনিতা,

দত্তা মাত্র উদ্ভট উপাধি।

বিনা পূর্ব পরিচয়, কি নবীন স্মৃথোদয়,

মলয় নিশ্বাস যেন পউষের শীতে,

নিমেঘে পরশি অঙ্গ হিমেতে মিশায়।

অৰ্জুন। ক্ষম অপরাধ ক্ষম অপরাধ ;

ব্যথা যদি দিয়ে থাকি কমলিনী-দলে,

এ-কর্কশ করে।

কৃষ্ণ। ক্ষমিব তোমায় ! অক্ষমা যে নারী

রমিতে স্বামীরে যোগ্যউপহারে।

ভুলেছি কিশোর স্বপ্ন ; “আমির” আরাধ্য স্বামী,

প্রেমের কল্পনা, মুছে গেছে মন হতে।

কিন্তু ভুলি নাই, ভাই নামে দানিতে দেবত্ব,

লক্ষণে জিনিয়া জন্মেছে তৃতীয় পার্থ

পুনঃ এ-ভারতে।

ভুলি নাই আত্ম-বিসর্জন, দাসীরে করিতে বাণী।

অৰ্জুন। ইয়া রাণী ;

পানির পরশে যার, প্রাসাদ খুলিল দ্বার,

পথচরে বসাইতে ভারতের একছত্র-ছায়াতে।

উদ্বেগ-বিহীন, নিদ্রিত-উদ্যম ছিল পাণ্ডবের মন।

শক্তি-আগমনে মুক্ত তার আশার উচ্ছ্বাস,

কর্মের প্রয়াসে নব জাগরণ।

পুরুষের শক্তি রহে বিক্ষিপিত তার

সর্ব অবয়বে ; রসনার রবে

অর্ধক্ষয় করে তা'র কত শত জন।

কিন্তু চল্লমুখী !

তোমাদের শক্তিসমুচ্চয় কেন্দ্রীভূত হয়
 এক মাত্র প্রেমসাধার প্রাণে,
 কটাক্ষ-গবাক্ষ হতে দীপ্তি তার,
 কভু সিক্ত করে তরুণ জীবনে অরুণ আভার
 কভু বা মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-তেজে করে শক্তির সঞ্চার ।
 পুরুষ পদাতি মাত্র সংসারসময়ে,
 দুর্গ তার নারীপ্রাণ, অস্ত্রের আগার,
 হৃৎ-দূরকারী আশ্রয়ের স্থল ;
 দুর্গা নামে খ্যাতা তাই জগতের মাতা অভয়া আপনি ।

কৃষ্ণা । কার অনাদর ভয়ে নাথ,
 করদিন রেখেছ গোপনে তবে ভদ্রা—কুলবধু ?

অর্জুন । কেশব উৎসবকালে, যাদব-শিবিরে
 দেবীরে দেছেন স্থান ।
 আছিল বাসনা মনে,
 সঙ্গে আনি তব কবে করিবেন ভগ্নী সমর্পণ ।

(গোয়ালিনী-বেশিনী স্নতদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । দেখ দেখি সখি,
 হবে কি দ্বারকাবাসিনী এ যাদব-বালিকা
 মনোরম সেবিকা তোমার ?

কৃষ্ণা । বাঃ বাঃ বাঃ !
 দ্বারকাবাসিনী কোথা ?

এ-যে ব্রজবালা-বেশে আসে কোন্ যশোদা-দুগ্ধালী ।
 ধূসর-বসনে শশী মেঘের আড়ালে,
 জড়ান কমল-কলি শৈবালের দলে,

কত মনোরম, জানে বুঝি তব প্রিয়তম ;
তাই গোয়ালিনী-সাজে রাজার কুমারী আজ
নব-বধূরূপে প্রবেশে পতির ঘরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যভামা-অনুরোধে, অনেক প্রবোধে আমি
করেছি সন্মত সখারে আমার,
তব স্নেহাপ্রিতা ক’রে দিতে শুভলগ্নে
আদরিণী এই ভগিনী আমার ।

কৃষ্ণ । সচেষ্ট সতত কৃষ্ণ তোমাকে করিতে তুষ্ট কৃষ্ণা যশস্বিনী ।
যশস্বিনী ! যশস্বিনী আপনারে ভাবিবে আপ্রিতা,
সহান্তে কেশব সদা সখী ব’লে করিলে সম্ভাব ।
গোকুল আকুল আজো বিরহে যাহার,
পাণ্ডবের শুভাদৃষ্টরূপে,
সেই কৃষ্ণ এবে দারকার পতি ।

সতি ! আদরে সোদরা কভু লই নাই কোলে ;
‘দিদি’ ব’লে হুস্তায়িণী ডাকিবে আমার ?

ভদ্রা । শুনেছি সোদর-মুখে,
সখা তিনি তব মহাদেবী—

কৃষ্ণ । (বাজাভিমান) দেবি ! প্রতিনবকার মন ককন গ্রহণ ।

ভদ্রা । না না রাণী, ভগিনীয়ে কর কক্ষা ;
মহিমার সম্মুখে তোমার
সলজ্জ সত্তর এ ক্ষুদ্র হৃদয় মন ।

কৃষ্ণ । সলজ্জ সত্তর !
সারথি পার্থের রথে যেই ভাগ্য—
যাদব-সমনে, কহ নরোত্তম,

আশ্চর্য্য কি নয় সভয়া সে হয়,

বিশেষতঃ—

শ্রীকৃষ্ণ । অভয়-দায়িনী করুণ-নয়নী
পাণ্ডব-ঘরণী পাশে ।

কৃষ্ণ । (ভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া)
তবে বন্ধ না করিলে পাশে,
হৃদি-বাসে হবে না বন্দিনী
অনিন্দ্য-সুন্দরী এই বহিনী আমার ।

(গীত)

ভদ্রা । আজি যাদব-নন্দিনী হঠল বন্দিনী,
পাণ্ডব-ঘরণী হৃদি-কারাগারে ।
অট আদব-কাকলী ফুলের শিকলে
বাঁধিয়া বাঁধিল তারে ॥
বহিনী বলিয়ে করিলে ভাষণ,
পদ-শতদলে দিও গো আসন,
করিও পালন, সচিব শাসন,
'শুধু ভেব সহোদরা, ভেব সহোদরা, নহ মহদারা :
পাণ্ডব-ভবনে মিলে ছুট বোনে বহা'ব সুধার ধারা ॥

শ্রীকৃষ্ণ । কি শিষ্ট ! কি মিষ্ট !

কৃষ্ণ । বহিনী যাদবী, নহে মাধবীর কুঞ্জ,
রঞ্জিত রাজ্যাসন লো, যাহে প্রেম-সুধাধার
বহে অনিবার । ঘেবি চারিধার,
অরি হুনিবার, ধরি খাঁড়া ধরধার,
রাখে সতত সতর্ক, শয়নের কক্ষে
মহিষী-মণ্ডলে । আধগুল-কোলে শচী
জাগ্রত যামিনী যাপে অম্বর-উৎপাতে ।

সুভদ্রা । ভুলিনি ভুলিনি দিদি,
 হরণে হয়েছে মম বিবাহ-বরণ ।
 হইনি শিকল স্বামীর চরণে,
 লজ্জাবস্ত্র আবরণে, সেই দিন রণস্থলে,
 যাদবে প্রবোধ যবে দেন লক্ষ্যভেদী বীর ।
 হ'লে পুনঃ প্রয়োজন :—

(গীত)

আমি দ্বারকা-দুহিতা

কতু নহি ভীতা সমরে ।

পতি-রথী সাথে সতত সারধি

সতী কশা-করে ॥

যদি বাধে রণ, হ'লে প্রয়োজন,

তব চরণের ধূলি,

(এই) শিরে দিদি তুলি,

আমি নারী—নারী, পারি দাঁড়াইতে

পতি-পাশে অসি ধ'রে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর উপকণ্ঠস্থ পথে নিজ নিজ বাসে প্রত্যাগমনশীল উৎসব-
 দর্শন-সমাগত জনতার মধ্যে কতিপয় গ্রাম্য স্ত্রীলোক ।

বসন্তী । বোলিন, হাম বোলিন, সমঝলি মথরাকা মহতারী, হাম্ বোলিন্
 না যাব । ফিন্ শুধিয়া আহিরিন্ কহলস্, বসন্তী তু না যাইলা

তো বড়ী বাৎ বনী ; পাণ্ডারাক্ষী মহতীরী তুহার আপনা ভোজী
ভৈল—

রজন্তী । ভাল বসন্তী, কানছায়া বাপ তো পথরকা কাম করিলা, অউর
পাণ্ডারালোগ তো রাজা বাটন ; তো খুস্তিয়া ভোজি কৈসে
ভৈলন ?

বসন্তী । আরে রজন্তী, তু তো দাসকা বিটীয়া, অরিয়াকে ঘরকা চালচলন
তু কি জানিলা ?

রজন্তী । চূপ মার যা বসন্তী—দাস, অদেব উ সব পুরাণা বাত সব ছোড়
দে ; অব তুভি অরিয়া—হাম্ভি অরিয়া ।

বসন্তী । আরে অরিয়া তো মান লৈলী ; পানিভি চলত বাটল,—বগর
সাদী বিহাকা চলন—

রজন্তী । উ সাদীকা বাত মত কহিলা ; হমার ঘরকা বিটীয়া স্নেচ্ছ কা ঘর
কভি না বিহাওল, অউর তুহার ভি সাদী তো কুন্ পাণ্ডারাক্ষী
ঘরমে না ভৈল—তো খুস্তিয়া তুহার আপনা ভোজী কৈসে লাগিলা !

শুখিয়া । রজন্তী, তুহার মরদ ত নাউ বাটন ; বড়া বড়া অরিয়াকা ঘরমে
কাম করত হৈ, ই সব অরিয়াকা চালচলন তুঝে কুছ না গুনৈলন ।
গুন, হাম্ বাতাই । ছোট পাণ্ডারাক্ষী মামা শলিয়াকা মহতীরী
যব সরোসতী তীরথ করে গৈলন, তব বসন্তী কা পরদাদীকি ঘর
মট্টাঘোঁরায়ে তিন রাত ঠহরলন ; তো গাঁউ কি চলনমে ভোজী
ভৈলন, ই ন সমঝলি ?

রজন্তী । আরে যাবে দে বহিনী,—ভোজী ভৈলন, কি ননদী লগলন—
বগর খিলৈলন, পিনৈলন খুব ; সিধাতী খুব বাটলন । বো
যো নেউতা রাখিলা, ভেদ বিচার কুছ না রাখলন । কা পলাশী
হাম্ সচ কহিলা না ? - আরে তু যো বড়া চূপ-চাপ বাটন ?

বসন্তী । আরে পলাশী কা চিত গাঁও পর চল গৈলন ; দেখ, দেখ, বহিনীয়া,
পলাশী কি দিষ্টি উদাস—

পলাশী । তুহার মচ—না বহিনী, গাঁও তো কল্‌ তুপহর তক পহ্‌চব—উ
বাত হাম্‌ না শোচিলা । দেখ বহিনী, কল্‌ ভর ইহাঁ কৈশা
জমজমাওট বহল, কেতনা ডেবা, কেতনা রাজা, খাতী, ঘোড়া,
সওয়ার, গানা বাজানা,—অউর আজ দেখ সব উদাস মারত
হৈ—

রজন্তী । মচ বসন্তী, পলাশী ঠিক কহলস ; জিউ আব তিল ভর ইহাঁ না
টিকি—

শুধিয়া । হাঁ বহিন্—স্বরঘনারায়ণ ভি শির পব আ গৈলন—চল বহিন্
চল—

(সকলের গীত)

স্বরঘনারায়ণ—নমো স্বরঘনারায়ণ ।

নীরজ-বন্ধো করুণা-সিন্ধো বন্দ্যো মুখ মন ॥

তুঁহি জ্যোতিজাল, তুঁহি জগপাল,

কিংকরবরণ তুঁহি অংশাল ;

তুঁহি কাল আকাল বারণ, তুঁহি পঙ্ক অয়ন ॥

তুঁহি আদি তুঁহি অন্ত, তুঁহি পহাঁপহ,

তুঁহি পূজ্ঞে কাঙাল, তুঁহি পূজ্ঞে ভাগবন্ত,

জানতহি স্বরঘ, মানতহি স্বরঘ, ভজতহি হো স্বরঘ নারায়ণ,

নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ—স্বরঘ নারায়ণ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য
ইজুপ্রাঙ্গ—সুভদ্রার কক্ষ ।

ভদ্রা ।

অবসান বহা-সমারোহ ; বজ্র-শেষে,
আপন আপন দেশে চ'লে গেছে
রাজেন্দ্র-সমাজ ; রাজপথ জনতা-বিহীন ।
ধু ধু ধু করিছে প্রাস্তর, পটাবাসে
ভূবার মন্দির-শ্রেণী হুশোভিত ছিল বাহা
করদিন আগে । হু হু হু করে প্রাণ,
শূন্যতা ছেয়েছে যেন প্রাসাদ-জীবন ।

(গীত)

নিশির হাসি বাসি হলো, ফুরালো ললিত গান ।

নীরব উৎসব-রব, প্রমোদের অবসান ॥

মলিন মলিন যেন, রশ্মির কিরণমালা,

কুমুম-সুধমা রসে ছায়ার তামস ঢালা,

বাতাসে বিষাদ স্বাস র'হে র'হে বহমান,

ধু ধু ধু হেরি ধরা, হু হু করে প্রাণ ॥

কৃষ্ণা । (প্রবেশানন্তর) কণিকের পর্ক এউ গর্জের জীবন ।

বৃক্ষতলে আরোজন বন-ভোজনের ;

কোলাহল, হাসি খলখল,

বিরক্তি আভাস তিলেক ঝুটিতে ;

কাড়াকাড়ি হাঁড়ি-বেড়ি নিয়ে,

জড়াজড়ি প্রেমের আবেশে,

ছাড়াছাড়ি বিরাগে বিচ্ছেদে ।

ভাবে পাশ নরনারী,
 অমল্য অস্তিত্ব যেন ববে এই তট-জটলায় ।
 অশরাধী আমি দিদি, বিবাদ-বাতাস তুলে,
 ছি ছি কেন উদাস করিহু তব সহজ-সন্তপ্ত-হৃদি ।
 ভাবি তাই তুমি ভাই, কখন কেমন থাকে
 বুঝিতে না পারি । একাধার, এক মন,
 ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর তায়,
 আখিন আকাশ-ক্ষেত্রে বর্ণ-চিত্র যথা ।
 যে দেখেছে মহিমা, গরিমা, নীপ্তি,
 তেজের উজ্জ্বল্য ভারত-মহিবী-মুখে
 রাজস্ব-সভা-সিংহাসনে,
 সে কি কভু করিবে প্রত্যয়,
 বিনয়ে সে স্নেহময়ী, গৃহস্থ আচারে,
 নিজহস্তে অন্ন-পরশনে ধন্য করে দানদাসীগণে ?
 উদাসীন ওই আখি ছুটি কুটে কি উঠিয়াছিল
 গত নিশাকালে মেলানি-মিলনে !

ভদ্রা ।

প্রমোদে মদিরা-পানে ?
 এই আবেগের স্বর বেহাগ-ঝঙ্কারে
 নৃত্য-অলঙ্কারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল
 বিদগ্ধ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ;
 কেমনে বিশ্বাস করি ?

কৃষ্ণা ।

(উৎফুল্লা) সত্য—সত্য—সত্য সখি,
 অমৃত বিশ্বত হয়ে তিক্ত সিক্ত হতেছিল মন ।
 আহা শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ !

পাণ্ডব-জীবন কৃষ্ণ, কেশব গোবিন্দ শ্রাম,
 পুরুষ-উত্তম বংশীধর ব্রজেশ্বর
 কৃপা বিতরণে এ দীনারে সখী বলি
 করেন সম্ভাষণ । নিরানন্দ যায় দূরে,
 সতত জগদানন্দে রাধি যদি হৃদয়-মন্দিরে ।

ভদ্রা । সুন্দর প্রকৃতি তব অনিন্দ্য-সুন্দরী,
 করিয়াছে বন্দী জিতেন্দ্রিয় ভ্রাতার আমার ।

কৃষ্ণা । বোন প'ড়ে আছে মন তাঁর চারু দ্বারকায় ;
 সেথা দারাহার—

ভদ্রা । কারাগার নহে ওগো দাদার আমার ।

(ঈষৎ হাস্য) ই্যা দিদি,
 আজ্ঞাবাহী ভূত্য সম স্বামী
 হ'লে পদানত লাগসা নেশায়,
 মাতাল যেমতি পথে পয়োনাগে,
 অবজ্ঞার চক্ষে তাকে দেখে না কি নারী ?

কৃষ্ণা । সতি, তুরি আমি ভাগ্যবতী পতিগাভ-কলে ;
 নারীর সম্মান, কৌরব গৌরব জ্ঞান করে চিরদিন ।

ভদ্রা । কোঁবব !

কৃষ্ণা । ই্যা ভাই,
 বংশের প্রশংসাস্থলে ভেদ নাই কৌরবে পাণ্ডবে ।

স্ত্রী—কর্ত্তী এ সংসারে,
 নহে—পতি'পরে শাসনের কর্ত্তী ।

পুরুষের বীৰ্য্য, ধৈর্য্য রমণীর,
 সমান মিলনে হয় সৃষ্টির মঙ্গল ।

ভদ্রা । যাদব-পাদপ তলে মালতীর লতা যথা,
আশ্রিতা শ্রীমতী সবে ।

কৃষ্ণা । [এ কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলে অঞ্চলে গাঁথা
সহযাত্রী সম ; আচারে ব্যাভারে,
ঋতুর বর্ধনে বিশেষ ভিন্নতা
নাহি দেখা যায় বলেছি তোমায় ।
নীলসিন্ধু-মাঝে রাজে সে দ্বারকাদ্বীপ ;
মরু হ'তে বহুদূর নহে কুরুস্থান ।
কোথায় কি ভাব তোমারে করেছে দান,—
প্রাণ খুলে বলো বোন্‌ স্তনিব রহস্ত ।

ভদ্রা । অমরা স্বামীর ঘর, যেথায় সেথায় ;
অমুরাগে বিরাগে বা তাঁর সুখ দুঃখ অমুভব ;
নহে বিভবে অভাবে কিম্বা রোদ্‌ বৃষ্টি হিম্মে !
তবে দিদি, এই দেশে, নিদাঘে প্রচণ্ড রোদ্‌-তপ্ত-নিশীথিনী,
তন্দ্রা নাহি আসে শুয়ে চন্দ্রশালা-তলে ।
শীতে সবে হয় ভীত পরাশিতে জল,
ভুষার-বারণ তরে কোবেয় নীশার-ঘেরা
প্রতি ঘরে ঘরে অগ্নিন্দের সন্ধি ।
তুলনার, দ্বারকা-আগর মলয় নিকটে,
হিম-হর অসীম সাগর-জলা;
রবিকর প্রখরতা পুনঃ করে প্রশমিত ।
আরো কিছু ?

কৃষ্ণা । বলো না, বলো না !

ভদ্রা । ব্যগ্র নয় কুরুকুল উগ্র সুরাপাণে

মদিরার পাত্র অত্র সাক্ষা সহচর,
 প্রমোদ-প্রকল্প চিত্ত করিতে দ্রিষ্টং ।
 উৎসবে আহবে যত্নগণ মত্ত হয় মধুপানে ;
 সীধু সেবা বিধুব উদয় অপেক্ষা না করে ।
 জ্ঞান যদিবে অশুরে আছে আদান-প্রদান ;
 ব্রজেতে পালিত কৃষ্ণ, শুধু মাধুর্যা-আধার ।
 পিতৃগোত্র-নিন্দা আনি মুখে পাপে যদি পড়ি,
 প্রায়শ্চিত্ত-কড়ি তুমি দিও দিদি ।

কৃষ্ণা । কৃষ্ণ-শুণগানে পবিত্র রসনা তোর ।

ভদ্রা । কিন্তু]

দিদি, উৎসব-আনন্দে,
 হৃদয় 'পরে মিলন-মধুরগন্ধে,
 ইঞ্জুরী মনে হয় এই ইঞ্জু-প্রভ ;
 জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে সখা,
 ঐক্য লক্ষ রাজ্য, ধর্ম্যরাজ্য দিতে কর,
 যক্ষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্নের আগার ;
 তুমি ভালবাসো ভালবাসে যতবব,
 আর ভালবাসে সে—
 কত সুখ, কত সুখ !

কৃষ্ণা । এত সুখে মাখামাখি,
 কিছু না রহিল বাকি,
 এ এক নূতন ফাঁকি,
 মজাইতে বিষয়-বাসনা-যুক্ত মানবের মন ।

[এত সম্বন্ধেতে উত্তরণ প্রাপ্ত পাবে :

মোহে হয়ে ভ্রান্ত, শ্রান্তি বোধ ভোগে,
 রোগ ব'লে বনে হয় মম ।
 এ-জীবন রমণীয় অতি—সমতায় ।
 ভীমা মূর্তি ধরে সীমা নয়নে আমাব,
 অজ্ঞাত কি অন্ধকার আছে সে আলোর পারে,
 ভাবা তার দাড়িয়ে দীপ্তির মাঝে ।
 দেখ ভয়ী,
 অগ্নি-শিখা না হ'লে অধিকা, অন্ধকার করে দূব ।
 নুহ তেজে সে-যে অন্ন করে পাক ।
 সেই বহি হয় বিপদ-আকর,
 ধু ধু যদি জলে' ওঠে ।
 মধ্যাক্ষ-গগন-তলে ভায়র-প্রথর কর,
 পরে পড়ে চ'লে অন্তাচলে রবি ।
 ভয় বাসি বনে আমি
 নেহারিলে পূর্ণিমানিশির
 হাসি শব্দ করি কোলে ;
 মসীর নিশান তুলে ক্ষয় যেন ঘোষে নিজ জয়
 গোপনে প্রবেশি পাশে ।

ভদ্রা । শুনিমু নূতন নীতি আজি তব মুখে,

ঐশ্বর্যের স্রুখে আশ্চর্য্য অতিক্রম !

কৃষ্ণা । ঐশ্বর্য্য অসহ্য হয়, অতিশয় ভোগে ।

ভ্রমে শ্রমজীবী স্থখী ভাবে ধনিগণে ।

সেই বুঝে পার্শ্বণের মর্শ্ব,

যেই করে বর্শাসিক্ত কলেবরে অন্ন উপার্জন ।

ভদ্রা । রাজার কুমারী, আজি সম্রাজ্ঞী এ-রাজ্যে,
ভাজ্য কি তোমার কাছে ঐশ্বৰ্য্যের তুষ্টি ?

কৃষ্ণা । তুষ্টি ! তুষ্টি কোথা এই অশান্ত তৃষ্ণায় !
চেষ্টা অবিরাম রক্ষিতে সক্ষিত ;
চেষ্টা দিবানিশি, মসীতে অসিতে
শোণিতে সিক্ত করিয়া ধরণী,
তরণী করিতে পূর্ণ হরণের ধনে,
বিকারের তৃষ্ণা আনে স্বর্ণের শীকার ;
কষ্টের সংসারে আছে তুষ্টিতে মিষ্টতা ।

ভদ্রা । কে জানে !

কৃষ্ণা । জানে এই ভগিনী তোমার ।

ভদ্রা । তুমি !

কৃষ্ণা । কয়দিন মাত্র ছিন্তা ভাগবের ঘরে ;
ভিক্ষার বঞ্চন কাল পঞ্চজন তথা ;
দিবসে উপাসী প্রায়, সন্ধ্যায় রন্ধন
কি আনন্দ করিতাম ; সেবা হ'লে সমাপন,
যাইতাম স্বশ্রমাতা-পাশে গুশ্রবা করিতে তাঁর,
করিলে বারণ, অবাধা এ বধু ছাড়িত না পাদপদ্ম ।
আনন্দরূপিণী এক কুলাল-গুলালী-“নন্দা” নাম তার,
সন্ধান-সন্ধান ফিরিত আমার ;
কর্ষ-অবসরে কোনো ষতে ধ'রে যোরে
করিত তাহার খেলাঃ সঙ্গিনী ।
শিশু কুরঙ্গিনী সম বেড়াইত ছুটে ছুটে ;
চুরি করি আনিত পুতুল আমার কারণ ।

দিদি, সে অতুল-দান, ব্রাহ্মণীর বধুতরে
 হুথিনীর সে-স্নেহের টান পাবে কি লো এ জীবনে
 স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি । রাভেক্স-প্রেমসী,
 অঙ্গেব ভূষণ করি,
 অঙ্গনারঞ্জন মণিহার উপহার !

ভদ্রা ।

আহা ! এত সম-ব্যথা,
 এতই মমতা তব ব্যাধিতের 'পরে ?
 মনে হয় যেন কৃষ্ণের মতন
 সতৃষ্ণ তোমার মন দারিদ্র্যের কষ্ট নিবারণে ।

কৃষ্ণা ।

দারিদ্র্যের রসে সিক্ত মম বিবাহ-হরিদ্রা ;
 ভিখারী ধরিল কর মৎস্ত বিক্রি শরে ।

ভদ্রা ।

আমারো বরণে বেশা সন্ন্যাসীর উপহাস ।

কৃষ্ণা ।

উপহাস ! স্বৈচ্ছার রচিত এক পর্যাটন-ব্রত ;
 নহে অনাটনে তাড়নে বা বিরক্ত বৈরাগ্যে ।
 স্বয়ংস্বরে মলিন অস্থরে,
 ভিক্ষার প্রয়াসে ব'সে একপাশে দ্রৌপদীর বর ।

ভদ্রা ।

আহা !

কৃষ্ণা !

আহা !

স্বাহার ঋষির স্বস্তি, গৃহীর “আহায় ।”

[গুনি নাই “আহা” কথা কত দিন ।

না—না—গুনেছি তুমি ভাষ্যমতী-মুখে—

“আহা” চ'তে তরানক এক অভিশপ্ত “আহা” ।

এবে মহা মহা মহা—কর্ণে অহরহ ।

“মহাদেবী” “মহাশূর” “প্রাসাদ মহান্”

“মহোৎসব” “মহোৎসব” “মহোৎসব”

“মহীপ” “মহীপ” ;—

মহা-মোহে ঘিরেছে আমার ‘মহা’ ‘মহা’ হবে ।]

পুনঃ এসেছে ভাবনা,

পাবো না নিকটে আর কৃষ্ণচন্দ্রে,

দৃষ্টি খার পাণ্ডবের ঈর্ষ্য ।

চ’লে গেলে হায় বহুরায়,

কার পানে চা’বো, শুধাবো কাহার ;

কৃষ্ণ চ’লে গেলে পাণ্ডবের কি হবে উপায় !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । কৃষ্ণ যায় কৃষ্ণা-কবে পাণ্ডবেরে করিয়া অর্পণ ।

অপরোধী অবিধি প্রবেশে, তবে যাবো নিজদেশে,

শেষের সাক্ষাৎ এই চাচ্ছিলে বিদায় ।

কৃষ্ণা । .(সজল-নয়নে) বিদায়, বিদায় !

ও—কথা যে কাদায় আমার,—

বোলো না—বোলো না—

(অশ্রুজল মার্জনা)

ভদ্রা । দাদা—দাদা—

কাদায়ো না দাদারে আমার ।

কি জানি কি হৃদে আজি তাঁর,

অশ্রুভার ভরা ছিল বুকে,

তাই ধরা করেনি নয়নে ।

সুখের বাসরে, হাসি অবসর

নেয় নাই আদরে অধবে নিশিতে বাহার,
 আজি ভার-ভার মুখ প্রভাত হইতে ।
 গু-দাদা, যেয়ো না যেয়ো না ;
 তুমি গেলে দিদি কাঁদিয়ে আকুল হবে,
 আমি না—আমি না—

শ্রীকৃষ্ণ ।

সাধে কি বিদায় চাই,
 ছেড়ে চ'লে যাই তোমা সবে দেবী ;—
 ভদ্রা আর্দ্র চোখে লজ্জায় লুকাই মুখ,
 বুকে নিয়ে সখি, শাস্ত করো ওকে ।
 সাধে কি বিদায় চাই ;
 পঞ্চ ভাই সনে বসি একাসনে,
 যাচে মন জীবন বাপন
 দ্রৌপদী-রক্তিত অন্ন করিয়া ভোজন ।
 পুরজ্ঞান পরিজন প্রিয় পুরুষের,
 কিন্তু প্রয়োজন প্রভু তার ;
 তাই সে আবার—খুলি দ্বারকার দ্বার,
 বার বার ডাকিছে আমায় ।
 হেথা প্রয়োজন তর্জনী তুলিয়ে
 কার্য্যের হস্তিত করে ধর্ম্মরাজে ।
 উৎসবের বঙ্গে ছিহু আমি সঙ্গে ;
 সিংহাসন প্রয়োজন জানায় এখন ।
 কার্য্যে পূর্ণ মন দিতে নারে পঞ্চজন, যতক্ষণ রহি আমি সাথে ।
 তাই প্রয়োজন বাত্মা আয়োজন
 করিতে আদেশ দেছে প্রভুশক্তি ধ'রে ।

কৃষ্ণা । আর ক'টা দিন পরে—ক'টা দিন পরে—

শ্রীকৃষ্ণ । ক'টা দিন পরে হস্তিনানগরে
যেতে হবে তোমা' সবে নিমজ্জণ-রক্ষাতরে ।
সুব্যবস্থা ইচ্ছাপ্রস্তু—

কৃষ্ণা । (সোৎসুক) নিমজ্জণ ! নিমজ্জণ !
কেন এই নিমজ্জণ ? কেন এই নিমজ্জণ ?
ব্যস্ত হ'য়ে হস্তিনায় ত্রুণ আবাহন !
হে কেশব ! হে কেশব ! এ সব কি-সব ?
এত অধিক বিনয় ভালো নয়,
হিংসায় আশ্রয় চিরশত্রুব্যবহারে ।
দূরে দেখে ব্যাঘ্রে চক্ষু-অগ্রে
লোকে হয় সাবধান, কিম্বা বাণে বিধে
বধে তার প্রাণ । কিন্তু পাপ জন্তু সাপ
মাটিতে মিশায় আসে, গৃহ ছিড়ে লভিতে প্রবেশ ;
নিঃশেষ করিতে আয়ু অলক্ষ্যে গরল ঢালি ।
(ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে) কালি !—কালি !—কালি !—
কালি এক কালীমূর্তি দেখেছি স্বপনে ।—
যেন অমানিশা ঘনায় নিশ্চিন্তা ;
বদন-করাল লোচন বিশাল,
ভৈরবী-রসনা রক্তে লেলিহান,
শ্রবণে কুণ্ডল মস্তক-মণ্ডল,
মুণ্ডমালা দোলে গলে,
বিবসনা বামা, রসনার ছলে
পরে কটিতটে নরকর-হার,

করে করবাল যেন ধরে কাল,
 বিশ্ব-বিকম্পিত হৃদয় নাদে,
 লক্ষ্যে ঝলসে আশানে করিতে নৃত্য !

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! হে গোবিন্দ—গোপীনাথ !

এই কি মৃত্যু—এই কি মৃত্যু ?

মৃত্যু কেন নৃত্য ক’রে গেল নিজিত নয়ন-অগ্রে ?

শ্রীকৃষ্ণ । অই মৃত্যু—অই মৃত্যু !

ভাগ্যবতী সতী তুমি দেখেছ স্বপনে,

কালের সে গোপন-রহস্য ।

নবীন ভবনে বাস যবে যাচে এ-জীবন ;

চলে না যৌবন-রঙ্গ জরাজীর্ণ-আঙ্গ ;

জীবের শিবের তরে মৃত্যুরূপী মিত্র, ল’য়ে যেতে আসে তারে

সারল্য-সুৰভি-পূর্ণ শৈশব-শরীর-কক্ষে পুনরায় ।

আবার আরম্ভ তথা নব অভিনয় ;

শাস্ত চাস্ত বীর মধুর ককণ রোদ্র রসের সঞ্চারে ।

যে-রূপ হেরিয়ে তুমি হয়েছ সত্যায়,

আধিব্যাধি আদি বৈরীচর পলায় সে-মূর্তি দেখি ।

চাও নাই চক্ষে, তাই দেখো নাই,

অভয়া অভয় কর প্রসারিত দক্ষে ।

মাটির মানবে দেখে গগনে নৌলিবা,

বর্ণহীন ব্যোমে কিন্তু ভ্রমে গ্রহ-জ্যোতিঃ ।

কৃষ্ণা ।

বড় অসহায়—বড় অসহায়, সখা ভাবি আপনায়,

“কৃষ্ণ চ’লে যায়”—এই কথা যবে হৃদয়ে উন্নয় হয় ;

নিশ্চিন্ত পাওব—বিশ্বাস না হয় যোর ।

শ্রীকৃষ্ণ । নিশ্চিন্ত !

নিশ্চিন্ত কে বল সখি এ-বিশ্ব সংসারে ?
 চিন্তামণি চিন্তিত আপনি জীবন্ত জগৎ তরে ।
 আত্ম-নির্ভরতা শক্তির আকর ;
 আদেশে আদেশে, নিত্য পরামর্শে,
 আপন আদর্শ গড়ে' নিতে নাহি পারে
 উচ্চকর্মে ত্রুতী জনে ।
 তুমি সতী, রাধিও স্মরণ,
 পাণ্ডব-জীবন রাধিতে জাগ্রত, স্বজন তোমার ।
 পঞ্চজনে একতা-কাঞ্চন-স্থত্রে করিয়া গ্রথিত,
 উৎসর্গীতে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি
 জননীর পায়, নারীরূপে এসেছ ধরায়,
 সহ, ধৈর্য্য, বীৰ্য্য, শক্তি, দ্রোপদী-উপাধি ধ'রি ।
 তুমি সেবা দিবার বিভার ;
 নক্ষত্রের ভূষা তুমি শান্তির উষার ;
 মঙ্গলপ্রদীপপ্রায় বন্দিত সন্ধ্যায় ;
 আশার আলোক নিশা-তমসায় ;
 মধুর গুঞ্জন গীত ঝটিকাবজ্রায়
 ভীতচিত্ত করিতে রঞ্জন ।
 নারী সেবা-অধিকারী ;
 মনে রেখো, অধিকারী, নহে আজ্ঞাকারী ।
 অধিকার প্রেমসীর, অধিকার মহিবীর ।
 আজ্ঞা রাজ বহে দাসী,
 যন্ত্র সম কার্য্য করে প্রেম-মন্ত্রহীন প্রাণে ।

সতী করে পতিসেবা, সে-সেবা প্রেমের আভা,
ভক্তিহলে শক্তির সঞ্চার ;
প্রণয়-কুসুম ঘ্রাণে প্রাণে পশে সেবার আশ্রয়ে ।

ভদ্রা । দাদা, নিত্য গুনি নিত্য শিখি সেবা-ধর্ম,
ধর্ম সত্যের গৃহকর্ম-অবসরে,
ব'সে এই দেবী-পদতলে ।

কৃষ্ণা । দেবী !

ভদ্রা । দেবী !—হ্যা—দেবী !
দিদি, তবু দেবী, রাণী বলি নয় ;
দেবের আরাধ্যা তুমি, দেবী এ-ধরায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । তবে আসি ।

কৃষ্ণা । ভদ্রা ! বোন্ !

ভদ্রা । দাদা—দিদি—

শ্রীকৃষ্ণ । আমি “আসি” বলি’ পশি রথে,
তুমি হাসিমুখে “এস” বল সখি,
যখনি ডাকিবে তখনি দেখিবে ;
আমি তরা হেথা হবো উপনীত ;
এই পীতবাসচিত মিতা-হিত-তরে
আকুলিত চিরকাল ।
গোপাল-জীবনে রাখালের সনে,
বনে বনে চরায়েছি গাই ।
পদে পদে পড়েছি বিপদে,
কাঁপ দিছি হৃদে দলিতে কালীয়নাগে ।
কংস-অত্যাচারে পিতা-মাতা কারাগারে ;

সেই সে-অমুরে করিয়াছি শেষ ;
 নিজে'র কারণ কখনো করিনি রণ ;
 তাই নিন্দা ধরি শিরে যাই সিদ্ধতীরে,
 জরাসন্ধ-করে মথুরা অর্পণ করি ।
 তুনে শতাদিক ভূপে রাখে অন্ধকূপে
 একচ্ছত্র দাপে পাপে পূর্ণ প্রাণ ;
 আর্তের ত্রাণের তরে
 মগধে ভীষ্মের গদা বধিল তুর্কোদে ।
 সহিয়াছি অত্যাচার যার কতকাল,
 সেই শিশুপালে দেখি যজ্ঞবিষে বাণ,
 ভীষ্মের করিল কুৎসা, ধর্ম্মরাজে দিল গালি,
 তাই অন্ত্যেষ্টি-অনল তার জালিহু উৎসবে ।

- ভদ্রা । একমাত্র রক্তপাত বৃহৎ ব্যাপারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ । ভদ্রা, কিছু রক্ত দিতে হয় শক্তির তুষ্টির তরে ।
 কৃষ্ণা । অন্ধকারগ্রস্ত হবে ইজ্ঞপ্রস্থ,
 ব্রজ-শশী হেথা হ'তে ঠ'লে পরে অন্ত ।
 শ্রীকৃষ্ণ । হা—রে ভদ্রা ! বল, কেন চোখে জল ?
 কি বলিবে লোকে, মা'চল আপন চোখে ;
 পাঞ্চালী চঞ্চলা, বিহ্বলা সে শোকে,
 তাকায় না দেখ' তার পানে !
 ভদ্রা । দিদি, দিদি !
 কৃষ্ণা । কৃষ্ণ চ'লে যাবে, কি হবে কি হবে ।
 এই ভাবনায়, ব্রজরায়, এই ভাবনায়,
 ভদ্রা, এই ভাবনায়—

শ্রীকৃষ্ণ । কেদো না কেঁদো না,
 সহিতে না-পারি স্নোদন-বেদনা
 বিদায় বলিতে দলিছে হৃদয়,
 নির্ভর নয়নে উঠিতেছে জল ।
 গোকুলে একদা এমনি ব্যাকুল করেছিল গোপীকুল ।
 আজি পুনরায় চোখে নদী বয়,
 দ্রৌপদী যে চায়—

কৃষ্ণ । মুচেছি মুচেছি নয়নের জল ;
 তুমি চ'লে চল রথে, আমি বাই কিছু পথ :—

(কৃষ্ণা ৭ ভদ্রার গীত)

কৃষ্ণা । তুমি রথ হ'তে দেখো পাছু পথে ফিরে ফিরে ।
 আমি হাসিব কেশব ভাসিব না আশি নীবে ॥

ভদ্রা । (তুমি) বিরসবদনে যোয়ো না যেয়ো না,
 সজ্জলোচনে চেয়ো না চেয়ো না ;

কৃষ্ণা । আমি বাথা বতিবারে পাবি, বাথা হেরিবারে নারি,
 জান তো হে কানু—আমি নারী ; -

উভয়ে । নারী সহে দীরে দীরে ॥

ভদ্রা । (ওহে) দারকার পতি রথে হও রথী,
 পাণ্ডবজীবনে তুমি হে সারথি,

কৃষ্ণা । তব যোগাযোগে আমি ভাগ্যবতী,
 যে-পথে চালাবে তুমি তার গতি,

উভয়ে । জ্যোতি দেখিব তিমিরে ॥

কৃষ্ণা । (যবে) র'বে এ জীবন
 যাবে এ জীবন,
 তোমার চরণ,
 যেন হে কখন,
 নাহি হই সখা পলে বিসরণ,
 রেখো হে স্মরণ, সখী আকুল দাঁড়ারে
 অকুল সাগরতীরে ;

উভয়ে । করুণার আশে, সে হাসে গো হাসে গো,—
 ভাসে প্রেম-আশ্রয়ীয়ে ॥

সুভদ্রা । ওহে বহুকুলপতি,
 হ'য়ে দারুণে রখা
 লহ বিদায়-আরতি
 হৃদয়ের জেনো মনের মিনতি,
 জেনো হে মোদের মনের মিনতি জেনো হে,
 মোদের মনের মিনতি জেনো হে ।
 হ'লে হৃদিরথে সংরখী শ্রীপতি
 এ জীবন-রণবধ যাবে না বিপথে
 ভ্রমে মোহ-তিমিরে ।

পটক্ষেপ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দর্শন-সভা)

স্বতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিহর, ভীষ্ম, শকুনি ও কর্ণ :

স্বতরাষ্ট্র ।

কি বিনয় ! কি বিনয় !

কি বল, সঞ্জয় ?

সঞ্জয় ।

দেব ।

স্বতরাষ্ট্র ।

এই যুধিষ্ঠিরের কি বিনয় !

আজ্ঞ-ও যেন সেই বালকের প্রায় ।

বিহর ।

জ্যোষ্ঠতাত মুখে রটে এ-হেন প্রশংসা

অপার আনন্দে মগ্ন হবে পাণ্ডুপুত্রগণ ।

স্বতরাষ্ট্র ।

আর রূপদহহিতা, অতি সুলক্ষণা !

দৃষ্টি নাই চক্ষে লক্ষিতে রূপের ছটা ;

কিস্ত স্পর্শে, স্রাণে, কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রবণে

বুঝিয়াছি সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য তাঁর, প্রায় অল্পম :

বধূর মধুর মুখে মুখা মহাদেবী ;

স্নেহচক্ষে দেখে মম শতস্রুষা ।

দেখ ক্ষত্ভা ভাই,

আর কোনো নিন্দা নাহি সাজে জুর্য্যোধনে ;

আমার ইজিতে নয়,

স্বৈচ্ছায় যুদ্ধিতে যত অতীতের স্মৃতি,

আপনি এ-পুরে আনিয়াছে দিয়া নিমজ্ঞণ,

অস্তরঙ্গভাবে ভ্রাতাগণে বধুর সহিত ।

পাণ্ডবের অগ্নিবেশ তরে

কয়দিন অবিশ্রাম ব্যস্ত বৎস—না সঞ্জয় :—

(হর্যোধানের প্রবেশ)

উ:—উ:!

গন্ধপাষণের বাস আসে কোথা হ'তে ?

কার পদশব্দ ? এ কি হর্যোধান !

চলে গেছে বিভাসের বেলা,

করোনি চন্দন-সেবা ?

হর্যোধান । চন্দনে কি ফল ? অন্তরে অনল জ্বলে—

ধৃতরাষ্ট্র । অহো অনল ! অন্তরে অনল !

কেবলি অনল নয়, হিংসা ঈর্ষা রোষ,

জ্বাণে যেন আমি করি অগ্নুভব ।

লক্ষ্য করি দেখ তুমি প্রিয়পুত্র চক্ষু,

দেখ না সঞ্জয়—

হিংসা ঈর্ষা রোষ কিম্বা শৌন বৃত্তি অস্ত্র কোনো

মিশেছে অনলে ;

নহে গন্ধকের গন্ধ কেন মম খাস রুদ্ধ করে ?

ভীষ্ম । কি হয়েছে হর্যোধান, কোথা ঘৃষিষ্ঠির ?

ভীষ্ম কি অর্জুন কেহ নাহি সঙ্গে কেন তব ?

হর্যোধান । বিদরে হৃদয় তব না দেখি যাদের মুখ,

কর্ণেক বচন যার না শুনি শ্রবণে,

তথায় পিতার বুক ;

হুখে আছে তারা, হুখে আছে তারা ;

অতি স্নেহে, মুখোমুখি ভ্রাতার ভ্রাতার ;
 তুলনা কথায় কথায় ইন্দ্রপ্রস্থ সনে হস্তিনার !
 বিহ্বল । অসম্ভব !
 ঐশ্বর্যো-মাৎস্য-বোধ অসম্ভব যুধিষ্ঠির-প্রাণে ।
 হৃষ্যোধন । না না দীন ; অতিদীন যুধিষ্ঠির ;
 ক্ষম অপরাধ—ধর্মরাজ !
 অতি দীন ধর্মরাজ ;
 অবনতশির মুকুটের চাপে ;
 ভেঙ্গে পড়ে মেরুদণ্ড রত্নের ভাঙারভারে ।
 উজ্জল কোরবকূলে রাজপুত্র আমি ;
 ঐশ্বর্যের দৃশ্যে মম নগ্নন অভ্যস্ত ;
 কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে যে সমস্ত দেখিহু আশ্চর্য্য,
 কারুকার্য্য চারুতার মণি-মাণিক্য-বিত্তায় ;
 বিশ্বয়ে বিহবলচক্ষু জ্ঞানহারা করিল আমার ।
 অন্তর্মুখী আঁধিজল কারিণী হৃদয় দলি ।
 অসহ সবার 'পরে মাৎস্য্য ভীমের ।
 মনুষ্য-মহিষ ওই পাণ্ডুকুলাধম ;
 খল-খল হাসে খল,
 কুলজলে পতিত দেখিয়া মোরে আঁধির বিভ্রমে ।
 স্বতরাষ্ট্র । অজ্ঞায়, অজ্ঞায়, এ বড় অজ্ঞায় ;
 ভীমের অজ্ঞায় বড়,—না সজ্ঞয় ?
 ভীম । তখনি তো সহদেব করেছে তোমার সেবা,
 অতিবত্তে হৃষ্যোধন !
 কদম্বদ্রবের দস্ত হয় কি মলিন,

পার্শ্বের সরসীজলে

কমলদলের তলে প্রসারের বৃদ্ধি ?

কেন ক্ষুদ্রচক্ষে কর ইন্দ্রপ্রস্থে দৃষ্টি ?

উৎফুল্ল নয়নে চাহি দেখ ধরিত্রীর পানে ;

ভুচ্ছ সবে ভাবে আপনারে,

রাজস্থয়ে হেরি এই কোরব-গোরব ।

হর্যোধান । কোরব ! কোরব !

পরিচর্যা কার্যমাত্র যজ্ঞে কোরবের ।

পাণ্ডব, পাণ্ডব, পাণ্ডবের জয়গান সতত সর্বত্র ।

শকুনি । এই জন্ত রাণ্য গণ্য প্রাচীন পুরুষে

বুদ্ধিহীন বলে সুবাজনে ।

পাণ্ডব কোরব কেন ভাব ভিন্ন ?

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ধৃতরাষ্ট্র নিজে মহারাজ

কথায় কথায় এ-কথার করেন রটনা ।

একে ধর্মরাজ, তাহে পাকাল-জামাতা, মাথায় মাণিক তিনি ।

বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ বলি যুধিষ্ঠির অঙ্কমথো গণ্য ,

তুমি হর্যোধান শূন্তরূপে বসিলে দক্ষিণে,

দশগুণে বৃদ্ধি হবে এ কুলের মূল্য ।

একঅঙ্গে হই বাহু পাণ্ডব-কোরব ;

পাণ্ডব দক্ষিণ ভুজ, প্রয়োজন ভোজনে গ্রহণে,

শালনে অধীনে বাচকে তুষিতে দানে ।

বাম বাহু—

হর্যোধান । কত ক্লেশ বাড়াবে বাতুল,

শ্লেষবাক্য ঐয়োগে তোমার ।

আশীবিষ-বিষে জলে যার দেহ,
 কি কবিত্তে পারে তার ভ্রমর-দংশন ।
 মান—মান—মান মম জীবনের মূলমন্ত্র ।
 বিনা পাণ বিসর্জন,
 ততমান দুর্ঘোষন না দেখে উপায় কিছু ।
 হে মাতুল ! মাতুল হইব আমি জীবন রাখিলে ।
 গরল গরল, গতি নাহি মম বিনা বিষপান ।

ধৃতরাষ্ট্র ।

অ সঞ্জয়—অ সঞ্জয় !
 এ কি কথা কয় দুর্ঘোষন ?
 বৎস, সর্বজ্ঞোষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি
 এ-কৌববকুলে ; জন্ম মহাদেবী গান্ধারীর গর্ভে ;
 কেন এ বিদ্বেষ ভাব ?
 দ্বেষ্টা জন নষ্ট হয় নিজ কশ্মফলে ।
 তোমার না হিংসা করে কতু বৃথিষ্টির ।
 কেমন, বল না সঞ্জয়,
 বলো—বৃদ্ধাও কুমারে,
 হিংসা যার প্রবেশে অন্তরে,
 জালা তার কতু না জুড়ায় ।
 বিষের নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দেয়
 সাধুপ্রবৃত্তিনিচয় ; হিতকর কার মন,
 বিরক্তি সঞ্জন-সঙ্গ ;
 নিজ দারা-পুত্র প্রতিপক্ষ দেখে হিংসকের চক্ষু,
 চোরে করে পরধন গ্রহণের ইচ্ছা—নহে রাজা ।
 রাজ-প্রাপ্য উপহার পেতে যদি সাধ,

নির্বিবাদে কর সপ্ততন্ত যজ্ঞ-আয়োজন ;

কি বলেন কর্ণ মহাশয় ?

হ্যাঁ সজ্জন ?

কর্ণ।

অগ্নিরাজ্যে রাজা আমি কুরুকৃপাবশে ।

সখা-সন্তাবণে অচ্ছেদ্য বন্ধনে

বৈধেছে আমায় রাজা হুর্যোধন ।

কি বুঝিবে এই ক্ষুদ্রজন, যজ্ঞের যোগ্যতা ।

কর্ণ জানে একমাত্র নীতি, রাজ-ব্যবহারে রীতি ;

শকতি রাখিতে দৃঢ় আপন আয়ত্তে,

নিত্য চাই অসি-পরিষ্কার ।

ধনুতে না দিলে গুণ ঘুণ ধরে বংশধরে ।

দর্পচূর্ণ তুর্ণ প্রয়োজন,

সীমান্তে অসীম বল হ'লে আয়োজন ।

পাণ্ডব—কুটুম্ব, ভ্রাতা, জাতি, জন্ম-মৃত্যু উৎসবসময় ।

পাণ্ডব গাণ্ডীব গণা সদা রাখে আপন শিরে ।

জাতিতে ক্ষত্রিয়, রাজা, ছত্রপতি,

জানে কাপুরুষবৃত্তি এই চিত্তের সন্তোষ ।

হুর্যোধন । সাধু, সাধু সখা !

সঙ্কষ্ট থাকিতে যদি পিতৃদত্ত ধনে,

আমার না হ'তো তা'তে কিছু অপমান ।

কর্ণ।

কিন্তু অতি উচ্ছে তুলিয়াছে শির ।

নহে কমলের দল কমলের ছায়ে ;

পর্কতে প্রোথিত অশ্বখ বিশাল ।

রাজহুয়-অবসানে,

ঐশ্বর্য্য-মূলভ বিলাস-বাসনা,
 প্রবেশ ক'রেছে এবে পাণ্ডুপুত্র-মনে ।
 নহে আর মৃগচক্ষে ধর্ম্মরাজ ;
 যুধিষ্ঠিরে দৃষ্ট করিবারে নৃত্য করে নর্ত্তকীর গোষ্ঠী ।
 যষ্ঠীরূপ-দাসী গাঁথে ফুলমালা,
 দ্রুপদ-বালার কেশে করিতে ভূষণ ।

অত্মমন আর চারি জন ।

অতর্কেতে আক্রমণ আমরা ঘটাপ—

ধৃতরাষ্ট্র ।

ধিক্—ধিক্—এ কি কথা !

হ্যাঁ সঞ্জয়, এ-কি কথা !

কাল করিয়াছি রাজ্যদান ;

আক্রোশেতে আজি গিয়ে তাই আক্রমণ ।

কর্ণ ।

কোরব-ঈশ্বর, গতি এই পৃথিবীর ।

যেই হস্তে দৈব করে দান,

সেই হস্তে কবে তা হরণ ।

যেই সূর্যালোকে লোকে লভে দৃষ্টিশক্তি,

স্পষ্টচক্ষু নষ্ট হয় ধরতাপে তার ।

অনুস্রুতি দিন মহারাজ ! অজ্ঞাতে সাজারে সেনা—

ধৃতরাষ্ট্র ।

না—না, না সঞ্জয় ।

না—না ;

শকুনি, শকুনি, করো নিবারণ ।

শকুনি ।

হ'লে প্রয়োজন পারি রণ করিবারে ।

তবে বুজির প্রভাবে যদি কার্য্যাসিদ্ধি হয়,

শকুনি না যুদ্ধে যায় ।

তবে মাতুল कहিলে কথা,
ব্যথা লাগে ভাগিনার প্রাণে ।

জ্যোত্বান । অভিমান, অভিমান,
পদে পদে অভিমান মাতুলের মনে ।

শকুনি । বৎস !—রাজেন্দ্র !

জ্যোত্বান । বৎস, বৎস, বলো বৎস,
ভৎসনা লাগে না ভালো ।

শকুনি । জ্যোত্বান !
আছে অভিমান সমগ্র মানবমনে ।
একমাত্র সিংহাসনে আবাস নহেক তার ।

জ্যোত্বান । ক্ষমা কর ; যুক্তি যদি থাকে কিছু কহ দ্রা ।

শকুনি । আছে রাজাচার, যুদ্ধে হ'তে দ্বন্দ্বী,
কিংবা দ্বাতে প্রতিদ্বন্দ্বী করিলে আত্মান,
প্রত্যাখ্যান নিমন্ত্রণ কভু নাহি করে কেহ ।
অন্ধে অতিশয় দক্ষ, যুধিষ্ঠির করে অভিমান ;
দক্ষতার পরিমাণ হোক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা আজি ।

জ্যোত্বান । হেন অন্ধবুদ্ধি গান্ধার ব্যতীত
কুত্র আর না হয় উদ্ভব ।
পেয়েছে পাণ্ডব গুপ্তধন, রাজভেট বিলক্ষণ ;
বাকি আছে কৌরবের সর্বস্বহরণ,
মাতুলের অকস্মাৎ হইল স্মরণ ।
স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, অন্ধবীর ব'লে ধাত ;
আমার চঞ্চল করে কভু নাহি পড়ে দান ;
উত্তম মস্তিষ্ক শতগুণ ক'রে বসে পণ ।

কর্ণ । অক্ষ নাহি মম পক্ষপাত ;
আছে বক্ষ, আছে বাহু, দক্ষমাত্র ধরিতে ধনুক ।

শকুনি । কে ব'লেছে খেলিতে তোমায় ?
ভূপতি-প্রতিভু হবে আত্মীয় মাতুল ।
তুমি দায়ী মাত্র দিতে পণ, হুর্যোধন,
হ'লে মম পরাজয় ।

হুর্যোধন । চমৎকার ! চমৎকার ! অভাগা ভাগিনা
প্রাণ ত্যজিতে নিমেষে খুঁজিতেছে বিধ,
হরিয়ে সরস মন মাতুল চতুর,
পাশায় নেশায় চায় আলস্ত করিতে দূর ।

শকুনি । পাণ্ডবে প্রবোধ দিতে অসির সংকারে
শক্ত নহ' এবে ;
মাতুরক্ত মাতুলে না করহ বিশ্বাস ;
তবে রক্ত-দ্বারে লহ' বাস, ফেল দীর্ঘবাস,
কর হা-হুতাশ ; পেলে অবকাশ,
কর্ণ মহেবাস পাশে ব'সে করাবে বিশ্বাস,
ভারত-আকাশে তব যশের উচ্ছ্বাস ।

কর্ণ । এক বর্ণ মিথ্যা কভু কর্ণ নাহি করে উচ্চারণ ।

হুর্যোধন । মাতুল ! মাতুল ! গান্ধার-কুমার !
মাতার কথায় তুমি
দিতেছ লবণ বুঝি সত্ত্বঃকৃত অঙ্গে ।

শকুনি । কৌবব-লবণ কিছু গিয়াছে উদরে,
অভাবে কি ভাবে বিচারের নাহি প্রয়োজন ;
দিতে চাই প্রতিদান তার ।

দেখ এই করতল, দেখ এ-অঙ্গুলিচয়,
 পর্বে পর্বে অঙ্কিত ইহাতে মঙ্গল তোমার ।
 ইষ্টের দক্ষতা এর দেখাব তোমায়
 অক্ষপাষ্টি করিয়ে চালনা ।
 গাংকারী-সন্ধান শিখে নাই অ-বন্ধুরবাসী ।
 যে পাশা খেলিব আমি, কোরব-সভায়
 অমর অক্ষরে রবে কাহিনীতে গাঁথা,
 ভাবতের অক্ষয় পাতায় ।
 পাশায়—পাশায়—
 পাশায় আশাপূর্ণ করিব তোমার ।
 দ্বাতে বুদ্ধিযুক্ত—নাহি কুধিরের রঙ্গ ।
 বিনা সূচীর আঘাত—
 বিনা রক্তপাত
 হাসিতে হাসিতে দেবো পাণ্ডবে ভিত্তারী ক'রে ।
 প্রতরাষ্ট্র । এ কি কথা ! এ কি কথা কহিছ শকুনি !
 আ—সঞ্জয় !
 জুর্যোধন । জাগালে, জাগালে মাতুল, জাগালে আমার ,
 মূর্ছাগত মনে পুনঃ মানিলে চেতনা ।
 পিতা, এ সুহৃদ-দ্বাতে চাহি অহুমতি ।
 প্রতরাষ্ট্র । ভেবেছিহু হয়েছি নিশ্চিস্ত ;

ভেবেছিহু অন্তরের মলা গেছে ধুয়ে ;
 পাণ্ডবে এনেছে বাসে
 প্রিয়ভাবে করি সম্ভাষণ নিজে জুর্যোধন,—

দুর্যোধন । ধোয়াতে চরণ তার ভেবেছিলে পিতা ?

মিতা ব'লে করিব আদর, বুঝি করেছিলে মনে ?

দুতরাষ্ট্র । সঞ্জয়—সঞ্জয়—কোথায় বিদুর ?

বিদুর । চরণের তলে দাস ;

মুখে ভাষা আনিতে সাহস কোথা বিনা অনুমতি ।

দুতরাষ্ট্র । বল ভাই, মন্ত্রণাকুশল তুমি কুরুকুলবৃহস্পতি ;

গতি কোথা এ-অন্ধের তুমি না দেখালে পথ !

দূতে কি মত তোমার ?

বিদুর । লক্ষ্মীর বিপক্ষ এই অক্ষ চিরকাল ;

দানবের ঝায়াজাল মজাতে মানবে ।

জীবিতর মূরা হ'তে পাশার এ-নেশা,

বাড়ায় পিপাসা অর্থনাশ-সনে ।

হারে বারেকবার, আবার আবার,

দ্বিগুণ দ্বিগুণ পণ, সর্বস্ব হারায় ।

পরিধেয় বস্ত্র, ব্যস্ত তাণ্ড ফেলে দিতে জুয়ার জোয়ারে ।

দূতভূতগ্রস্ত লোকে যদি স্থিরমতি

ক্ষিপ্ত তবে কোন্ জন ?

শকুনি । লিপ্ত যেই রাজকার্য্যে ব্রহ্মচারী ভাণে ।

দূতদ্বন্দ্ব কভু নহে নিন্দনীয়,

বন্দিত জনের বাসে ।

কোতূকের উত্তেজনা,

পাশায় ভাসায় মন আনন্দ সাগরে ।

নিন্দিত ইতর ব'লে পথের জুয়ারী,

দণ্ড পায় রাজদ্বারে ধূর্ত অপরাধে ।

অক্ষত্রীড়া ক্ষাত্রধর্ম শাস্ত্রের আদেশে।

রাজশাস্ত্র—রাজশাস্ত্র,

তপ্তুলকণার অগ্নে লিখিত তা নয়।

ধৃতরাষ্ট্র। গাক্ষার! গাক্ষার!

সঞ্জয়—সঞ্জয়, শকুনিরে কর নিবারণ।

দুর্যোধন। হয় রণ,—নয় অক্ষ! হয় রণ,—নয় অক্ষ!

নহে উজান যমুনা বহে; সূশীতল তল;

মানহীন জীবনের জ্বালা করিতে নির্বাপণ।

ধৃতরাষ্ট্র। বাছা! অক্ষ পিতা তোর;

বুকের পাঁজর তুই তার!

মনে কর দশরথকথা,

বনে দিয়ে রামে তথানি নিধন।

দুর্যোধন। মান—মান—মান! পিতা—মান!

স্নেহ, বাগ্মা, প্রেম, ভক্তি, অঙ্গুরক্তি, সংসারবন্ধন,

তুচ্ছ দুর্যোধন-মনে;

বিন্দুমাত্র মানে তার লাগিলে আঘাত।

নহে নারী আমি, চিত্তের বিকারে,

‘মরিব মরিব’ বলে মুখের ফুৎকার।

সত্যবাদী বৃষ্টিষ্টির, নাম ধর্মরাজ;

সত্যবাদী দুর্যোধন, নাম কর্মবীর।

পাণ্ডবনিধন, কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন।

ধৃতরাষ্ট্র। না না—না না—অসহায় অক্ষ আমি!

অ সঞ্জয়, অ সঞ্জয়!

বিহর, বিহর, স্মরন্ত স্মরী!

পুলহারা ক'রো না আমার,
বলো দ্বাতে দিতে অনুমতি ।
ঐক্য হ'য়ে সখ্যভাবে খেলিবে ক্ষণেক,
তাতে কিবা দোষ ?

বিহর ।

কিন্তু—

ধৃতরাষ্ট্র ।

“কিন্তু”র চিন্তার আর নাহি অবসর ;

অভিমানী পুত্র মোর,

কি জানি কি করে নিরাশায় !

সঞ্জয়—সঞ্জয়,

রঙ্গশালা খুলে হোক দূতদত্তা তথা ।

ভাগ্যবশে প্রাসাদে অতিথি

কৃতকৃত্ত বিবিংশতি রাজা সত্তাবত

আর চিত্রসেন—দক্ষ দুরোধরে,

পক্ষপাতশূন্যক্ষেত্রীড়ায় রাখিবে লক্ষ্য ।

দিহু অনুমতি ত্রয়োদশ, ত্বর কর আয়োজন ।

নিয়ে চল সঞ্জয় আমার যুধিষ্ঠির-পাশে ।

(দর্শন-সম্ভাবনান)

ভীষ্ম ।

দৈব, দৈব ! বিহর, দৈব বলবান্ ।

বিহর ।

নহে ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ আপনি করিতেন সাবধান,

যুধিষ্ঠিরে নিতে এই নিমন্ত্রণ !

[প্রস্থান ।

শকুনি ।

ভগবান্ সাবধান করেন সতত ;

কিন্তু “আমি” এসে হ'লে ব্যবধান,

কয়জন অবধানে শোনে সে ইঙ্গিত ?

বেত্রাঘাতে কোনো ছাত্র হয় সংশোধিত,
 অন্ধ আত্মগরিমায় অগ্নে যায় অধঃপাতে ।
 বলবান, ধনবান, ক্ষণিক ক্ষমতা করি
 আপন আয়ত্ত, দৌরাভ্যা যথনি করে
 সাধুশাস্ত্র প্রজার উপর,
 শাসনেতে শাস্তিরক্ষা তরে
 ভ্রবা ভূপতি প্রেরণ করে সৈন্ত সেনাপতি ।
 উৎপাত অধিক হ'লে টলে সিংহাসন,
 নিজে নরপতি তথা করে গতি,
 ভূষ্টশক্তি করিয়া দমন, মুক্তি দিতে পীড়িত প্রজায় ।
 বিচিত্র স্বরূপ ক্ষেত্রে কেন ভাবি তবে,
 যদি বিশ্বপতি জগৎ-ঈশ্বর, নররূপে ধরাধামে হন আবির্ভাব ;
 পৃথিবীতে প্রকাশিতে ধর্মের প্রভাব,
 ছঃখীরে করিয়া রক্ষা,
 দানব-প্রকৃতিগত মানবে দমন করি ।
 আকৃষ্ট যতপি কুব্জ মেদিনীর পৃষ্ঠে বৃষ্টিবংশে
 অবতার রূপে সাধুজনে দিতে পরিভ্রাণ,
 শোণিত-পিপাসী সর্বগ্রাসী অসিজীবী জনে করিয়া বিনাশ ।
 আমি অস্ত্রমাত্র চক্রধারি-করে,
 ল'য়ে যেতে ধ্বংসপথে কুলবংশ-পাণ্ডু নিজ ভাগিনায় ।
 মান ! মান !
 অভিমানে হতমানকারী বীরঠ শিষ্টের ।

[প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শুভ্র-সংবাদগ্রহণে আদিষ্টা চৌকি-কতিপয়ের অতি ধীরপদে প্রবেশ ও
প্রাচীরছিদ্র-গবাক্ষ, তিরস্করণী প্রভৃতি অন্তরাল হইতে দৃষ্টিক্ষেপে অক্ষগৃহের
অভ্যন্তরদর্শন ও ইতস্ততঃ লুকায়িত রহিবার প্রচেষ্টা)

(গীত ও নৃত্য দ্বারা উক্ত ভাবাদি অভিনয়)

ঠারে-ঠারে ক'য়ে কথা

আড়ে-আড়ে দেখে যাই ।

চুপি-সাড়ে তাতাতাড়ি

এ-বাড়ী এসেছি তাই ॥

(নেপথ্যে বহুবর্ণে-হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—হাস্য)

ওমা, একি হাসি—কা'রা হাসে !

মাগো, হাসি যেন খেতে আসে ।

দেখিস্, আশে-পাশে কেউ না আসে,

তরাসে বুক কাপে লো পাছে ধরা পড়ি ছাই ॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার হাস্য)

আবার অই হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

উহঃ, কাঁটা দিয়ে ওঠে গা,

ধর্ম্ম বুঝি সব হারালে—যাঃ,

মামা মাং ক'রেছে বাজি দিতে জানাইগে ভাই ;

পা টিপে-টিপে স'রে প'ড়ে ছাড়ি পাপ ঠাই ॥

[প্রস্থান ।

[ভীষ্মার্জুনের প্রবেশ]

অৰ্জুন । চিরস্থির যুধিষ্ঠির আজি ছন্নমতি ;
 কোথা সে-জ্ঞানের জ্যোতি, ধর্ম্মের বিভূতি ;
 উন্মাদের প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু,
 বিক্ষারিত আঁখিতারা ;
 বজ্রজ-রঞ্জিত মঞ্জু নাসিকার শেষ,—
 উগ্র সুরাপানে যথা ।

(নেপথ্যে হাস্তধ্বনি)

ভীষ্ম । অই, অই, হারিল হারিল, পুনঃ হারিল পাণ্ডব ।
 বৃথা দিগ্বিজয়—বৃথা বলক্ষয়,
 বৃথা এ সঞ্চয়শক্তি, রাজ্যের বিস্তার ।
 হাসিতে হাসিতে যেন হরে' নিল সব,
 যত্নেতে রক্ষিত যত রত্নের ভাণ্ডার,
 অস্থিতে অক্ষের রেখা করিয়া গণনা ।
 কেন এলো এ ঐশ্বর্য, মাৎস্যর্যের ধৈর্য্যহারী বীজ ।
 জ্যোষ্ঠতাত অহুমতি ! কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা হয়
 পাপকর্ম্মে অহুমতি করিলে পালন ?

অৰ্জুন । অক্ষে পাপ ব'লে নাহি করে গণ্য রাজার সমাজ ।

ভীষ্ম । লোভের তাড়নে প্রবোধিতে মনে,
 ভদ্রতার আখ্যা পেলে দূতের এ উপদ্রব ।
 একগুণ ঋণ দিয়ে শতগুণ বৃদ্ধি নিলে
 ধৃতরাষ্ট্র পাশার পাষ্টিতে]
 নষ্ট ভণ্ড দৃষ্টিহীন পূর্বজন্য দৃষ্টিতির কলে ।

অৰ্জুন । গুরুজন—গুরুজন ভাই !

ভীম । তথাপি দুর্জুন ।

ভিত্তারী করিতে চান ভ্রাতার তনয়ে ।

অর্জুন । পূর্বে যুঝিয়াছি পথে পথে,

ল'য়েছি আশ্রয় বৃক্ষপাদমূলে,

দুঃখিনী জননী সনে পঞ্চভাই মিলে ।

এবার কাঁপিছে বৃক্ক স্মরি যাজ্ঞসেনী-মুখ ;

চির স্মৃথী রাজার হুহিতা !

লজ্জায় লুণ্ঠাবো কোথা তারে সাথে লয়ে ।

ভীম । অর্জুন !—অর্জুন !

ভুলে যাব শিষ্টাচার, কনিষ্ঠের কর্তব্য ব্যাভার ;

বহাৰো রক্তের নদ ভেসে যাবে সব সভাসদ তায় ।

ভীম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি বুধিষ্ঠিরে না করিব ক্ষমা ।

(নেপথ্যে হাসি)

এক হাসি খল খল,

অনল-উত্তাপ আসে হাসির বাতাসে !

অর্জুন । স্থির হও, স্থির হও, আশা !

[নহে বীর কার্য্য প্রভুত্বশক্তির হত্যা !

ব্যক্তির ক্ষতির তরে যুক্তি নয়

সমাজবন্ধন ক'রে দিই ছিন্ন ।

প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠা মোরা করিয়াছি জ্যেষ্ঠ বুধিষ্ঠিরে ;

আজ্ঞাবাহী তাঁর সন্তোর রক্ষণে ।]

চল যাই, দেখি গিয়া কি হয়েছে এতক্ষণ !

হা কৃষ্ণ, পাণ্ডব-জীবন !

তব দূরদৃষ্টি করে'নি কি লক্ষ্য অন্ধ উপলক্ষে এই সর্বনাশ !

[ভীষ্ম । পরীক্ষক সনা পক্ষপাতহীন ।
 বিশেষতঃ দীনেব সহায় কৃষ্ণ ;
 রাজা হবে শক্তিমান্ আপনা রক্ষিতে ।
 দরিদ্র-কুটীরে প্রথম উদয় কৃষ্ণ
 পাণ্ডবে ভেটতে ।]

ভীষ্মার্জুনের প্রস্থান ।

(ভীষ্ম ও বিহরের প্রবেশ)

[বিহর । প্রথমেতে ধর্ম্য কিছু হয়নি সম্মত
 অক্ষদ্বাতে হঠতে প্রবৃত্ত ;
 কিন্তু প্রজ্ঞা-চক্ষু বার বার নিজ আজ্ঞা
 করিণে প্রকাশ, গুরুবাক্য লজ্জিত্যপারে
 না হ'ল সক্ষম । বিশেষতঃ—

ভীকৃত-কলঙ্কভর করে ক্ষত্র মাত্র ;—

ভীষ্ম । অক্ষপ্রিয় চিরদিন পাণ্ডব প্রথম পুত্র ।
 অক্ষের দক্ষতা দেয় বুদ্ধি-পরিচয়
 সচিবনিচয় কয় চিরদিন ।

দুঃখের দৌরাণ্ডা অতি মন্তিকমাঝারে,
 মন্ততা খেলায়ে যবে আনে পরাজয় ।
 নষ্টপণ করিতে উদ্ধার, বুদ্ধির বিচার,
 হারায় প্রভুত তার মনের উপর ।

সর্বশ্ব হারালে তত ক্ষতি নাই ;
 কিন্তু যুধিষ্ঠির আত্মহার্য্য ;
 সত্য বলি ক্ষতা—যুধিষ্ঠির আত্মহার্য্য,

এ দেখে যে কি ব্যথা বেজেছে বুকে,
মুখে তা' বলিতে নারি ।]

(নেপথ্যে হোঃ হোঃ হোঃ হাসি ও জিতং জিতং শব্দ)

শকুনি চীৎকার করে অতি অমঙ্গল !

[ভীষ্ম ভুজবল, অর্জুনের ধনুর্কটকার,

শঙ্কার কারণ বটে বিপক্ষের পক্ষে ;

কিন্তু মূলধন পাণ্ডবের—

অক্ষয় অমূল্য দান বিধাতার,

অবিচল ধন্যবুদ্ধি যুধিষ্ঠির-মনে ।

সে হোলো চঞ্চল—

হায়, সে হোলো চঞ্চল, চঞ্চলার অঞ্চল-দোলনে ।

বিদুর । অথবা—

দুর্জনে দমিতে বিধি উর্দ্ধে তোলে তারে,

পাতনের আঘাতেতে ক'রে দিতে চূর্ণ ।]

ভীষ্ম । দক্ষিণ কি বাম পাঁজির ভাঙ্গিবে যোর

একের পতনে ।

আরো কত দৃশ্য ভীষ্ম দেখিবি নয়নে

মৃত্যু-ইচ্ছা বীতরাগে আসিবার আগে ।

বিদুর । যাবেন কি সভাস্থাগে ?

ভীষ্ম । এস—কিঞ্চিং নিঃশ্বাস ছেড়ে আসি বিমুক্ত বাতাসে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত রঙ্গশালা

(মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রতাপাষ্ট্র, পার্শ্বে—সঞ্জয়, দক্ষিণে—দোণ কৃপ
প্রভৃতি সচিববৃন্দ ; বামভাগে—দ্যুতাদ্যক্ষগণ—সভাসদগণ নগরবাসীগণ
উভয় পার্শ্বে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট । কক্ষতলে পাশাখেলায়
নিযুক্ত যুধিষ্ঠির ও শকুনি এবং উভয় পার্শ্বে যথাস্থানে অত্র
চারি পাণ্ডব ও ছুর্যোধন কর্ণ বিকর্ণ প্রভৃতি—
যথোপযুক্ত দ্বাররক্ষক বাঞ্জনকারী ও অন্ত্রাত্ত
পরিচারকবর্গ যথাস্থানে দণ্ডায়মান)

যুধিষ্ঠির । কি হেতু নিবৃত্ত হবো ?
অযুত প্রযুত পদ্ম অর্কবুদ নিখর্ব—
অসংখ্য অসংখ্য ধন আমার ভাণ্ডারে ।
এইবার বুঝিব তোমায় ।
পুত্র-জনপদ-ভূমি এক লক্ষ অষ্ট শত
সুবর্ণ-পূরিত কুন্ত অগণ্য হিরণ্যরাশি
করিলাম পণ ।

শকুনি । ভাল, কর নিরীক্ষণ ;
কৃতহস্ত, বিবিশতি, রাজা সত্যব্রত,
দ্যুতাদ্যক্ষগণ, ভাল ক'রে কর নিরীক্ষণ ।
চাতুরীর অক্ষ নয়, ক্রয়ের দক্ষতা ।
এই—এই—এই জিতলাম ।

(ছুর্যোধন ও সপক্ষবর্গের উল্লাস ও হাস্য)

ধৃতরাষ্ট্র । (সোদোঃগ) কিং জিতং কিং জিতম্ ?

এ্যাঃ—সঞ্জয় ।

সঞ্জয় । কুরুরাজ দুর্যোধন ।

ধৃতরাষ্ট্র । ভাল, ভাল ; না সঞ্জয় ?

দুর্যোধন ধর্মপরায়ণ ;

না সঞ্জয়, তাই দেবতা সদয় সদা

মম প্রিয় পুত্রের উপর ।

বিকর্ণ । যুধিষ্ঠির-পরাজয়ে আনন্দ অপার,

দেখি অনেকের মনে ।

ধৃতরাষ্ট্র । না—না—কারো পরাজয়ে নয়, কি বল সঞ্জয় ?

অক্ষের এ-রীতি কভু জিতে এক পক্ষ কভু বা অপর ।

বিকর্ণ । প্রেতের অস্থিতে গড়া পাণ্ডি' নাতুলেব,

এক পক্ষে চক্ষু আছে করিয়া বিস্তার ;

ভূতে বুটে আনিতেছে পাণ্ডব-ভাণ্ডার ।

না হোলে লোহার কায়া কেবা রাখে ছায়ার এ-মায়া দান !

ধৃতরাষ্ট্র । এ্যাঃ—সঞ্জয় !—কি বাল বিকর্ণ ?

বিকর্ণ না—াঃ—াঃ ! বালক—বালক !

যুধিষ্ঠির দুর্যোধন ভিন্ন কি আমার চক্ষে ?

যুধিষ্ঠির কিংবা দুর্যোধন, ইন্দ্রপ্রস্থে বে হোক রাজন্.

একই কথা, একই কথা, না সঞ্জয় ?

আর হস্তিনায় দুর্যোধন, দুর্যোধন ;

চলুক চলুক খেলা ; বেলা বুঝি অবসান !

সঞ্জয় । সঙ্ঘার বন্দনা-গান হয়ে গেছে কিছুক্ষণ ।

ধৃতরাষ্ট্র । শুনি নাই—শুনি নাই, ছিহ্ন অস্ত্র-সন ;

জিতং জিতং রবে চিত্তহারি হ'তে হয়,
কি বল সঞ্জয় ? হাঃ হাঃ—প্রদীপ্ত প্রদীপ এবে;
তৈলের স্ফুটন পশিছে নাসায় ।

সন্ধিক্ষণে ভাগ্য ফেরে ;
আমার স্নেহের ধন্য জিনিবে এবাব ।

যুধিষ্ঠির । প্রণিপাত, প্রণিপাত জোষ্ঠতাত !
হারি-জিনি নাহি জানি পণ ক'রে যাই ।

পণ—পণ—পণ ;
সিকুপারে আছে মম রক্ত-কাঞ্চন,
মাণিক্য রতন—

শকুনি । বহুক্ষণ, বহুক্ষণ, বহুক্ষণ,—
দুর্যোধন জিনেছে সে-সব ।
গজ বাজী রথ আসিয়াছে একপথে কুরু অধিকারে ।

স্থির কর মতি, ভূমিশূন্য হে ভূপতি !

(দুর্যোধনের প্রতি)

ঐশ্বর্যের ভোজ্য দিচ্ছ প্রচুর প্রচুর ;
জীর্ণ কর, জীর্ণ কর, রাজা দুর্যোধন ।

আবার, আবার খেল, আবার আবার ;
আশার উদর নাহি পূরে কদাচন ।

মদিরা-সমান এই কাঞ্চন-অর্জুন,
পানের উপরে পান বাড়ায় পিপাসা ;

চেতনা এ-দেহে থাকে যতক্ষণ—

কাঞ্চন—কাঞ্চন ; পরে—

দুর্যোধন । কে জানে কি হবে পরে দূর দূরান্তরে ;

বর্তমান—বর্তমান ;—

মুর্ধিমান্ মহানন্দ ভোগের ভাণ্ডারে বসি

ভিখারী হেরি ।

দুঃশাসন । মাঝে মাঝে মাতুলের আসে ধর্মজ্ঞান ।

কর্ণ । মুখোমুখি ব'সে কি না ধর্মরাজসনে ।

শকুনি । মজ্জাগত ব্যাধি বৎস, মজ্জাগত ব্যাধি ।

লজ্জায় মরমে মরি ; এত সাধুসঙ্ক যোগে

রোগের না হোলো উপশম ।

তবে কি খেলায় ক্ষান্ত দেবে ধর্মরাজ ?

যুধিষ্ঠির । কি আর করিব পণ ; কিছু তো আসে না মনে ;

কিছু তো আসে না মনে—

গিয়াছে গজতা ;

শূন্য অশ্বশালা ; গাভীর গোয়াল ;

রত্নের ভাণ্ডার, বস্ত্র অলঙ্কার ;

দাস দাসী রাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থ-বাস ।

কাঙাল ক'বেছি অমুজ ক'জনে ;

নাহি পর্ণশালা,

জীর্ণবাসে নিদ্রাপাশে ভুলিতে ক্ষুধার জ্বালা ।

কর্ণ । অসিদ্ধন্দ অক্ষত্বন্দ যুদ্ধ সমতুল ।

সৈন্তের বিনাশে, সেনাপতি কবে

নিভায়ে যশের জ্যোতি, প্রাণ ল'য়ে করে পলায়ন ?

যুধিষ্ঠির । মম প্রাণ প্রয়োজন ?

দুর্যোধন । কিছুমাত্র নয়, বৃথা সংকারের ব্যয় ;

অশৌচগ্রহণ হেন শুভগ্রহ সঞ্চার সময়ে ।

ভাগোর লক্ষণ ফিরে ফণেশ্রবণ ;

পাশা কি দেয় না আশা ছদয়ে তোমার ?

একদানে রাজাধন পুনঃ পার জিনে নিতে ।

যুধিষ্ঠির । পারে কি অর্জুন, তব অগ্নিবাণ করিতে সন্ধান,

শুভগ্রহ মম আছে লুকায়ে কোথায় ?

ভাল, কিছু নাই, কিছু নাই আমার বলিতে ।

করিলাম আত্মপণ ।

সভাস্থ সকলে । (সবিস্ময়ে) আত্মপণ ! আত্মপণ !

যুধিষ্ঠির । হ্যাঁ-হ্যাঁ—আত্মপণ !

যদি কিছু নাই এ-জগতে আমার বলিতে,

এখনো তো আছে যুধিষ্ঠির ;—

সেই যুধিষ্ঠির পণ এইবার ।

ভীম । কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই আমার বলিতে ?

কারে কবে বিক্রয় ক'রেছ ভীমে ?

অর্জুনে দিয়েছ দান ?

কতদিন মাদ্রীক্ষত হ'য়েছে তোমার পর ?

যুধিষ্ঠির । ভাই—ভাই—কাড়াল করেছি, পথে বসায়োছি,

আর কেন—আর কেন আর কেন শান্তি দাও

এই দ্যুতভূত-গ্রস্তে ?

সহদেব । আর্ঘ্য ! অতি সত্য তত্ত্ব উচ্চারিত মধ্যমের মুখে ।

জ্যেষ্ঠ ব'লে শ্রেষ্ঠ তুমি,

সেবা-অধিকারী অমুজ সবার ;

যথা যুধিষ্ঠির তথা দ্রাতৃচতুষ্টয় ।

যুধিষ্ঠির । কিন্তু, কিন্তু এ-কি পণ ?

নহে মুকুতা ঝাণিক্য স্বর্ণ, মেদিনীর ষাটী
নহে গজবাজী, দাসদাসী সেবার জীবিত যজ্ঞ !
এ-কি পণ ! এ-কি পণ ! মানব—মানব !
প্রণবে পবিত্র আত্মা ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজপুত্র—

ভীম । হয়ে যাক বলি সমাপন ; অকারণ চিন্তা এই—

বুধিষ্টির । স্থির হও, স্থির হও ভাই !

হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভাই, ভাই স্নেহের পিপাসী মাত্র,
অন্ত কোনো অধিকার নাই ; তবে শান্ত, হে সূজন,—
নগণ্য পণের প্রায় পাশায় করিব পণ ?

অর্জুন । ক্ষান্ত হোন ক্ষান্ত হোন প্রভু,

কানাকানি করে অত্র পক্ষ ;
চাপে না স্নেহের হাসি রাধেয়-অধরে ।
খেলা ফেলে চ'লে গেলে যদি অপমান,
করুন অনুজ সহ ধর্ম্মরাজে দান ।

বুধিষ্টির । ঠিক—ঠিক—(অর্ধোন্মত্তভাবে)
ভাল, গেছে রাজদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড,
লুপ্তিত ভাঙার—

(নেপথ্যে ভীষ্ম ও বিজয়ের প্রবেশ)

সপাঞ্চালী পাণ্ডব এবার পণ ।
যাক—সব শেষ হোক হাড়ের এ-খড়-খড় রব !

ভীষ্ম । এ-কি ! এ-কি পণ ! সত্য এ-কি পণ !

ভীম । অন্ত বচন ধর্ম্মরাজ'
কখনো কি করিয়াছে উচ্চারণ ?
ফেল পাণ্ডি, বুধিষ্টির-ছুটাই হে শকুনি মাতুল ।

ধৃতরাষ্ট্র । অঃ সঞ্জয়—অঃ সঞ্জয় !

শকুনি । (পাশা ফেলিয়া)

জয়—জয়—কৌরবের জয় !

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব তোমার ;

যথা ইচ্ছা কর দুৰ্য্যোধন !

দুৰ্য্যোধন । মাতুল ! মাতুল ! অতুল মহিমা তব ।

কৌরবে গৌরব দিতে তোমার স্বজন !

শকুনি । অতুল মহিমা মম ? ঠিক,—অতুল মহিমা মম

(একান্তে) ইয়া—আমার স্বজন

তোমাতে পাঠাতে কোনো প্রসিদ্ধ প্রদেশে ।

দুৰ্য্যোধন । সখা, আজ্ঞা দাও জঘন্ত পুরুষগণে

ল'য়ে যেতে ভীমে নগরসীমার পারে ;

ডুবাতে মহিষমুগ্ধ দুৰ্জ্জাত দাসেরে

গোজলের কুস্তে ; জীবিকার তরে পরে

সেবায় ভজিবে রাজগজাজীব ।

যুধিষ্ঠির—ধৰ্ম্মরাজ, দাও ধৰ্ম্মকাজ ;

গোশালার জঞ্জাল করিবে দূর ।

এবার অৰ্জ্জুন—বহুশূণ, বহুশূণ !

বিনা সবো দিব্যতুণ ;

আর কোন্ কাজে

নিপুণ আমার দাস পাঞ্চালীবল্লভ,

জান কিহে সখা ?

কর্ণ । তোমার এ ভূতা গুনি নৃত্য করে চমৎকার ;

অধি ঠারে নাবী নাকি হারে !

রাজপুর বারাজনাগণে রজ-শিক্ষাভার
জিতেস্ত্র গাণ্ডীবচস্ত্রে করিলে অর্পণ—

দুর্যোধন । সাধু, সাধু, কর্ণ বিনা কর্ণে মম
হেন মধু কেবা ঢালে আর ?
বার্থ বিদ্যা নাহি হবে পার্থ ;
সত্ত্ব দিব সপ্ততন্ত্রী মুরজ মন্দিরা ।
কুলের মুকুল ছুটি নকুল ও সহদেব,
কাঞ্চন-করঙ্ক মম পানপাত্র আর,
বহনের ভার দৌহার উপর ।

ভীম । চেন হীন জন্মে ভদ্রকূলে !
হা ধিক, পালত দাসী-উদ্ধদেশে বাল্যে,
নহে গান্ধাবী মাতার কোলে ।
আব কর্ণ ! স্বর্ণ-গর্ভজাত তুমি নাহিক সংশয় ;
নহিলে হ'তে না প্যাত দাতাকর্ণ নামে ,
কিস্তি হৃদ্ধদোষে মুগ্ধ তুমি প্রভুত্বের প্রেত-প্রেরণায় ।
মানী দুর্যোধন ! মানী দুর্যোধন ! কর সবে নিরীক্ষণ ;
এক জন্মদাতা দুজনের জনকের,
দুজনেরই পিতা করিয়াছে একগর্ভে বাস ;
কর নিরীক্ষণ, অই ভৃত্যের ভ্রাতায় ।

(দুর্যোধন প্রভূতির উচ্চহাস্য)

এই পাপের আনন্দ হাসি
একদিন শ্বাসরোধ ক'রে দেবে তোর ।
কোষ্ঠতাত, কতদিন লিখেছেন
“দেবকী” অই তনয়ের পায় ?

- কর্ণ । গোত্রগৰ্ব্বহলে হৃতপুত্রগলে একদিন
মালা দিতে অবহেলা করেছেন যিনি,—
সেই গরবিণী পাঞ্চাল-নন্দিনী এবে
কি ভাবে তোমার দেবা করিবে রাজন্ ?
- অৰ্জুন । হীনমতি ! প্রতিহিংসা নারীর উপর !
- কর্ণ । রাজস্বগ্রহণকার্যে স্মৃতিজাগরণ,
সচিবের ধর্ম চিরদিন ।
- ভীম । স্বধর্ম করিয়া রক্ষা কোটিতক্ষ-কর্মে
হ'তে যদি দক্ষ, দাক্ষ চিরি কারুকার্য
করি সমাধান, শিল্পী বলি পাইতে সম্মান ;
গৃহসজ্জা-উপাদান করিয়া নিৰ্ম্মাণ,
সমাজের কাজে আজি উইতে সহায় ।
নির্ব্বাণ হয়েছে বুঝি ক্ষত্রভুজতেজ,
তাই হৃতধর করে ধরে ধনুর্বাণ,
রাজহ্রসমান বসে
পাত্র-পরিচ্ছদে করি গাত্র আবরণ ।
- দুর্য্যোধন । বর্ণ-অভিमानে কর্ণে করি অপমান,
বুদ্ধিমান্ ব'লে বড় দিছ পরিচয় ।
ধৃতবক্ষে বিধিকৃত বীভের কবচ,
ভূমিষ্ঠ ভূষিত হ'য়ে রাজ্যটীকাভালে,
অঙ্গরাজ ব'লে যারে ক'রে আলিঙ্গন,
দৃষ্টিমাত্র সখা ব'লে মিষ্ট সম্ভাষণ
করিয়াছে দুর্য্যোধন, তাঁকে কি চিনিতে পারে,
বল সম গণ্য দৈত্য-মন জন ।

মানব-বিজ্ঞানবুদ্ধি করি উপহাস্ত
অদ্ভুত রহস্ত যেন সময়ে সময়ে,
দেখান বিধাতা বুদ্ধি সৃষ্টিমাঝে তাঁর ।
শশাঙ্কে কলক তাই পঙ্কেতে কমল ;
শুভ্রগর্ভে মুক্তা ফলে সুষুপ্তি-বিরোধী ;
শিখী করে কেঁকাধব, কোকিল কুহরে ।
ধীবরী পীবরীগর্ভে ব্যাসের জনম ;
সুশিষ্টা সুন্দরী নয় বশিষ্ঠজননী ।
বলো সখা, কিবা মম প্রাপ্য ?
আর কিবা প্রাপ্য, স্মরণ না হয় ।

কর্ণ ।

চির ধর্ম্মময় যার পরিচয়,
সুধাও তাঁহারে সখা,
একা কি পাণ্ডব-পণ ?
কিহা অত্র প্রিয়জন নাম উচ্চারণ করি
সভার্য্যা সামুজ্জ নিবেদন করেছেন আপনায় ?

সভাস্থ সকলে । (সবিস্ময়ে) সে কি ! সে কি !

শকুনি ।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—যেন—যেন—
হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ'তেছে স্মরণ ।
না—না—যুধিষ্ঠির—
বলেছিলে “সপাঞ্চালী-পাণ্ডব এবার পণ—”

ভীম ।

এ কি কথা জোষ্ঠ ?

যুধিষ্ঠির ।

তৃণ—তৃণ—পানীয়ং দেহি মে ।

[অর্জুন, নকুল ও সহদেবের শুশ্রূষা ।]

কর্ণ। মাফ্য ভীষ্মদেব—

পণ উচ্চারণকালে সভাতলে প্রবেশ যাহার ।

ধৃতরাষ্ট্র। না—না—পিতা, পিতা, এ কি কথা ?

ভীষ্ম। কোনো কথা কেহ নাহি জিজ্ঞাস আশ্রয় ।

অক্ষতে উন্নত বাক্যে মাফ্য দিতে

সত্যব্রত নাম নাহি ধরি ।

(ভীষ্মের ও বিহুকের অপসারণ)

হুঃশাসন যথেষ্ট যথেষ্ট ;

এ-অধিক কত স্পষ্ট আর প্রয়োজন ।

আমি যাই দাসীরে আনিয়া দিতে রাজ-পদতলে ।

[প্রস্থান ।

রাজাব নন্দিনী রাজোৎসবী ষাঙ্কসেনা,

দাস-দাসী গজ-বাজী সনে

তার পুণ্যনাম করেছে কি উচ্চারণ

উন্নত রসনা ওই পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠের ?

অর্জুন ! অর্জুন ! এ-কথা কি বিশ্বাস তোমার ?

পিতামহ প্রতিবাদে হইয়া অশক্ত,

বিরক্তিতে তাজিলেন সভাতল ।

পুরুষ বলিয়া দিই পৃথিবীতে পরিচয় ;

নারী-নির্যাতন এ নয়ন দেখিবে না কভু ।

পরিচর্যা-প্রত্যাশার করি নাই ভাব্যারে গ্রহণ ;

রক্ষণের ভার তার বিপদে বিপাকে,

পীড়নে কি অত্যাচারে অর্পিত পতির 'পরে ।

অসহ্য হ'য়েছে পার্থ,
 ক্ষত্রনাম ব্যর্থকারী জ্যোষ্ঠের এ নষ্ট আচরণ ;
 অগ্নিকুণ্ড করি' প্রজ্জ্বলন,
 দগ্ধ করি' দিব অক্ষক্ষপ-পটু ওই ভুজযুগ।
 অর্জুন । কেন ভুলে যাও দেব, কেন ভুলে যাও,
 জ্যোষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিরদিন।
 ভীষ্ম । আর উচ্ছিষ্ট কি ধর্মপত্নী সংসারের রত্ন ?
 যুধিষ্ঠির । অতি সত্য যুক্তি তোমার এ উক্তি মধ্যম আমার।
 করো দগ্ধ এই ছবাকারে।

(দ্রৌপদীকে আকর্ষণ-পূর্বক দৃশ্যাসনের প্রবেশ)

কৃষ্ণা । ছিঃ ! ছিঃ ! ছাড় ছাড়, এ যে সভা !
 পুরুষের চক্ষু চারিধারে।
 কি লজ্জা ! কি লজ্জা ! বিগলিতা সজ্জা স্বলিতা কবরী,
 বিনা আবরণ, দেখে গুরুজন, পারিষদগণ।
 ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দাও হাত ;
 দেবর আমার তুমি সোদর সমান।
 কুরু-কুলবধু আমি—

দৃশ্যাসন । দাসী ! দাসী ! দাসী !
 কৃষ্ণা । (হস্ত ছিনাইয়া) দাসী ! দ্রুপদ-দুহিতা ! পাণ্ডব-মহিষী,
 দাসী আমি ! কে সাহসী হেন সম্বোধনে ?
 হর্ষোদন । পণে তোরে হারিয়াছে যুধিষ্ঠির ;
 দাসী তুই এবে, দাস পঞ্চপতি তোয় ;
 পঞ্চপতি—পঞ্চপতি—বুঝিলে পাঞ্চালী ?

- কৃষ্ণা । পণ ! দাত ! কে করিল বৃদ্ধিচ্যুত ধর্মরাজে ?
 দ্বাতে কে প্রবৃত্তি দিল ?
- ভীম । মৃত্যু হ'তে শত্রু তাঁর সত্য-অমুরাগ ।
- অর্জুন । শাস্ত, শাস্ত, আর্ঘ্য !
- হুঃশাসন । কি আদেশ নর-রায় ;
 আর্ঘ্য! ভানুমতী-পার, পাণ্ডব-জায়ায়,
 করিব কি সমর্পণ সেবার কারণ ?

(কৃষ্ণার হস্তধারণ)

- কৃষ্ণা । (হস্ত ছিনাইয়া) তিষ্ঠে কে, কেশরীপৃষ্ঠে বিনা দুর্গা দশভূজা,
 গ্রামা বই দেবী কই দাঁড়াতে শিবের বক্ষে !
 শমনশাসনপটু বীর দশানন
 ক'রেছিল জানকীহরণ বলে ;
 কিন্তু, পারে নাই সীতারে করিতে ভীতা,
 অথবা নমিতা, চেড়ী-বেত্রাঘাতে ।
 শিশু-গোপ্তীমাত্র যেই যষ্টির অধীন,
 মার্কজার বাহন তাঁর ।
 ক্রপদ-হুহিতা আমি পাণ্ডব-বনিতা,
 সন্ধ্যা কি কি ভানুমতী সহিতে আমার সেবা ?
 হীনশিলা ফেটে যায়,
 তেজস্বী ব্রাহ্মণ যদি পূজা দেয় তায় ।
 ভেসে যায় ঐরাবত জাহুবীর বেগে ;
 বিজ্ঞানীর আলিঙ্গনে আর্ন্তনাদে কঁাদে মেঘ,
 অশ্রুজলে ভিজায় ধরণী ।

বিকর্ণ । (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)

তাত ! তাত ! এ-উৎপাত কর নিবারণ !

জ্বলে যাবে সিংহাসন নারী-নির্যাতনে ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয়, সঞ্জয় ! বল ছঃশাসনে—

হর্ষোদন । রাজার আসনে রাজ-উক'পরে

বরাক্ষার বসাব আদরে ;

সারাক্ষা সেবিকা সম না রাখিব দাসী-বাসে ।

ভীম । জালে-বদ্ধ কেশরী সনান

এই অপমান-বাণী শুনিছে শ্রবণ !

রাখিও স্মরণ, রাখিও স্মরণ, ইন্দ্র প্রস্থ-অধীশ্বর !

যে-দর্পে দেখালে উক এই কুরুকুল-কুমি,

সে-দর্প করিব চূর্ণ,

ভগ্ন কবি' ওই উক গুরু-গদাঘাতে,

বিধির ইচ্ছায় দিন পাব যবে ;

ভুলো না ভুলো না -- রাখিও স্মরণ ।

কৃষ্ণা । স্মরণ !

অদ্ভুত স্মরণশক্তি নারীর সম্পত্তি ;

নহে রসোতে লিখিত লিপি জীর্ণ স্মৃতিপত্রে,

কালক্রোড়ে ধুয়ে মুছে যায় ।

পাষণে ক্ষোদিত পাঠ অক্ষয় অক্ষরে,

সাক্ষা দিতে রক্ষে তারা বক্ষে চিরকাল ।

প্রেম কি বিবেক অমর রঙ্গীগমনে ।

ছঃশাসন । চল এবে রাজার সদনে ।

[দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ]

কৃষ্ণা । ছাড়—ছাড়—বেদনা—বেদনা—

ভীম । কেঁদ না কেঁদ না, হবে ধর্মকর্ম্মনাশ,
মর্ম্মব্যাথা কবিলে প্রকাশ ।
পাণ্ডুর প্রথম পুত্র বিপ্রাচারী বীর,
হোমকুণ্ডে ঢালিয়া আছতি
বিভূতি বাড়াবে তব লজ্জানবারণে ।

অর্জুন । মধ্যম ! মধ্যম !
জান কি এখনো, কেন নাচি করি আত্মহতা ?
অগত্যা—অগত্যা—ভুলেছি আপন সত্তা ;
শ্রেষ্ঠ বলি জ্যেষ্ঠের করিব পূজা প্রতিজ্ঞা সবার ;
আর আছি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অপেক্ষা করি ।

কৃষ্ণা । সাক্ষা সূর্য্যদেব ! সাক্ষা বংশপতি শশধর !
সাক্ষা ক্ষত্রিয়-সমাজ !
সাক্ষা হও অন্তরস্থ পরমপুরুষ !
বিগলিতা বেণী, রাজ্যো যাজ্ঞসেনী,
প্রতিজ্ঞা করিছে সত্য এই সভাতলে ;
কাপুরুষ হুঃশাসন-হস্তে সিক্ত না করিয়ে কেশরাশি,
কবরীবন্ধন করিব না কভু থাকিতে জীবন ।
পবন হুলাবে এই কুস্তলের জাল
কালের নিশান সম, যমদ্বার-পথে
আকর্ষিত কর্কশ-কঠোর করে,
তোরে ওরে হুঃশাসন, কুলের মশন পুত্র
অন্ধ শত্রুরের, পশু বলি সম্বোধিলে বারে,
হয় শূকরের অপমান ;

তোমার সংহার বিনা এ বেগী-সংহার
নাহি হবে দ্রোপদীর ।

ভীম । * যে ক্রোধ আজিকে কষ্টে করি সংবরণ,
সে রোষ রাক্ষসরূপে হইয়া প্রকাশ,
একদিন সর্বনাশ-পর্ব তোরে দেখাবে বর্বর ;
কেন ভীম কর্বরীর বর, বুঝিবে অমর-নর ।
মুঠাঘাতে ভেদি' হুষ্ঠ দুঃশাসন-বক্ষ,
করি অঞ্জলি অঞ্জলি তার তপ্ত রক্তপান
হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করি আজিকার,
বাধিব তোমার বেগী দেবী যাজ্ঞসেনী,
সাজাইতে রাণীবেশে শোণিতের অভিষেকে ।

সামন্তাদি । সাবধান সাবধান রাজা পুত্ররাষ্ট্র,
অতিষ্ঠ এ স্থান নারী অপমান যথা ।

[বিকর্ণ ও সামন্তগণের প্রস্থান ।

দুঃশাসন । রাজদণ্ডে মুণ্ডপাত হবে বিদ্রোহী দাসের ।
যাজ্ঞসেনী, দ্রোপদী, কি কৃষ্ণা বা পাঞ্চালী,
পঞ্চপতিবতী সতী,
আবরণ হরি তোর এই সভা মাঝে,
সমাজের ঘৃণ্য বলি প্রমাণ করিব আজি ।

(বজ্রাকর্ষণ)

কৃষ্ণা । কেহ নাহি হেথা ! কেহ নাহি হেথা !
রমণীর লজ্জা করে নিবারণ—হেন কেহ নাহি হেথা !

সজয় । কি সৌভাগ্য ! কি সৌভাগ্য তব প্রজ্ঞাচক্ষু !
বন্দ দেব সেই গুণবানে অন্ধ তুমি যাহার কৃপায় ।

গন্ধে তুমি করিছ কি অনুমান

কুলবধু অপমান, বসন-হরণে !

কৃষ্ণা ।

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

করণা-কোমল চক্ষে চাহ পীতাম্বর !

সম্মুখিত্তে নাবে নারী অঙ্গের অম্বর ;

আর্তের রোদন কৃষ্ণ বার্থ কভু নহে

তব নিবিষ্টে শ্রবণে । হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

অদৃষ্টেব এ কি পরিহাস ? পববাসে,

একবাসা বিমলিনী বিগলিতা বেণী,

হাহাকারে কঁাদে অনাধিনী জগতের নাথ !

মহিষী মুকুট স্পর্শ কবেচে যে কেশ,

দুঃশাসন করে আকর্ষণ আঁজি দে কুন্তল দল ।

দুঃশাসন ।

ডাক, ডাক, যত পার ডাক সেই গোয়ালার পুতে ;

থাকিলে থাকিতে পারে আনাচে কানাচে খাড়া

সৃষ্টিছাড়া কপট মায়াবী ।

কৃষ্ণা ।

রমণীর লজ্জাবাস নির্লজ্জ দুর্জ্জন,

করিছে হরণ ; মরণ অধিক ভয়

নারীর লজ্জায় । লজ্জা যায়, লজ্জা যায়,

লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ !

তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, লজ্জা, মান, ভয়,

জীবের জীবন তুমি দেহ অভিমান ;

তুমি অন্ন, তুমি বস্ত্র, অবলার অঙ্গ তুমি হরি !

হৃতবাসা হই, সকাতরে কই,

পীতবাস কর-এসে রক্ষা !

প্রেমেষ্টে গঠিত শাস্ত শ্রামল প্রতিমা ;
 শিরে ছলে শিখি-পাখা আভাষে প্রকাশে
 করুণার ধারা পরিষণ ; বঁকা চোখে মাথা
 দৃষ্টির মিষ্টতা অরিবারণে ;
 অধরে মধুর সাস্ত্রনার ভাষা বাঁশরী বুঝায় ;
 চিত্ত কবে পবিত্রতা বনফুল সুরভি-কোমল ;
 নৃপুব সঙ্গীতে বুঝে সে ইঙ্গিতে,
 যে জলে যাতনায় ভোলে রাজ্য পাব,
 কাছে কাছে আছে তার হরি—অহেতু করুণাময়।

(বিকর্ণসহ বস্ত্রাবরণাদি লইয়া গান্ধারীর প্রবেশ)

সভাস্থগণ । মহাদেবী ! মহাদেবী !
 ধৃতরাষ্ট্র । রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহাদেবী !
 দুর্যোধন । অস্ত্রায় এ-স্বাচরণ,
 দ্বীলোকের আগমন প্রকাশ্য সভায় ।
 যাও—যাও—

গান্ধারী ! দূরে সরু কুলান্ধার !
 মা, মা, মা আশার,
 এস মা মায়ের কোলে আঁচল-আড়ালে ।
 ভয় হবে কুরুকুল, দুকুল হারালে নারী দুরাচারী-করে ।
 পর মা বসন, পর মা বসন ;
 চেও না অমন চোখে দুঃশাসনপানে ;
 নিলাজ দ্রবস্ত, তবু গর্ভে দিছি স্থান ।
 দুর্যোধন !

সবংশে নিধন তরে ধূষণে এত আয়োজন
করিতেছ কোন্ ভরসায় ?
ঈশ্বর কি নাই ? ঈশ্বর কি নাই ?
তাঁই দুর্বল দলনে, অবলার অপমানে,
পুরুষের নামে করিছ কলঙ্কদান ।

জুর্যোধন । রাজ-আচরণে পাপ নহে মৃত্যু দণ্ডাদেশ ।

ভূজবলে বুদ্ধির কোশলে—

গান্ধারী । কে দিয়েছে ভূজবল বুদ্ধির কোশল ?
জন্ম পেলো ঐশ্বৰ্য্যের কোলে কাহার ইচ্ছায় ?
আজতে আছতি দিতে ধ্বংসের আগুনে,
দেছেন বাহতে বল কাকের কি ভগবান ?
বক্ষিয়া বিশ্বাসী জনে নিঃশ্বাস ফেলিবে স্নেহে
নিশ্চিন্ত নিদ্রায়, হার্দ হ'য়ে মুদ্রার স্বপনে,
কখনো কোর না মনে ।

সব জানে, সব জানে, অন্তর্যামী নারায়ণ ।

এখনও এখনও কর অনুভাপ ।

পাপেতে অর্জিত ধন কর প্রত্যর্পণ,

ত্যাগ যার প্রাপ্য তায় ;—

কোথা সে শকুনি !

শকুনি । শকুনি-ভাণ্ডার-বর্দ্ধক নহে এক কপর্দক,

সত্য কহি ভগিনী তোমায় ।

মাতুলে বাতুল বলে অতুল ঐশ্বর্য্যপতি

জ্যেষ্ঠ পুত্র তব । আজীবন্তী অন্নভোজী

কুপোষ্য তোমার ভাই হস্তিনায় আজ ।

গান্ধারী । তাই বুঝি নিলে প্রতিশোধ ?

শকুনী । প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ !

কই না—অর্থ বোধ নাহি হয় যোঁর !

গান্ধারী । মা, বধু, বধু আমার,
পারিবি কি ক্ষমিবারে স্বস্তরের বংশে ?

কুম্ভা । ক্ষমা !

ক্ষমা তো মা স্তবমা, রমণী-কোমল প্রাণে ।

কিন্তু ভোলে কি অবলা কভু হৃদয় হুলিলে ?

নারী যদি ভোলে, সংসার না চলে,

জলে যায় কুল, ঢুলালী করিলে ভুল ।

স্নেহ প্রেম ভালবাসা, পোষা বুক আমারণ,

যদি প্রয়োজন, প্রাণ দেয় বিসর্জন প্রেমের কারণ

ত'লে হতমান নতশিরে সহে,

দহে কিন্তু অন্তরেতে তুষের আগুন ;

গুমে গুমে পোড়ে, ঠোঁট নাহি নড়ে,

নারীর নিজস্ব লিঙ্গা গোপনে সঞ্চয়,

করে না সে অপচয় বৃথা বাক্যব্যয়ে ;

প্রতীক্ষায় রহে, সময়ে পিশাচী হারে

হেবে প্রতিশোধ তরে তার ভয়ঙ্করী ভূতি ।

গান্ধারী । সত্ত্ব অপমান, এখানে জলিছে প্রাণ ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয়—সঞ্জয়,

কর নিবেদন মহাদেবীপাশে,

আনিতে বধুরে স্নেহে নিকটে আমার ;

দিব বর যা যাচিষে সতী ।

দুর্যোধন । পিতা, পিতা, আমারে করেছ দান এ হস্তিনারাজ্য,
কার্যো মম পূর্ণ অধিকার—

ধৃতরাষ্ট্র । কিন্তু করি নাই দান, স্বেচ্ছায় গরল পান
কবিবার অধিকার । দিয়াছিহু রাজ্যচার ;
অনাচার আছিল কি কোরব-ভাণ্ডারে ?
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানধারা উন্মাদের বুদ্ধি,
পুত্রে দিতে রাজহৃত্র সনে ?
দিয়াছি কি রাজদণ্ড, কুলধম্ম পণ্ড করিবাবে ?
পুত্রস্নেহ, পুত্রস্নেহ, ভয়ানক মোহ !
তাবো সৌম্য অতিক্রম করিবেছ দুর্যোধন
নিজ কলবধু ধবি, করি অপমান ।

সঞ্জয় । দেব ! প্রণাম করেন পদে, ক্রপদনন্দিনী,
সম্মাগতা বধুমাতা সতী মহাদেবী সাথে ।

ধৃতরাষ্ট্র । চাহ বর, করি আশীর্বাদ,
বরগীয়া তুমি কোববেব অন্তঃপুরে ;
জনকসন্মান আমি স্বপ্নের তোমার,
ভোল পশু-আচরণ মম মুখ চাহি,
ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রজ্ঞান কবে সাধুজন ।

কৃষ্ণা । পতিরতা যে বনিতা,
দাসসত্ত্বমোচন চার, সদা সে পতির ।

ধৃতরাষ্ট্র । মুক্ত তব পতিগণ, আমার আদেশে ।

কৃষ্ণা । করি তাত প্রণিপাত চরণে তোমার,
অধাই সকাশে তব, কোথা গিয়া দিনপাত
করিবেন রাজপুত্র, মম স্বামী পঞ্চজন ?

পঞ্চম	পঞ্চম অঙ্ক]	যাজ্ঞসেনী	[তৃত্ব
গান্ধা	ধৃতবাহু ।	নিজ রাজ্যে, নিজ রাজ্যে, ভাগ্যবতী ভার্যা সহ, পাণ্ডব খাণ্ডবগ্রন্থে রাজা চিরদিন । নহে হীনমাত বৈশ্রাম পুত্র দুর্য়োধন, পরম্বর হরণ তরে খেলেনি সে পাশা ; সুহৃৎ-দ্যুতেতে বাজাচ্যুত কেবা কবে হয় ?	
শকুনি	দুর্য়োধন ।	প্রতাপগ, সর্বস্ব অর্পণ ! শকুনি । (জনাস্তিকে) অসময় - - অসময় , এ সময় কোনো কথা নয় ।	
গান্ধা	দুর্য়োধন ।	বিনা স্থানচ্যুত হব ধৈর্য্যচ্যুত । শকুনি । (জনাস্তিকে) ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর আসিবে সময় । [দুর্য়োধন ও কর্ণের প্রস্থান ।	
রুক্মিণী	ধৃতবাহু ।	রাজসভা ভঙ্গ হোক আজ , বাজরাণী যাবেন শুদ্ধান্তে, বধূর লইয়ে সাথে । [প্রস্থান ।	
রুক্মিণী	রুক্মিণী হ'লো পতিব্রতা ;	কজ্জনাশ হারছে সতীর ; (অগত) কবে কবে প্রতিশোধ ! [শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।	
শকুনি	দংশন-স্পর্শদাঘ না ধুয়ে শোণিতে, আব কি বাধবে দেবী দ্রুপদ-নন্দিনী ! পূর্ব-রক্ত-শেষে এই যবনিকাপাত । কৌরবপাণ্ডবনাটো আরো আছে পাঠ্য ; পটের পালটে দোষ ভবিষ্যতে অদ্ভুত কি দৃশ্য আরো প্রকাশিত হয় !		

[যবনিকা]

